।। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দশমঃ স্কন্ধঃ

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

—ঃ০ঃ—

শ্রীশুক উবাচ।
অথ কৃষ্ণশ্চ রামশ্চ কৃতশৌচৌ পরন্তপ।
মল্লদুন্দুভিনির্ঘোষং শ্রুত্বা দ্রষ্টুমুপেয়তুঃ ।। ১ ।।

১। **অন্বয়ঃ** শ্রীশুক উবাচ। হে পরন্তপ! অথ কৃতশৌচৌ রামঃ চ কৃষ্ণঃ চ মল্লদুন্দুভি-নির্ঘোষং শ্রুত্বা দ্রষ্টুম্ উপয়েতুঃ (তৎস্থানং জগ্মতুঃ)।

১। **মূলানুবাদঃ** শ্রীশুকদেব বললেন–হে শত্রুনাশন রাজা পরীক্ষিৎ! অনন্তর সবয়স্ত কৃষ্ণ-বলরাম সকলের অলক্ষিতে যমুনায় গিয়ে স্নানাদি করে পবিত্র হলেন। অতঃপর মল্লতালময় দুন্দুভি শব্দ কানে যেতেই মল্লযুদ্ধ দেখার জন্য সেখান থেকেই রঙ্গভূমি দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** দ্রষ্টুমিতি দিদৃক্ষাব্যাজেনেত্যর্থঃ। অম্বষ্ঠাদি-বঞ্চনার্থং পারিধানী-য়োত্তরিয়পরিধানেন মল্লবেশাস্বীকারাৎ, অন্যথা বক্ষ্যমাণ পরিকরবন্ধবৈয়র্থ্যং স্যাৎ; উপেয়তু রঙ্গস্থলান্তিকং যযতুঃ। পরন্তপ হে শত্রুনাশনেতি তাদৃশদুষ্টদ্বেষো ভবাদৃশাং শীলমেবেতি ভাবঃ। অন্যৈস্তু যদ্বা, কৃতশৌচাবিতি নরচেষ্টানুকরণমাত্রং এতন্মিষেণৈব বৃদ্ধগোপেভ্যঃ পুর্ব্বমেব বিচ্ছিন্নাবিতি জ্ঞেয়ম্।।

১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ দ্রষ্টুম্**– দেখার ছলে। মাহুত প্রভৃতিকে বঞ্চনের জন্য মল্লবেশ অস্বীকার করে পরার কাপড় ও গায়ের চাদর পরে রঙ্গস্থলে এসে গেলেন। —এরূপ বেশ না হলে, পরে ত শ্লোকে 'পরিকর বন্ধ' অর্থাৎ 'পরার কাপড়ের আচল মাজায় বেঁধে নেওয়ার' যে কথা হয়েছে, তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হত। **উপয়েতু**—রঙ্গস্থলের নিকট গেলেন। **পরন্তপ**—হে শত্রুনাশন (পরীক্ষিৎ)! এতাদৃশ দুষ্টকে বিদ্বেষ করা তোমার মত জনদের স্বভাবই, এরূপ ভাব। [স্বামিপাদ—**কৃতশৌচৌ**—যাঁরা পূর্বদিনেই নিজেদের [ধনুর্ভঙ্গ কালে রক্ষকবধাদি 'অশুচি'] 'শৌচং' শুদ্ধি অর্থাৎ নিরপরাধী 'কৃতং' করে নিয়েছেন. সেই রাম কৃষ্ণ।] অথবা, **কৃতশৌচৌ**—

রঙ্গদ্বারং সমাসাদ্য তস্মিন্নাগমবস্থিতম্ ।
অপশ্যৎ কুবলয়াপীড়ং কৃষ্ণোঽম্বষ্ঠপ্রচোদিতম্ ॥ ২ ॥

২। **অন্বয়** ঃ কৃষ্ণঃ রঙ্গদ্বারং সমাসাদ্য তস্মিন্ (রঙ্গদ্বারে) অবস্থিতম্, অম্বষ্ঠপ্রচোদিতং (হস্তিপালকেন পরিচালিতং) কুবলয়পীড়ং নাগং (গজং) অপশ্যৎ।

২। **মূলানুবাদ** ঃ রঙ্গদ্বারে উপস্থিত হয়ে কৃষ্ণ তথায় মাহুত-পরিচালিত কুললয়পীড় নামক গজরাজকে অভিনিবেশের সহিত দাঁড়ানো দেখলেন।

এই-যে যমুনায় গিয়ে স্নানাদি করে পবিত্র হলেন রামকৃষ্ণ, ইহা নরলীলা অনুকরণমাত্র – আরও এই ছলেই বৃদ্ধ গোপেদের থেকে পূর্বেই নিজেদের বিচ্ছিন্ন করলেন, এরূপ বুঝতে হবে। জী০ ১ ॥

১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ ত্রিচত্বারিংশকে হত্বা হস্তীন্দ্রং রঙ্গভূগতঃ
মাধুর্যৈশ্বর্যবর্ষী স চাণূরং প্রত্যভাষত ॥

অথেতি। উষসি পিত্রাদীনপৃষ্ট্বৈব সর্বৈরলক্ষিতৌ সবয়স্যৌ যমুনাতীরং রামকৃষ্ণৌ গতৌ তত্রৈব কৃতদন্তধাবনাদিকৌ ভো ভো বয়স্যাঃ, মল্লতালময়ো দুন্দুভিঘোষোঽয়ং শ্রূয়তে তদিত এব প্রবিশাব ইতি দ্রষ্টুং দ্রুতমীয়তুঃ ॥ ১ ॥

১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ এই ৪৩ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে – রঙ্গদ্বারে কুবলয়গীড় নামক হস্তীশ্রেষ্ঠ বধ করার পর কৃষ্ণের রঙ্গভূমিতে প্রবেশ, ও ঐশ্বর্যবর্ষী মাধুর্যমণ্ডিত কৃষ্ণের চাণূরের প্রতি উক্তি। **অথ ইতি**—অতঃপর ভোরে পিতাদিগকে কিছু না বলেই সকলের অলক্ষিতে সবয়স্য রামকৃষ্ণ যমুনাতীরে চলে গেলেন—সেখানে হাতমুখ ধোয়া প্রভৃতি করে নিয়ে সখাদের বললেন, ওহে ওহে সখাগণ! এ-যে মল্লতালময় দুন্দুভি বাদ্য শোনা যাচ্ছে, সুতরাং এখান থেকে গিয়েই রঙ্গভূমিতে ঢুকে যাব—এই বলে **দ্রষ্টুং উপয়েতু**—উহা দেখার জন্য জলদি তথায় উপস্থিত হলেন। বি০ ১ ॥

২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ অবধানেন স্থিতমপশ্যৎ, এতচ্চাম্বষ্ঠপ্রণোদিতমপস্যদিত্যর্থঃ ॥

২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ **অবস্থিতম্**—[অব + স্থিতম্] এক হস্তী-শ্রেষ্ঠ অভিনিবেশের সহিত দাঁড়িয়ে আছে, এরূপ দেখলেন। আরও দেখলেন, ঐ হস্তীশ্রেষ্ঠ **প্রচোদিতম**—মাহুতের দ্বারা পরিচালিত। জী০ ২ ॥

২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ অম্বষ্ঠো হস্তিপস্তেন সংপ্রতি হিংসার্থং প্রেরিতম্ ॥ ২ ॥

২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **অম্বষ্ঠপ্রচোদিতম্**—মাহুতের দ্বারা সম্প্রতি হিংসার্থ চালিত হচ্ছে, এরূপ দেখলেন। বি০ ২ ॥

বদ্ধা পরিকরং শৌরিঃ সমুহ্য কুটিলালকান্ ।
উবাচ হস্তিপং বাচা মেঘনাদগভীরয়া ॥৩॥

৩। **অন্বয় ঃ** শৌরিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) পরিকরং বদ্ধা (কঞ্চুকং বিসৃজ্য পরিধানীয় বস্ত্রং মধ্যবন্ধন ধটীপটেন বেষ্টয়িত্বা প্রালম্বমালাদিকং বৈকক্ষাদিকং নিধায়) কুটিলালকান্ সমুহ্য (উত্তরীয়েণাপি গাঢ় বদ্ধা) মেঘনাদ গভীরয়া বাচা হস্তিপং উবাচ।

৩। **মূলানুবাদ ঃ** শৌরি কৃষ্ণ উড়্‌নী ফেলে দিয়ে পরণের বস্ত্র কোমরবন্ধ-ধটীবস্ত্রের সহিত পেঁচিয়ে বেঁধে নিলেন। গলায় ঝুলানো মালা ঘুরিয়ে কাধের উপর তুলে নিয়ে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করলেন। চূর্ণকুন্তলনিচয় উষ্ণীষ অন্তর্গত দীর্ঘ কেশের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলেন। অতঃপর জলদ গম্ভীর স্বরে মাহুতকে বললেন।

৩। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকা ঃ** শৌরিরিতি তদ্বংশ্যানামানন্দার্থমিতি ভাবঃ। পরিকরং বদ্ধা কুঞ্চুকং বিসৃজ্য পরিধানীয়ং মধ্যবন্ধধটীপটেন বেষ্টয়িত্বা প্রালম্বমালদিকং বৈকক্ষাদিত্বেন বিধায়েত্যর্থঃ। 'বিচিত্রবেশাভরণস্রগম্বরৌ' ইতি বক্ষ্যমাণাৎ। কুটিলান্ স্বভাবতো বক্রান্, অতএব পূর্ব্বং কঙ্কতিকয়া লঘুষ্ণীষেষু দীর্ঘকেশেষু প্রবেশিতানপি যুদ্ধকালে বিক্ষেপশঙ্কয়া অলকান্ চূর্ণকুন্তলান্ সমুহ্যোত্তরীয়েনাপি গাঢ়ং বদ্ধেত্যর্থঃ। সমূহ্যেতি পাঠে দীর্ঘত্বমার্ষম্। শ্লেষেণ দুষ্টবধে মুখাবরণাদিনা বিঘ্নাপাদনাৎ কুটিলানাং স্বীয়ানামপি সমাগ্বন্ধনং যুক্তমেবেতি ধ্বনিতম্। অন্যত্তৈঃ। তত্র পরিকরমিত্যনন্তরং বদ্ধেতি পতিতমিব। যদ্বা, বদ্ধেত্যস্যৈব টীকা কৃত্বেতি ॥ জী॰ ৩ ॥

৩। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদ ঃ** শৌরিঃ—শূরবংশরূপ সমুদ্রের চন্দ্রস্বরূপ কৃষ্ণ—এই শব্দটির এখানে ধ্বনি হল, এই বংশের আনন্দবর্ধনের জন্য যুদ্ধ বেশ পরে নিলেন কৃষ্ণ। **যুদ্ধার্থে বদ্ধাপরিকরং**—যুদ্ধের সাজে সাজলেন, যথা গায়ের চাদর ফেলে দিলেন। পরার কাপড়ের অঁচল কোমরবন্ধ ধটীবস্ত্রের সহিত পেঁচিয়ে বেঁধে নিলেন। গলায় ঝুলানো মালা ঘুরিয়ে কাঁধের উপর তুলে নিয়ে স্থাপন করলেন। এতে তাঁদের যে বেশ হল, তা পরবর্তী ১৯ শ্লোকে 'বিচিত্রবেশাভরণস্রগম্বরৌ' বাক্যে বলা হয়েছে। **কুটিল অলকান্** - স্বভাবতঃ বক্র চূর্ণকুন্তল—অতএব পূর্বেই চিরুনি দিয়ে সুন্দর উষ্ণীষ অন্তর্গত দীর্ঘকেশের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলেও যুদ্ধকালে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পরার আশঙ্কায় উহাকে উপরে উঠিয়ে নিয়ে উত্তরীয় দিয়ে দৃঢ় করে বেঁধে নিলেন। কারণ যুদ্ধকালে আলিঙ্গিত অবস্থায় দুষ্ট-বধ করতে গেলে কুটিল কুন্তল চোখে মুখে এসে আবরণ তৈরী করে বিঘ্ন ঘটাতে পারে, তাই নিজের হলেও কুটিল ওকে দৃঢ়রূপে বেঁধে রাখাই যুক্তিযুক্ত। [শ্রীস্বামিপাদ—পরিকরং (যুদ্ধোচিত পরিধান) কৃত্বা সমুহ্যনিবদ্ধ্য] —'বদ্ধাপরিকরং' টীকানুযায়ী অর্থ, বাঁধা পরিধান যুদ্ধকালে খুলে যাওয়াতে পুনরায় 'কৃত্বা' করে নিলেন. অথবা 'বদ্ধাপরিকরং'- মূলের 'বদ্ধা' শব্দের

অস্বষ্ঠাস্বষ্ঠ মার্গং নৌ দেহ্যপক্রাম মা চিরম্ ।
নো চেৎ সকুঞ্জরং ত্বাদ্য নয়ামি যমসাদনম্ ॥ ৪ ॥

৪। **অন্বয়** ঃ [হে] অম্বষ্ঠ (হে হস্তিপালক) [হে] অম্বষ্ঠ ! নৌ (আবয়োঃ) মার্গং (পন্থানং) দেহি, মাচিরং (দ্রুতং) **অপক্রাম**—(মার্গাৎ অপসর) নোচেৎ অদ্য সকুঞ্জরং ত্বা (ত্বাং) যমসদনং নয়ামি (প্রাপয়ামি)।

৪। **মূলানুবাদ** ঃ আরে মাহুত, আরে মাহুত ! ঝটিতি পথ থেকে সরে দাঁড়াও। অন্যথা আজ তোমাকে হস্তীর সহিত যমালয়ে পাঠাব।

অথ'ই স্বামিপাদ 'কৃত্বা' করলেন—এটি ভিন্ন শব্দ নয়। —অর্থাৎ কৃষ্ণ যুদ্ধবেশ করে নিলেন।
॥ জী॰ ৩ ॥

৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ পরিকরং বদ্ধা কঞ্চুকং বিসৃজ্য পরিধানীয়বস্ত্রং মধ্যবন্ধনধটীপটেন বেষ্টয়িত্বা প্রালম্বমালাদিকং বৈকক্ষকাদিত্বেন নিধায়েত্যর্থঃ। কুটিলালকান্ উষ্ণীষবন্ধনকালে অঙ্গুল্যা কেশান্তঃ প্রবেশিতানপি যুদ্ধকালে বিক্ষেপশঙ্কয়া সমুহ্য উত্তরীয়েণাপি গাঢ়ং বদ্ধেত্যর্থঃ। সমুহ্যেতি পাঠে দীর্ঘত্বমার্ষম্ ॥ ৩ ॥

৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **পরিকরং বদ্ধা**—গায়ের জামা ফেলে দিয়ে পরার বস্ত্র কটিবন্ধ ধটীবস্ত্রের সহিত পেঁচিয়ে বেঁধে নিলেন, আর গলায় ঝুলান মালা ঘুরিয়ে কাঁধের উপর তুলে নিয়ে স্থাপন করলেন দৃঢ়ভাবে। চূর্ণকুন্তলনিচয় উষ্ণীষ বন্ধন-কালে অঙ্গুলীর দ্বারা কেশের ভিতরে প্রবেশ করিয়ে রাখলেও যুদ্ধকালে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় সমুহ্য—উত্তরীয়ের দ্বারাও দৃঢ় রূপে বেঁধে নিলেন। বি॰ ৩ ॥

৪। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকা** ঃ বীপ্সা দৃঢ়াবধানার্থং ক্রোধাদেব বা, মার্গরোধনং কিল মহাপাতকমিত্যাশয়েনাহ—মা চিরং দ্রুতমপক্রাম মার্গাদপসর। নয়ামি প্রেষয়ামি সামীপ্যে বর্ত্তমান-বত্ত্বম্। অদ্যেতি এতাবন্তং কালমুদ্বৃত্তো বর্ত্তসে, তস্মাদদ্য ত্বামিত্যর্থং যমস্য সদনমেব সাদনং, স্বার্থেঽণ্ বস্তুতস্তু যমেন মনোনিরোধেন সাদ্যতে আসাদ্যতে যত্তন্মোক্ষলক্ষণং বস্ত্বিত্যর্থঃ ॥ জী॰ ৪ ॥

৪। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদ** ঃ আরে মাহুত, আরে মাহুত ! এই যে দুবার ডাকলেন, তা তাঁর দিকে দৃঢ় মনোযোগ দেওয়ার জন্য, বা ক্রোধে। পথ অবরোধ করা মহাপাপ, এই আশয়ে বললেন **মা চিরং**—দ্রুত **অপক্রাম**—পথ থেকে সরে যাও। 'যমসদনম্ নয়ামি' নইলে আজ যমালয়ে পাঠাব। এতকাল যে বেঁচে আছ তাই বেশী, আজ তোমাকে যমালয়ে পাঠাবো। বস্তুতস্তু এখানে [যম = যমেন] মনোনিরোধের দ্বারা মোক্ষলক্ষণ-বস্তু [সাদনম = সাদ্যতে] আস্বাদিত হয়, তা তোমাকে দান করব। জী॰ ৪ ॥

Acc. No 1422
Coll No 2945926-10th V
Date 13-02-2002 MS(O)
B. G. M.

এবং নির্ভর্ৎসিতোঽম্বষ্ঠঃ কুপিতঃ কোপিতং গজম্।
চোদয়ামাস কৃষ্ণায় কালান্তকযমোপমম্ ॥৫॥

করীন্দ্রস্তমভিদ্রুত্য করেণ ভরসাগ্রহীৎ।
করাদ্বিগলিতঃ সোঽমুং নিহত্যাঙ্ঘ্রিষ্বলীয়ত ॥৬॥

৫। **অন্বয়** ঃ এবং নির্ভর্ৎসিতঃ (তিরস্কৃতঃ) অম্বষ্ঠঃ (হস্তীপঃ) কুপিতঃ (ক্রুদ্ধঃ) [সন্] কালান্তক-যমোপম কোপিতং (কোপং প্রাপিতং) গজং কৃষ্ণায়। (কৃষ্ণং গ্রহীতুং)চোদয়ামাস (দ্রাবয়ামাস)।

৬। **অন্বয়** ঃ করীন্দ্রঃ তং (কৃষ্ণং প্রতি) অভিদ্রুত্য (আগত্য) করেণ (শুণ্ডেন) অগ্রহীৎ (ধৃতবান্) সঃ (কৃষ্ণঃ) করাৎ (শুণ্ডাৎ) বিগলিতঃ অঙ্ঘ্রিষু (পদচতুষ্টয়ে) অমুং (গজং) নিহত্য (প্রহৃত্য) অলীয়ত (অদৃশ্যো বভূব)।

৫। **মূলানুবাদ** ঃ এরূপ তিরস্কার বাক্যে রাগান্বিত হয়ে মাহুত কালান্তক যমসদৃশ হস্তীকে রাগিয়ে তুলে কৃষ্ণকে ধরবার জন্য চালিয়ে দিলেন।

৬। **মূলানুবাদ** ঃ হস্তীশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের দিকে সরেগে এসে তাঁকে শুড় দিয়ে ধরে নিল। অতঃপর কৃষ্ণ মুষ্ট্যাঘাতে ওর শুড় অবশ করত বেরিয়ে এসে ওর মহাস্থূল চতুষ্পাদের মধ্যে অদৃশ্য হলেন।

৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ যমস্য সাদনং সদনম্। বস্তুতস্তু যমেন মনোনিরোধেনাসাদ্যতে প্রাপ্যতে ইতি যমসাদনং মোক্ষম্। বি॰ ৪।

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **যমসাদনম্**—যমালয় ; বস্তুতস্তু 'যমেন' মনোনিরোধের দ্বারা 'আসাদ্যতে' লাভ করা যায়, এইরূপে 'যমসাদন' শব্দের অর্থ আসে 'মোক্ষ'।বি॰ ৪॥

৫। শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকা ঃ কৃষ্ণায় কৃষ্ণং গ্রহীতুম্ ॥ জী॰ ৫ ॥

৫। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদ** ঃ **কৃষ্ণায়**—[কৃষ্ণং] কৃষ্ণকে ধরবার জন্য (হস্তী চালনা করল)।জী॰ ৫ ॥

৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ কৃষ্ণায় কৃষ্ণং গ্রহীতুং কালেন অন্তঃ আয়ুঃশেষো যেষাং তেষাং মনুষ্যাদীনাং যো যমঃ প্রসিদ্ধস্তেনোপমা যস্য তং, তেন কৃষ্ণস্যাসৌ কিমপি কর্তুং ন প্রভবিষ্যতীতি ভীতং রাজানং প্রত্যাশ্বাসো ধ্বনিতঃ॥ বি॰ ৫ ॥

৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **কৃষ্ণায়**—কৃষ্ণকে ধরার জন্য **কালান্তক যমোপমম্**—কালের দ্বারা 'অন্তঃ' আয়ু শেষ যাদের সেই মনুষ্যসকলের সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ যে যমরাজ তার সহিত উপমা যার সেই হস্তী থেকে অধিক বলবান কালের প্রভু কৃষ্ণ, সুতরাং এরূপ যে হস্তী

সংক্রুদ্ধস্তমচক্ষাণো ঘ্রাণদৃষ্টিঃ স কেশবম্ ।
পরামৃশৎ পুষ্করেণ স প্রসহ্য বিনির্গতঃ ॥৭॥

৭। **অন্বয়ঃ** তং (শ্রীকৃষ্ণং) অচক্ষাণঃ (অপশ্যন্ অত) সংক্রুদ্ধঃ ঘ্রাণদৃষ্টিঃ (ঘ্রাণেন 'দৃষ্টিঃ' দর্শনং যস্য সঃ পশুত্বাৎ গন্ধেনৈব জানন্) পুষ্করেণ (শুণ্ডাগ্রেণ) কেশবং পরামৃশৎ ধৃতবান্) সঃ (শ্রীকৃষ্ণশ্চ) প্রসহ্য (বলেন) বিনির্গতঃ (শুণ্ডাগ্রাৎ বহির্গতঃ বভূব) ॥

৭। **মূলানুবাদঃ** কৃষ্ণের অদর্শনে ক্রুদ্ধ হয়ে সেই হস্তী ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারাই অবস্থিতি বুঝে নিয়ে শুণ্ডাগ্রে তাঁকে ধরে ফেলল। তখন কৃষ্ণ 'আরে কি বল দেখাচ্ছিস' এরূপ বলে নিজেকে সবলে মুক্ত করত বন্ধন থেকে বেরিয়ে এলেন।

তাকে দিয়ে কৃষ্ণের কিছুই করতে সমর্থ হবে না এই মাহুত, এইরূপে ভীত রাজা পরীক্ষিতের প্রতি আশ্বাস ধ্বনিত হল। বি০ ৫ ॥

৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** অগ্রহীৎ ধৃতবানেব. মহাকৌতুকিতয়া তস্য সর্ব্বসম্ভবাৎ, এবমগ্রেঽপ্যূহ্যম্। অতএব বক্ষ্যতে—'লীলয়া' ইতি, 'ক্রীড়য়া' ইতি চ। বিশেষেণ গলিতো নিষ্ক্রান্তঃ সন্, 'বি' শব্দেন বস্ত্রমালাদীনামপি নিরাকুলতা বোধ্যতে। এবমগ্রেঽপি, অঙ্ঘ্রিষু অলীয়ত পদচতুষ্টয়মধ্যগঃ সন্ তেনাদৃশ্যোঽভূৎ ॥জী০ ৬ ॥

৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** **অগ্রহীৎ**—কৃষ্ণ নিজেই হস্তীর শুঁড়ের মধ্যে ধরা দিলেন, কারণ মহাকৌতুকী হওয়া হেতু তাঁর পক্ষে সবই সম্ভব। এরূপই পরেও বলা হয়েছে, ৮ শ্লোকে 'লীলয়া' লীলার ও ১১ শ্লোকে 'ক্রীড়য়া' খেলাচ্ছলে। **করাৎ বিগলিত**—শুঁড় থেকে বিশেষরূপে বের হয়ে এলেন—এই 'বি' শব্দে বস্ত্রমালাদির তছ্‌নছ্‌ ন-হয়ে যাওয়া বুঝান হল। এরূপই পরেও বুঝতে হবে। **অঙ্ঘ্রিষু অলীয়ত**—চার পা-এর মধ্যগত হয়ে উহাদের আড়ালেই অদৃশ্য হয়ে থাকলেন।জী০৬॥

৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** তং নির্ভয়ত্বেনৈব স্থিতং কৃষ্ণং করেণ শুণ্ডেন মধ্যদেশেঽগ্রহীৎ। ততশ্চ স কৃষ্ণঃ অমুং কুঞ্জরং নিহত্য বামমুষ্ট্যা শুণ্ডে প্রহৃত্য তৎপ্রহারবিবশাৎ শুণ্ডাদ্বিগলিতঃ সন্ অঙ্ঘ্রিষু তস্য মহাস্থূলপাদেষু অলীয়ত অদৃশ্যো বভূব। অঙ্ঘ্রিষ্বিতি বহুবচনেনৈবং ব্যাখ্যেয়ম্,—প্রথমমেকস্মিন্ পাদপৃষ্ঠে অলীয়ত তদাঘ্রাণদৃষ্টৌ কুঞ্জরে তত্রৈব ধর্তুমুদ্যতে সতি অন্যস্মিন্ পাদে অলীয়ত তত্রাপি ধর্তুমুদ্যতেঽপরস্মিন্নিত্যেবং সহাসমুখাম্বুজো মহাকৌতুকী স কুঞ্জরং বহুশো বঞ্চয়ন্ স্বখেলামেবাদ্ভুতাং লোকান্ দর্শয়ামাসেতি ভাবঃ ॥বি০ ৬ ॥

৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** তং—নির্ভয়ে স্থিত কৃষ্ণকে করেণ—শুঁড়ের দ্বারা মধ্যদেশে ধরে নিল। অতঃপর সঃ—কৃষ্ণ অমুং—ঐ হাতীকে নিহত্য—বাম মুষ্টি দ্বারা শুঁড়ে আঘাত করলেন, সেই আঘাতে শুঁড় অবশ হয়ে পড়লে সেখান থেকে বিগলিত হয়ে অঙ্ঘ্রিষু অলীয়ত—

পুচ্ছে প্রগৃহ্যাতিবলং ধনুষঃ পঞ্চবিংশতিম্ ।
বিচকর্ষ যথা নাগং সুপর্ণ ইব লীলয়া ॥৮॥

৮। **অন্বয় ঃ** [ততঃ শ্রীকৃষ্ণঃ] অতিবলং [তং গজং] পুচ্ছে প্রগৃহ্য (ধৃত্বা) সুপর্ণঃ (গরুড়ঃ) নাগম্ ইব লীলয়া ধনুষঃ পঞ্চবিংশতিম্ শতহস্তপ্রমাণং দেশং ব্যাপ্য যথা (যথাবৎ) বিচকর্ষ (আকৃষ্টবান্)।

৮। **মূলানুবাদ** গরুড় যেমন অনায়াসে সর্পকে টেনে নিয়ে যায়, সেইরূপ কৃষ্ণ অতি বলশালী ঐ হাতীটিকে লেজে চেপে ধরে শতহস্তপ্রমাণ স্থান পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেলেন।

মহাস্থূল পদচতুষ্টয়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে পড়লেন—বহুবচনে এরূপ ব্যাখ্যা করাই উচিত,প্রথমে একটি পাদপৃষ্ঠে অদৃশ্য হলেন, তখন ঘ্রাণদৃষ্টির সাহায্যে সেখানেই ধরতে উদ্যত হলে অন্য পাদদেশে অদৃশ্য হলেন, সেখানেও ধরতে উদ্যত হলে অপর পাদপৃষ্ঠে অদৃশ্য হলেন—এইরূপে সহাসমুখাম্বুজ মহাকৌতুকী কৃষ্ণ ঐ হস্তীটিকে বহুপ্রকারে বঞ্চনা করত নিজের অদ্ভুতখেলা জনগণকে দেখালেন। বি০ ৬ ॥

৭। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** পুষ্করেণেতি শ্লেষাত্তস্য শ্রীমদঙ্গে কমলবৎ কোমলতাং গতেনেতি ধ্বন্যতে ॥ জী০ ৭ ॥

৭। **শ্রীজীববৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ পুষ্করেণ**—এই শব্দটির অথ—হাতীরশুড়, কমল ইত্যাদি। এরূপ অর্থ ধ্বনিত হচ্ছে, এখানে এই শব্দটি ব্যবহারে—এই শুড় কৃষ্ণের শ্রীমদ্ অঙ্গে আলিঙ্গন হেতু কমলের ন্যায় কোমলতা প্রাপ্ত হল। জী০ ৭॥

৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** অচক্ষাণোঽপশ্যন্ পশুত্বাদ্ঘ্রাণদৃষ্টিঃ গন্ধেনৈব জানন্ পুষ্করেণ শুণ্ডাগ্রেণ পরামৃশৎ তং জগ্রাহেতি স্বীয়খেলান্তরং লোকান্ দর্শয়িষ্যন্ কৃষ্ণঃ স্বমেকবারং তদুৎসাহবর্ধনার্থং গ্রাহয়ামাসেতি ভাবঃ। ততশ্চ কুঞ্জরে তস্মিন্ কৃতার্থম্মন্যে সতি স কৃষ্ণঃ প্রসহ্য বলাৎকারেণৈব 'কিমরে বলং দর্শয়সী'ত্যুক্ত্বা স্বং মোচয়িত্বা বহির্নির্গতোঽভূৎ ॥বি০ ৭ ॥

৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অচক্ষাণো**—দেখতে না পেয়ে, পশু বলে ঘ্রাণদৃষ্টিঃ—ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারাই অবস্থিতি জেনে নিয়ে শুঁড়ের অগ্রদেশের দ্বারা **পরামৃশৎ**—ধরে ফেললেন **তম্**—কৃষ্ণকে। অন্য এক খেলা লোকদের দেখাবার ইচ্ছায় ঐ হস্তীর উৎসাহ বর্ধনার্থে কৃষ্ণ নিজেই একবার ধরা দিলেন, এরূপ ভাব। অতঃপর সেই হস্তী কৃতার্থম্মন্য হলে স—কৃষ্ণ প্রসহ্য—বলাৎকারে, 'আরে কি বল দেখাচ্ছিস,' এরূপ বলে, নিজেকে মুক্ত করত বাইরে চলে এলেন। বি০ ৭।

৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** যথেতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্। যদ্বা, যথা যথাবৎ বিচকর্ষ, তন্মধ্যে তেনকচিদপি স্থৈর্য্যাংশস্যাপ্যশক্যত্বাৎ। জী০৮॥

৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** [স্বামিপাদ 'যথা নাগং সুপর্ণ ইব' বাক্যের ব্যাখ্যা এরূপ করেছেন, যথা—সর্পবৎ বর্তমান হাতীটি তেমনই গরুড়বৎ কৃষ্ণ স্বয়ম্ ;] অথবা, **যথা**—'যথাবৎ' হাতিটীর যেমন অবস্থিতি তেমনই তাকে আকর্ষণ করে নিয়ে যেতে লাগলেন কৃষ্ণ, এরমধ্যে হাতিটী কখনও লেশমাত্রও স্থির হয়ে থাকতে পারল না। জী০ ৮॥

স পর্য্যাবর্তমানেন সব্যদক্ষিণতোঽচ্যুতঃ।
বভ্রাম ভ্রাম্যমাণেন গোবৎসেনেব বালকঃ ॥৯॥

৯। **অন্বয়ঃ** সঃ অচ্যুতঃ সব্যদক্ষিণতঃ (বামেদক্ষিণেচ) পর্যবর্তমানেন (পরিবর্তনশীল-গজেন সহ বভ্রাম, ভ্রাম্যমানেন গোবৎসেন [সহ] বালকঃ।

৯। **মূলানুবাদঃ** অতঃপর হাতীটির উৎসাহ বর্ধনের জন্যে কৃষ্ণ আকর্ষণ-বেগ কিছুটা শিথিল করলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—

বালক যেমন গোবৎসের লেজ ধরে ঘুর ঘুর করে, তেমনই লেজধরা অচ্যুতকে ধরবার জন্য হস্তীটি যখন ডানে ঘোরে তখন কৃষ্ণ তাকে বায় ঘুরিয়ে নিজেও ঘুরতে থাকেন। আবার যখন বায় ঘোরে তখন ডানে ঘুরিয়ে নিজেও ঘুরতে থাকেন।

৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** ধনুষঃ ধনুষাং পঞ্চবিংশতিং শতহস্তপ্রমাণদেশং ব্যাপ্য যথেতি যথাবদেব বিচকর্ষ। কুঞ্জরঃ স তদা যৎ কিঞ্চিদপি স্থৈর্যং ধর্তুং ন শশাকেতি ভাবঃ॥ বি০৮॥

৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** ধনুষঃ পঞ্চবিংশতিম্—এক ধনু = চারহাত। ২৫ ধনু = শতহস্তপ্রমাণ স্থান **বিচকর্ষ**—জুরে টানা টানি চলল। সেই হস্তী তৎকালে যৎকিঞ্চিৎও নিজ অচল অবস্থা বজায় রাখতে সমর্থ হল না। বি০ ৮॥

৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** অচ্যুত ইতি কদাচিদপি তদা তৎপুচ্ছগ্রহণাচ্চ্যুতিরাহিত্যাভিপ্রায়েণ। যদ্বা, দ্রুতগতিবিশেষেণ সব্যে দক্ষিণে চালাতশ্চক্রবদ্বর্ত্তমানত্বাৎ। জী০ ৯॥

৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** অচ্যুত—এই পদটি প্রয়োগের অভিপ্রায় হল, সে সময় কখনও-ই ঐ হাতীটির পুচ্ছগ্রহণ থেকে তিনি চ্যুত হলেন না অর্থাৎ পুচ্ছটি কখনও-ই হস্তচ্যুত হল না তাঁর! অথবা, দ্রুতগতি বিশেষে বামে-ডানে আলাত চক্রবৎ সদা বর্তমানতা সূচিত হচ্ছে, এই 'অচ্যুত' নামের প্রয়োগে। জী০ ৯॥

৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** ততশ্চ কুঞ্জরস্য কিঞ্চিদুৎসাহপ্রাপণার্থমাকর্ষণবেগং ভগবান্ শিথিলীচক্রে ইত্যাহ—স অচ্যুতঃ। পর্যাবর্তমানেন কুঞ্জরেণ সহ সব্য-দাক্ষিণতো বভ্রামেতি কিঞ্চিদুৎসাহং প্রাপ্য পুচ্ছগ্রাহিণং কৃষ্ণং গ্রহীতুং যদি দক্ষিণতঃ পরিবর্ততে কুঞ্জরস্তদা তং সব্যতো ভ্রাময়ন্ স্বয়ং ভ্রমতি, যদি চ সব্যতস্তদা দক্ষিণত ইত্যেবং স বভ্রাম। ভ্রাম্যমাণেন গোবৎসেন সহ বলবান্ বালক ইবেতি। বি০ ৯॥

৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** অতঃপর হস্তীকে কিঞ্চিৎ উৎসাহ পাওয়ানের জন্য কৃষ্ণ আকর্ষণ বেগ কিছুটা শিথিল করলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, 'স অচ্যুতঃ'। **পর্য্যাবর্তমানেন**—[পরি+আবর্তমানেন] 'পরিতঃ' পুনঃপুনঃ বায়-ডানে ভ্রাম্যমান হস্তীর সহিত **বভ্রাম ইতি**—হস্তীটি কিঞ্চিৎ উৎসাহ পেয়ে পুচ্ছধারী কৃষ্ণকে ধরবার জন্য যখন ডানে ঘোরে, তখন কৃষ্ণ তাকে বায় ঘুরিয়ে নিজেও

ততোঽভিমুখমভ্যেত্য পাণিনাহত্য বারণম্ ।
প্রাদ্রবন্ পাতয়ামাস স্পৃশ্যমানঃ পদে পদে ।।১০।।

১০। অন্বয় ঃ ততঃ অভিমুখং অভেত্য (আগত্য) পাণিনা বারণং (হস্তিনং) আহত্য (প্রহৃত্য) প্রাদ্রবন্ (প্রকর্ষেণ দ্রবন্নপি 'আ' ঈষৎ এব দ্রবন্) পদে পদে স্পৃশ্যমান [সন্ তং] পাতয়ামাস।

১০। মূলানুবাদ ঃ অতঃপর লেজ ছেড়ে দিয়ে সম্মুখে এগিয়ে এসে গজরাজকে হাতের দ্বারা সামান্য আঘাত করেই জোরে দৌড় লাগিয়েও পরে বেগ অল্প করে আনলেন, যাতে হস্তীর ছোঁয়ার মধ্যে আসতে পারেন, এইরূপে তার দ্বারা স্পৃষ্ট হয়ে হয়ে তাকে ভূমিতে ফেলে দিলেন।

ঘুরতে থাকেন। আবার বায় ঘোরে যখন, তখন ডাইনে ঘুরিয়ে নিজেও ঘুরতে থাকেন, ভ্রাম্যমান গোবৎসের সহিত বলবান বালক যেরূপ ঘোরে। বি০ ৯ ॥

১০। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ ততো ভ্রামণলীলানন্তরমাগত্য ঈষৎ প্রহৃত্যম, অন্যথা সদ্য এব মরণাৎ। ব্যথাদাবপি তদনুধাবনাশক্তেঃ। বারণেন তেন স্পৃশ্যমানঃ, অন্যথা নিরুৎসাহতয়া তস্য বৈমুখ্যসম্ভবাৎ, কৌতুকবিশেষাসম্পত্তেশ্চ ॥ জী০ ১০ ।।

১০। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ অতঃপর ঘূর্ণনলীলার পর সম্মুখে এসে ঈষৎ আঘাত করলেন—কারণ জোরে করলে সঙ্গে সঙ্গেই মরে যেত। —এই আঘাতেই হস্তীটির পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়ানের শক্তি চলে গেল। কৃষ্ণই পদে পদে তখন ওকে ছোঁয়া দিতে লাগলেন, উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য, কারণ অন্যথায় নিরুৎসাহতা হেতু ওর ঘোরার বিমুখতা এসে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল, এতে কৌতুক বিশেষও সম্পন্ন হত না জী০ ১০ ।।

১০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ অথান্যাং খেলাং দর্শয়ন্ পুচ্ছং তত্যাজেত্যাহ,—তত ইতি। পাণিনা আহত্য ঈষদেব প্রহৃত্য যথাবৎ প্রহারে সদ্যোমরণাৎ প্রারভ্যমাণখেলা ন নিষ্পদ্যেত ইতি ভাবঃ। প্রাদ্রবন্ সন্নিতি প্রকর্ষেণ দ্রবন্নপি আ ঈষদেব দ্রবন্, তদুৎসাহবর্ধনার্থং স্বস্য প্রদ্রবণং দর্শয়ামাস তম্। বস্তুতস্তু স্বস্য তদীষদেব দ্রবণমিত্যর্থঃ। অতএব পদে পদে তেন স্পৃশ্যমানঃ সন্ তং পাতয়ামাসেতি তং পাতয়িতুমেব স্বয়ং মুহুর্মুহুর্দ্রবণাসমর্থ ইব স্খলতিস্মেত্যর্থঃ। বি০ ১০ ।

১০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অতঃপর অন্য খেলা দেখাবার জন্য হাতীর লেজ ছেড়ে দিলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—তত ইতি। পাণিনাহত্য—'আ' সামান্য প্রহার করলেন ; যথাযথ প্রহার করলে তো সঙ্গে সঙ্গেই মরে যেত, তা হলে তো আর যে-খেলা আরম্ভ হয়েছে, তা নিষ্পন্ন হত না, এরূপ ভাব। প্রাদ্রবন্—[প্র+আদ্রবন্] হাতীকে প্রহার করেই জোরে দৌড় লাগিয়েও পরে দৌড়ের বেগ 'আ' অল্প করে দিলেন, উহার উৎসাহ বর্ধনের জন্য। নিজের দৌড়ের প্রবল বেগও তাকে দেখিয়ে

স ধাবন্ ক্রীড়য়া ভূমৌ পতিত্বা সহসোত্থিতঃ।
তং মত্বা পতিতং ক্রুদ্ধো দন্তাভ্যাং সোঽহনৎ ক্ষিতিম্ ॥১১॥

১১। **অন্বয়** ঃ সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ তং উত্থিতং দৃষ্ট্বা) ধাবন্ (পুনঃ প্রদ্রাবন্) ক্রীড়য়া ভূমৌ পতিত্বা সহসা উত্থিতঃ [যদা, তদা] তং শ্রীকৃষ্ণং) পতিতং মত্বা সঃ (গজঃ) ক্রুদ্ধঃ [সন্] দন্তাভ্যাং ক্ষিতিং অহনৎ (জানুভ্যাং পতিত্বা চখান)।

১১। **মূলানুবাদ** ঃ শ্রীকৃষ্ণ হাতীটিকে উঠতে দেখে পুনরায় দৌড় লাগালেন, লীলায় ভূমিতে আছাড় খেয়ে পড়ে যখন ওর অলক্ষ্যে উঠে পড়লেন, তখন শ্রীকৃষ্ণকে পড়ে থাকা মনে করে হাতীটি ক্রুদ্ধ হয়ে ভূতলে নতজানু হয়ে পড়ে দন্তের দ্বারা মাটিতে আঘাত করতে লাগল।

দিয়েছেন প্রথমে। বস্তুতস্তু ও বেগও কৃষ্ণের পক্ষে অল্পই। —অতএব পদে পদে ঐ হস্তীর দ্বারা স্পৃষ্ট হয়ে হয়ে তাকে ভূমিতে ফেলে দিলেন— তাকে ফেলে দেওয়ার জন্যই যেন স্বয়ং মুহুর্মুহু দৌড়াতে অসমর্থ হয়েই পড়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। বি০ ১০।

১১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ স ইতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্। তত্র কিঞ্চেতি। পূর্ব্বোক্ত-পাতনে যুক্তিশ্চেত্যর্থঃ। মূলে সহসেতি অতিদ্রুতমুত্থানেনামুনা তদতর্কণাৎ। অতএব ক্ষিতিমহনৎ, জানুভ্যাং পতিত্বা চখানেত্যর্থঃ। তথা চ শ্রীহরিবংশে—'পপাত ভূমিং জানুভ্যাং দশনাভ্যাং তুতোদ চ' ইতি। জী০ ১১॥

১১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ এই শ্লোকটির শ্রীধরের ব্যাখ্যায় 'কিঞ্চ' 'পুনরায়' দিয়ে আরম্ভ করার কারণ, পূর্বে ১০ শ্লোকের হাতির পড়ে যাওয়া বিষয়ে আরও যুক্তি নির্ধারণ— মূলের 'সহসা' বাক্যের মধ্যেই এই যুক্তি আছে. যথা—কৃষ্ণ পড়ে গিয়ে অতি 'সহসা' ঝটিতি উঠে পড়ায় ইহা হাতীটির লক্ষ্যের মধ্যেই আসে নি। অতএব ভ্রমে পড়ে **ক্ষিতিম্ অহনৎ**—হাটু গেড়ে বসে মাটিতেই দন্তের দ্বারা আঘাত করতে লাগল।জি০ ১১॥

১১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ ততশ্চ কঠোরতরশিলাময্যাং ভূমৌ তমত্যাঘাতং প্রাপয়িতুং স্বস্য পতনমেব তং দর্শয়ামাস নতু লাঘবাদুত্থানমিত্যাহ,—স ইতি। তং পতিতং মত্বা তমেব হন্তুমুদ্যতোঽপি ক্ষিতিমেবাহন্, জানুভ্যাং পতিত্বা চখানেত্যর্থঃ। তস্য দন্তক্ষেপকাল এবাতিসূক্ষ্মে কৃষ্ণস্যোত্থায়ান্যত্র গমনাৎ। অতএব "অতর্কিতেতি সহসে"ত্যাভিধানাৎ সহসোত্থিত ইতি প্রযুক্তম্। বি০ ১১॥

১১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ অতঃপর অতি কঠোর শিলাময়ীভূমিতে হাতীটিকে অতি আঘাত পাওয়ানোর জন্য নিজির পতন তাকে দেখালেন, এ কৃষ্ণের কমজোরি হেতু পড়ে যাওয়া, উঠে পড়া, এরূপ কিছু নয়, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—স ইতি। কৃষ্ণ মাটিতে পড়ে আছেন মনে করে হাতী তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হলেও **ক্ষিতিং অহনৎ**- মাটিতেই আঘাত করল অর্থাৎ হাটু গেড়ে বসে মাটিই খনন করতে

স্ববিক্রমে প্রতিহতে কুঞ্জরেন্দ্রোঽত্যমর্ষিতঃ।
চোদ্যমানো মহামাত্রৈঃ কৃষ্ণমভ্যদ্রবদ্রুষা ॥১২॥
তমাপতন্তমাসাদ্য ভগবান্ মধুসূদনঃ।
নিগৃহ্য পাণিনা হস্তং পাতয়ামাস ভূতলে ॥১৩॥

১২। **অন্বয়ঃ** [এবং] স্ববিক্রমে প্রতিহতে (বিফলে সতি) অত্যমর্ষিতঃ (অত্যন্তমসহিষ্ণুঃ) কুঞ্জরেন্দ্রঃ মহামাত্রৈঃ হস্তিপৈঃ চোদ্যমানঃ (প্রের্যমানঃ সন্) রুষা (ক্রোধেন) কৃষ্ণম্ অভ্যদ্রবৎ (তং প্রতি ধাবিতঃ)।

১৩। **অন্বয়ঃ** ভগবান্ মধুসূদন আপতন্তং (স্বাভিমুখং আগচ্ছন্তং) তং (গজম্) আসাদ্য (প্রাপ্য) পাণিনা হস্তং (শুণ্ডং) নিগৃহ্য ভূতলে পাতয়ামাস।

১২। **মূলানুবাদঃ** স্বীয় বিক্রম প্রতিহত হলে স্বভাবতই অতিক্রোধী সেই গজরাজ পুনরায় মাহুতের পরিচালনায় ক্রোধোন্মত্ত হয়ে কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হল।

১৩। **মূলানুবাদঃ** স্বয়ং ভগবান্ হয়েও মধুসূদন বেগে সম্মুখে আগত সেই হস্তীর সম্মুখে গিয়ে নরাকারোচিত মল্ললীলারসানুরূপ ভাবে শ্রীকরকমলে তার শুড় কষে ধরে ভূতলে ফেলে দিলেন।

লাগল, —তার দন্তক্ষেপ-কালেই অতিসূক্ষ্ম সময়ের মধ্যে উঠে পড়ে, কৃষ্ণের অন্যত্র গমন হেতু। —অতএব 'অতর্কিত' (অর্থাৎ অলক্ষ্যে) ও 'সহসা' এই দুটি পদ একই অর্থবাচক, তাই 'সহসা উত্থায়' এরূপ প্রযুক্ত হয়েছে। বি০ ১১।।

১২। **শ্রীজীব০ বৈ০ তো০ টীকা** ঃ স্বতএবাত্যমর্ষিতঃ সংজাতপরমামর্ষঃ, পুনশ্চ মহামাত্রৈঃ প্রের্য্যমাণো রুষা তদ্বৈশিষ্ট্যেনাভ্যদ্রবৎ ॥ জী০ ১২।

১২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** **অতি-অমর্ষিত** গজশ্রেষ্ঠ কুবলয়াপীড় স্বতঃই অতিক্রোধী, এখন সংজাত হল পরমক্রোধ। পুনরায় মাহুতের দ্বারা চালিত হয়ে **রুষা অভ্যদ্রবৎ**—ক্রোধে মত্ত হয়ে কৃষ্ণের দিকে দৌড়ে চলল। জী০ ১২ ॥

১৩। **শ্রীজীব০ তো০ টীকা** ঃ স্বয়ং ভগবানপ্যংশেন চ তাদৃশমধোঃ সূদনোঽপি শ্রীমন্নরাকারোচিতমল্ললীলারসানুরূপেণৈব পাণিনা হস্তং শুণ্ডাং প্রগৃহ্যেত্যর্থঃ ॥জী০ ১৩॥

১৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** **ভগবান্ মধুসূদন**—স্বয়ং ভগবান্ হয়েও, এবং অংশে মধুনামক মহাদৈত্য-হন্তা হয়েও শ্রীমৎ নরাকারোচিত-মল্ললীলারসানুরূপ ভাবে হাতের দ্বারা **হস্তং**—হাতীর শুড় **নিগৃহ্য**—(নি=নিতরাং=কষে) কষে ধরে ভূতলে ফেলে দিলেন)। জী০ ১৩ ॥

১৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ ততশ্চ সময়াধিক্যমালক্ষ্য তেন সহ খেলাং সমাপয়ামাসেত্যাহ,—তমিতি। পাণিনা একেনৈবাবহেলয়া বামেনৈবেত্যর্থঃ, হস্তং শুণ্ডং নিতরাং গৃহীত্বা ॥বি০ ১৩

পতিতস্য পদাক্রম্য মৃগেন্দ্র ইব লীলয়া।
দন্তমুৎপাট্য তেনেভং হস্তিপাংশ্চাহনদ্ধরিঃ ॥১৪॥

মৃতকং দ্বিপমুৎসৃজ্য দন্তপাণিঃ সমাবিশৎ।
অংসন্যস্তবিষাণোঽসৃঙ্ মদবিন্দুভিরঙ্কিতঃ।
বিরূঢ়স্বেদকণিকাবদনাম্বুরুহো বভৌ ॥১৫॥

১৪। **অন্বয়** ঃ হরিঃ মৃগেন্দ্রঃ (সিংহ) ইব লীলয়া (অনায়াসেন) পতিতং তং (গজং) পদা আক্রম্য দন্তম্ উৎপাট্য তেন ইভং (গজং) হস্তিপান্ চ অহনৎ।

১৫। **অন্বয়** ঃ মৃতকং দ্বিপং (মৃত হস্তিনং) বিসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) দন্তপাণিঃ [কৃষ্ণঃ] সমাবিশৎ (রঙ্গ দ্বারং প্রবিষ্ট বভূব)। অংস্যন্যস্তবিষাণঃ (স্কন্ধার্পিত-গজদন্তঃ) অসৃঙ্ মদবিন্দুভিঃ (রক্তস্য মদস্য চ বিন্দুভিঃ) অঙ্কিতঃ, বিরূঢ়স্বেদকণিকাবদনাম্বুরুহো ('বিরূঢ়াঃ' আবির্ভূতাঃ ঘর্মবিন্দবঃ তাভিঃ উপলক্ষিতং মুখকমলং যস্য সঃ) বভৌ (ভাতি স্ম)।

১৪। **মূলানুবাদ** ঃ শ্রীহরি সেই ভূপাতিত হস্তীকে পায় চেপে ধরে তার দন্ত উৎপাটিত করে নিয়ে সেই দন্তদ্বারাই সিংহবৎ তাকে ও তার মাহুতকে বধ করলেন।

১৫। **মূলানুবাদ** ঃ মৃত হস্তীকে পরিত্যাগ করত দন্তহস্তে দ্বারের ভিতরে কৃষ্ণ ঈষৎ প্রবেশ করলেন, গজেন্দ্র গতিতে ও বিশেষ শোভন রূপে। (সেই শোভা কিরূপ তাই বলা হচ্ছে—)

স্কন্ধে অর্পিত-গজদন্ত, রক্ত ও হস্তীগণ্ড নির্গত স্রাববিন্দুর দ্বারা অদ্ভুতভাবে অঙ্কিত ও উদ্গত শিশির-কণাবৎ বিন্দু বিন্দু ঘর্মের দ্বারা বিশিষ্টতা প্রাপ্ত পদ্মবদন কৃষ্ণ মূর্তিমন্ত বীররস শোভার মতো দীপ্তি পেতে লাগলেন।

১৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ অতঃপর কৃষ্ণ দেখলেন সময় অধিক হয়েগিয়েছে, তাই এই হাতির সঙ্গে খেলা সমাপন করলেন, এই আশয়ে বলা হল, তম্ ইতি। **পাণিনা**—এক হাতেই অবহেলায়, বামহাতেই, এরূপ অর্থ। **হস্তং**—শুঁড় **বিগৃহ্য**—দৃঢ়রূপে ধরে।বি০ ১৩॥

১৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ পতিতং সন্তং তং শ্রীচরণেন শির আক্রম্য, পাঠান্তরে পতিতস্য স্বতঃ তস্য দন্তমুৎপাট্য। হরিরিতি সিংহবত্তংপ্রাণহরণাৎ, হস্তিহননেন সিংহরূপত্বাচ্চ। জী০১৪॥

১৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ পাঠ দুপ্রকার আছে 'পতিতং' এবং 'পতিতস্য'। **পতিতং**—ভূতলে পতিত তাকে নিহত করলেন, শ্রীচরণেরদ্বারা তার মাথা চেপে ধরে। **পতিতস্য**—ভূতলে পতিত তার **দন্তমুৎপাট্য**—দন্ত উৎপাটিত করে নিয়ে। **হরিরিতি**—এ-পদ প্রয়োগের কারণ, [হরি=সিংহ] সিংহবৎ প্রাণ হরণ এবং হস্তি হনন লক্ষণে সিংহরূপ। [বনকেশরী সিংহই হস্তি হনন করে থাকে]। জী০ ১৪॥

বৃতৌ গোপৈঃ কতিপয়ৈর্বলদেবজনার্দ্দনৌ।
রঙ্গং বিবিশতু রাজন্ গজদন্তবরায়ুধৌ ॥১৬॥

১৬। অন্বয়ঃ হে রাজন্! কতিপয়ৈঃ গোপৈঃ বৃতৌ গজদন্তবরায়ুধৌ বলজনার্দনৌ রঙ্গ (রঙ্গভূমিং) বিবশতুঃ (প্রবিষ্টৌ বভূবতুঃ)।

১৬। মূলানুবাদঃ হে রাজা পরীক্ষিৎ! কৃষ্ণবলরাম অতিশয় অনুরক্ত কয়েকজন গোপ-বালকে পরিবৃত হয়ে গজদন্ত দুটি শ্রেষ্ঠ অস্ত্ররূপে গ্রহণ করে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করলেন।

১৫। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ মৃতকমিত্যর্দ্ধকম্। দন্তযুক্তবামপাণিং, দ্বিতীয় দন্তোঽস্য শ্রীবলদেবেনোৎপাট্য গৃহীত ইতি জ্ঞেয়ম্ গজদন্তবরায়ুধাবিতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ। সম্যক্ মত্তগজেন্দ্রগত্যা শোভাবিশেষেণ চ আ ঈষদ্দ্বারন্তঃ আবিশৎ প্রবিবেশ। শোভাবিশেষমাহ—অংসেতি, অংসো বামস্কন্ধঃ, অঙ্কিতঃ বিচিত্রৈরিব ভূষিতঃ বিশেষেণ বিচিত্রতয়া বা রূঢ়াঃ প্রাদুর্ভূতাঃ; রুহেঃ প্রাদুর্ভাবার্থত্বাৎ। সচ্চিদানন্দবিগ্রহে বিকারাসম্ভবাদন্তর্ভূতানন্ততাদৃশবিলাসধর্মাণাং লীলানুরূপেণ কেবলাবির্ভাব-তিরোভাবসম্প্রতিপত্তেশ্চ। অম্বুরুহরূপকেণ তস্যাপি জলবিন্দুভির্যথা শোভা স্যাত্তথা ইতি ধ্বন্যতে ॥জী০ ১৫॥

১৫। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ মৃতকম্ ইতি দেড় লাইন। দন্তপাণিঃ—এক দন্ত-যুক্ত বাম হাত - হস্তির দ্বিতীয় দন্তটি শ্রীবলদেব উৎপাটন করে হাতে নিয়েছেন, এরূপ বুঝতে হবে—'গজদন্তবরায়ুধৌ' [অর্থাৎ গজদন্তরূপ উৎকৃষ্ট অস্ত্রে সজ্জিত (দুভাই রামকৃষ্ণ)] এরূপ পরের ১৬ শ্লোকে বলা থাকায়। সম্যাবিশৎ—[সম্যক্ + আ + বিশৎ] 'সম্যক্' মত্ত গজেন্দ্রগতিতে ও শোভাবিশেষে 'আ' ঈষৎ অর্থাৎ দ্বারের ভিতরে 'আবিশৎ' ঈষৎ প্রবেশ করলেন। এই শোভা বিশেষ কি, তাই বলা হচ্ছে—অংসেতি - বামস্কন্ধে ন্যস্ত গজদন্ত। হস্তির রক্ত ও মদবিন্দু দ্বারা অঙ্কিতঃ—বিচিত্র রূপে ভূষিত। বিরূঢ়—[বি+রূঢ়] 'বি' বিশেষভাবে বা বিচিত্ররূপে 'রূঢ়'—প্রাদুর্ভূত স্বেদকণিকা—ঘর্মবিন্দু—সচ্চিদানন্দবিগ্রহে ঘর্মবিন্দু নির্গত হওয়া রূপ বিকার অসম্ভব। এঁর অন্তর্ভূত অনন্ত তাদৃশ বিলাস ধর্মসমূহের লীলানুরূপ কেবল আবির্ভাব তিরোভাব সম্পাদিত হয়ে থাকে। অম্বুরুহ—'জলজপদ্ম' উপমার ধ্বনি হচ্ছে, জলপদ্ম জলবিন্দুদ্বারা যেরূপ শোভা হয়, সেইরূপ কৃষ্ণেরও শোভা হয়েছে এই ঘর্মবিন্দু দ্বারা ॥ ॥জী০ ১৫।

১৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা : অংসন্যস্তবিষাণঃ স্কন্ধার্পিতগজদন্তঃ। অসৃজো রক্তস্য মদস্য চ বিন্দুভিঃ পরিতোঽঙ্কিতঃ। বিরূঢ়াঃ উদ্গতাঃ প্রস্বেদকণিকাস্তাভির্নীহারকণিকাভিরিবোপলক্ষিতং বদনাম্বুরুহং যস্য স মূর্তয়ো বীররসশ্রিয়েব বভৌ ।বি০ ১৫।

১৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অংসন্যস্তবিষাণঃ—স্কন্ধে অর্পিত-গজদন্ত। অসৃঙ্মদ ইতি—রক্তের ও হস্তীগণ্ড নির্গত স্রাবের বিন্দুর দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অঙ্কিত বিরূঢ়া - উদ্গত, শিশির কণাবৎ

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্তিমান্ ।
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাম্ ।
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ ॥১৭॥

১৭। **অন্বয়** ঃ মল্লানাং অশনিঃ (বজ্রতুল্যঃ), নৃণাং (মথুরাণাং দ্বেষাদি রাহিত্যাদুৎপত্তৈব প্রেমসামান্যবতাং) নরবরঃ (নরশ্রেষ্ঠঃ), স্ত্রীণাং মূর্তিমানস্মরঃ (কন্দর্প), গোপানাং স্বজনঃ, অসতাং ক্ষিতিভুজাং (রাজ্ঞাং) শাস্তা, স্বপিত্রো (জনক-জননোঃ) শিশুঃ, ভোজপতেঃ (কংসস্য) মৃত্যুঃ, অবিদুষাম্ (অজ্ঞানাং) বিরাট্ (ব্যষ্টিঃপ্রাকৃতঃ মনুষ্যঃ), যোগিনাং (সনকাদিনাং) পরং তত্ত্বং (মূর্তং পরংব্রহ্ম), বৃষ্ণিনাং পরদেবতা ইতি বিদিতো (জ্ঞাতঃ) সাগ্রজঃ (অগ্রজেন সহ শ্রীকৃষ্ণঃ) রঙ্গং (রঙ্গভূমিং) গত (প্রবিষ্টঃ বভূব)।

১৭। **মূলানুবাদ** ঃ অতঃপর সেই রঙ্গভূমিতে অবস্থিত নানাবিধ জনগণের মধ্যে এই শ্রুতি-প্রসিদ্ধ মহারসস্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ চিত্তের অবস্থা অনুসারেই স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হলেন, যথা— মল্লদের নিকট বজ্রতুল্য, প্রেম-সামান্য বিশিষ্ট মাথুরজনের নিকট চিত্তচমৎকারী রূপ-গুণ-লীলাদি দ্বারা শ্রেষ্ঠ, মাতৃস্থানীয় জনদের ছাড়া অন্য যুবতীদের নিকট মূর্ত কামদেব, গোপেদের নিকট স্বজন, অপরাধী রাজগণের নিকট সংহারক, নিজ পিতামাতার নিকট শিশু, কংসের নিকট মৃত্যু, কংস পুরোহিতাদি অপরাধিদের নিকট একটি প্রাকৃত মনুষ্য, যোগিগণের নিকট মূর্ত পরব্রহ্ম, যদুবংশীয় জনদের নিকট উপাস্য পরমেশ্বর। – এইরূপে বিদিত হয়ে বলদেব সহ কৃষ্ণ রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করলেন।

বিন্দু বিন্দু ঘর্মের দ্বারা বিশিষ্টতা প্রাপ্ত বদনকমল যাঁর সেই কৃষ্ণ মূর্তিমন্ত বীররস শোভার মতো হলেন। বি০ ১৫ ॥

১৬। **শ্রীজীব বৈ০ তো° টীকা** ঃ প্রবেশে পূর্ব্বতো বিশেষবিবক্ষয়োক্তপোষন্যায়েনাহ— বৃতাবিতি। কতিপয়ৈরিতি—বৃদ্ধানাং শ্রীব্রজেন্দ্রেণ সহ গমনাৎ সবয়সামপ্যত্যাসন্নানামেব শ্রীগোকুলতঃ সঙ্গমনাৎ ; বলদেব ইত্যনুজস্নেহেন দুষ্টবধার্থং তদানীং বলবিশেষ প্রকটনাৎ। জনার্দ্দন ইতি জনৈর্নিজভক্তৈঃ শ্রীনারদাদিভির্দ্দ্যতে কংসবধার্থং যাচ্যতে যঃ স তথা। রাজন্নিতি হর্ষেণ সম্বোধয়তি। গজস্য দন্তাবেব তন্মারণসাধনতয়া কংসাদৌ ভয়দত্বেনাংসগৃহীততয়া চ বরে আয়ুধে যয়োঃ ; যদ্বা, গজদন্তশ্রেষ্ঠৌ আয়ুধে যয়োস্তৌ। জী০ ১৬ ॥

১৬। **শ্রীজীব বৈ°তো° টীকানুবাদ** ঃ প্রবেশ বিষয়ে পূর্বের ১৫ শ্লোক থেকে বিশেষ বলবার ইচ্ছায় 'উক্তপোষন্যায়ে' বলা হচ্ছে—বৃতৌ ইতি। কতিপয়—কতিপয় গোপে পরিবৃত হয়ে—তৎকালে বৃদ্ধব্রজজনেরা শ্রীব্রজেশ্বর নন্দের সহিত বনপ্রান্তে অবস্থিতি হেতু এবং সমবয়সীদের মধ্যেও অতিশয় কাছের যারা তাঁরাই শ্রীগোকুল থেকে কৃষ্ণসহ আসা হেতু, 'কতিপয়' পদটি ব্যবহার হল। বলদেব—'বল' শব্দ

দিয়ে রামের যে নাম, তা প্রয়োগের কারণ, ছোটভাই-এর স্নেহে তুষ্ট বধার্থ তদানিং বিশেষ বল প্রকাশন। **জনার্দ্দন**—এ নাম প্রয়োগের ধ্বনি, শ্রীনারদাদি নিজ ভক্তগণের দ্বারা 'অর্দ্যতে' কংস বধের জন্য যিনি প্রার্থিত সেই কৃষ্ণ। রাজন্—মূর্তিমন্ত বীররস শোভাবৎ কৃষ্ণের স্ফূর্তিতে শ্রীশুকদেবের চিত্তে হর্ষের উদয়ে রাজা পরীক্ষিৎকে সম্বোধন করলেন 'রাজন্' বলে। **গজদন্তবরায়ুধৌ**—গজের দন্তদুটিই কংসমারণ সাধনরূপে ও কাঁধে স্থাপনে কংসাদির ভয়দরূপে শ্রেষ্ঠ অস্ত্র, এই অস্ত্রধারী রামকৃষ্ণ। অথবা, শ্রেষ্ঠ গজদন্ত দুটি যাদের অস্ত্র সেই রামকৃষ্ণ। জী০ ১৬ ॥

১৭। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** মল্লানামিতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্। তত্র সর্ব্বরসকদম্বমূর্ত্তিরিতি কার্য্যকারণাভেদাৎ। 'রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতী' (শ্রীতৈ ২।৭।১) ইতি শ্রুতেঃ। বিশেষশ্চৈবম্—মল্লানাং পরমশূরম্মন্যতয়া গর্ব্বিতানামবজ্ঞাতচরস্যাপ্যশনিতুল্যাঙ্গত্বেন হরেঃ স্ফুরণাদশনিবদ্বি-রোধিনমবগণয্য প্রবেশাচ্চ মল্লানাং ক্রোধস্থায়িভাবময়ো] রৌদ্রঃ; নৃণাং তদ্দ্বেষি-তদীয়ম্মন্যব্যতিরিক্তানাং পৌরাদীনাং লোকোত্তরবিলাসাদিদর্শনেন বিস্ময়স্থায্যদ্ভুতঃ; স্ত্রীণাং মান্যাদি-ব্যতিরিক্তানাং স্মরত্বেন প্রিয়ভাব-ময়ী রতির্ব্যক্তা, ততস্তৎস্থায়ী শৃঙ্গারঃ; গোপানাং শ্রীদামাদীনাং স্বজনো বয়স্যঃ, ততোঽসঙ্কুচিতচিত্ততয়া গজরক্তমদবিন্দুদন্তাদিজাতবিলক্ষণবেশদর্শনেন তেষাং হাসস্থায়িভাবো হাস্যঃ। অসতাং রাজ্ঞাং শাস্তেতি তদ্বীর্য্যাতিশয়দর্শনেন যুদ্ধোৎসাহস্থায়ী বীররসঃ। পিত্রোঃ শ্রীদেবকীবসুদেবয়োঃ শ্রীনন্দবসুদেবয়োর্বা তদু-পলক্ষণত্বেন তৎসমবাসনানামন্যেষামপি শিশুত্বস্ফূর্ত্তেস্তদীয়মার্দ্দব-জ্ঞানেন মল্লাদিদৌরাত্ম্যশঙ্কয়া শোকস্থায়ী করুণঃ। এষ এব দয়া-শব্দেন লক্ষিতঃ। কংসস্য মৃত্যুস্তদ্ধেতুঃ, তেন ভয়স্থায়ী ভয়ানকঃ। অবিদুষাং সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্বেন বিদ্বদ্গণসম্মতেঽপি তস্মিন্ বিকলত্বমননেন ভৌতিকত্বনির্ণয়াজ্জুগুপ্সাস্থায়ী বীভৎসঃ। যোগিনাং জ্ঞানিভক্তানাং পরং তত্ত্বং পরংব্রহ্মবিগ্রহঃ, তেন শান্তিস্থায়ী শান্তঃ; 'শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ' (শ্রীভা ১১।১৯।৩৬) ইতি শান্তি শব্দস্য তন্নিষ্ঠাবাচিত্বেন তন্নিষ্ঠায়াশ্চ তৎপ্রীতিমাত্রজন্যত্বেন দাস্য-সখ্যাদি-ভাববিশেষানির্দ্দেশেন চাখিলাস্যবাসনাশান্তিপূর্ব্বকস্তৎস্বরূপৈকালম্বনঃ প্রীতিবির্শেষ এব শান্তিরিত্যুচ্যতে। সাইস্যাস্তীতি অর্শাদিত্বাদচ্। বৃষ্ণীনাং পরমারাধ্য ইতি সপ্রেমভক্তিকঃ ভক্তিরারাধ্যতয়া জ্ঞানং, প্রেমা-ত্মিকা ভক্তিঃ প্রেমভক্তিঃ, তয়া স্থায়িরূপয়া সহ বর্ত্তত ইত্যতোঽয়ং রসসংগ্রহশ্লোকঃ; 'রৌদ্রোঽদ্ভুত-শুচিরথো ধৃতসখ্যহাসো, বীরোঽথ বৎসলযুতঃ করুণো ভয়াঙ্কঃ। বীভৎস-সংজ্ঞ উদিতোঽথ তথৈব শান্তঃ, সপ্রেমভক্তিরিতি তে দ্ব্যধিক' দশ স্যুঃ॥' ইতি। অত্র ক্রমং বিনা নির্দ্দেশস্তত্রোচ্চাবচ-জনানাং দৃষ্টিপাতস্তথৈব জ ত ইতি বিবক্ষয়া। অথবা, অথ যে তত্র প্রতিকূলজ্ঞানাঃ অজ্ঞানাঃ, সজ্ঞানা অনুকূলজ্ঞানাশ্চেতি সামান্যতশ্চতুর্ব্বিধাস্তদবান্তরভেদেন বিশেষতো দশবিধা দ্রষ্টারঃ সন্তি, তেষামসৌ যথা-যোগ্যং পৃথক্ পৃথক্ তত্তদ্ধর্ম্মপ্রকটনেনাবির্ভাবিতি তাদৃঙ্ মধুরবিলাসে পরমৈশ্বর্য্যমপি দর্শয়তি—মল্লানা-মিতি; তত্র মল্লাঃ কংসপক্ষীয়াঃ সক্ষিতিভুজঃ কংসশ্চ প্রতিকূলজ্ঞানাঃ, পরমসুখবিগ্রহে তস্মিন্ তথা তথা দুঃখদত্বাযোগাৎ; কিন্তু তমোদূষিতদৃষ্টয়ঃ তস্মিন্ বিপরীতমেব ধর্ম্মং প্রতিযন্তি। খণ্ডে পিত্তদূষিতজিহ্বায়া-

স্তিক্তত্বমেব, তত্র মল্লানাং স্বাঙ্গস্পর্শাতিকর্কশত্বাদিনা সর্ব্বযাদবাদিসাধুগণস্য তথা তস্যাপি পরাভবং ভাবয়তাং, ততোঽপ্যতিকর্কশত্বাদিত্বং প্রকটিতমিত্যশনিঃ। অসতাং সাধূনামেব শাস্তিং কুর্ব্বতাং, ততএবানধিকারিণামপি বলাদেব ক্ষিতিভুজাং তদুপভোগকর্তৃণাং শ্লেষেণ তানভ্যবহরতামিব শাস্তা দণ্ডকর্ত্তা। ভোজপতেশ্চ রাক্ষসদৈত্যাদিনিজগণদ্বারা স্বয়ঞ্চানেকসাধূনাং মৃত্যুহেতুত্বেন স্বমাত্রাদৌ স্বস্মিংশ্চ তথোদ্যমকারিত্বেন প্রসিদ্ধস্য, অতঃ শ্লেষেণ সর্ব্বঙ্গিলানাং শ্রেষ্ঠস্যেত্যর্থঃ। তস্য মৃত্যুর্যম ইব, অথ ন দ্বেষিণো, ন চ সজ্ঞানাঃ, ন চানুকূলজ্ঞানাঃ, যাজ্ঞিকব্রাহ্মণা ইব কেচিদবিদ্বাংসঃ, তাদৃশতৎস্বরূপানুভূতে সুখোদয়াভাবযোগান্ন জানন্ত্যেব, কিন্তু তাদৃশত্বানুভাবকতচ্ছক্তিবিশেষপ্রসাদালাভেন যৎকিঞ্চিন্নূবালকত্বেনৈবানুভবন্তি, তেষাং বিরাট্ বিরাড়ংশনূবালকবিগ্রহঃ, অথ সজ্ঞানা আকাশস্থিতযোগিনঃ সনকদায়ঃ, তে তু সর্ব্বাশ্রয়ভূততয়া জানন্তীত্যানুকূল্যাংশস্য নাতিসম্ভবাৎ কেবলতজ্জ্ঞানমাত্রাঃ; তেষাং পরং তত্ত্বমখণ্ডস্বরূপতল্লক্ষণং, গুণানাং পিণ্ডরূপ শ্রীভগবদাকারত্বেন কেবলস্বরূপমাত্রাবির্ভাবব্রহ্মাকারতোঽপি শ্রেষ্ঠং বাস্তববস্তিত্যর্থঃ। অথ নরবরঃ স্ত্রিয়ঃ, বৃষ্ণয়ঃ, পিতরৌ, গোপাশ্চানুকূলজ্ঞানাঃ। তথা তথা জ্ঞানস্যানুকূল্যময়ত্বাত্তেষাং তত্তদ্রূপ ইতি স্বাভাবিকানন্তমাধুরীপ্রভাববৃন্দস্য তস্য তাংস্তান্ প্রতিতত্তদুল্লাসাৎ যদ্‌যদংশাংশাভাসলাভেন জীবা অপি তথা তথা রোচন্তে, তত্র নৃণামিতরানুকূলচতুষ্টয়ব্যতিরিক্তানাং সাধারণানাং নিরীক্ষ্য তাবুত্তমপুরুষৌ জনা (২০ শ্লোক) ইত্যাদি বক্ষ্যমাণানাং মধ্যে কেষাঞ্চিৎ পুরুষাণাং মহানয়ং বতাধর্ম ইত্যাদি বক্ষ্যমাণবচনানাং মধ্যে কাসাঞ্চিৎ স্ত্রীণাঞ্চেত্যর্থঃ। তেষাং নরবরঃ নরজাতিষু নরশ্রেষ্ঠঃ, এষাং জ্ঞানিত্বং প্রভাবমাধুর্য্যাংশজ্ঞানেনৈব তচ্ছ্রেষ্ঠত্বাবগমাৎ, আনুকূল্যত্বঞ্চ তথা তথা বচনাৎ। এবমুত্তরোত্তরত্রাপি তারতম্যেন তত্ত্বে জ্ঞেয়ে। স্ত্রীণাং তাদৃশবাক্যানাং মধ্যে 'গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্' (শ্রীভা ১০।৪৪।১৪) ইত্যাদিবচনানাং কাসাঞ্চিৎ স্মরস্তদ্ধেতুমাধুরীবিশেষপ্রকাশনেন শ্রীকৃষ্ণাবভাসিতে স্মরচেতসি প্রাকৃতস্মরদেবতয়া অধিকারসামর্থ্যেন চ স্বয়মেতদ্রূপঃ, অতএবাহ—মূর্ত্তিমানিতি। মূর্ত্তিত্বেন ত্বিদং ন বিশেষ্যতেঽযথাবত্ত্বাৎ, পরতত্ত্বত্বেঽপি ন তেন্ সহ মূর্ত্তের্ভেদাৎ। বৃষ্ণীনাং তৎপ্রধানানাং যাদবানাং পরদেবতাপারমৈশ্বর্য্যস্ফুরণেন, সম্বন্ধস্ফুরণস্যাবৃতপ্রায়ত্বাৎ। পরা সর্ব্বতঃ প্রেষ্ঠা যা দেবতা স্বয়ং ভগবত্ত্বেন নিজারাধ্যা, সৈব স্বয়ম্। অতঃ পিত্রোর্যদুকুললীলায়াং পিতৃত্বেন প্রসিদ্ধয়োঃ শ্রীবসুদেবদেবক্যোর্বৃষ্ণিশ্রেষ্ঠত্বেন তজ্জন্মক্ষণমারভ্য তাদৃশস্তত্যাদিশ্রবণেনৈশ্বর্য্যজ্ঞানাচ্চাবৃতবাৎসল্যয়োরপি শিশুরিতি তদানীং তাদৃশসঙ্কটসময়ে শ্রীনন্দাদিসঙ্গেনৈব শুদ্ধবাৎসল্যস্যোল্লাসাদিতি জ্ঞেয়ম্। স্বশব্দোঽত্রবৃষ্ণিভ্যোঽন্তরঙ্গত্বব্যঞ্জনায়, স্বপিত্রোরিতি ক্বচিৎ পাঠঃ। অত্র বিশেষ্যপদং নাধ্যাহার্য্যং, গোপানাং শ্রীনন্দাদীনাং শ্রীদামাদীনাঞ্চ স্বজনঃ পুত্রাদিরূপো মিত্রাদিরূপশ্চেতি তেষাং স্বভাব এবোক্তঃ। তথা তথৈবং শ্রীগোকুললীলায়াং শ্রীমুনীন্দ্রাদিভিস্তেষামসকৃৎ প্রশস্তত্বাত্তদপেক্ষয়ান্যেষাং কনিষ্ঠীকৃতত্বাচ্চ। অত্র চৈবং জ্ঞেয়ম্, উক্তা ভাবাস্তাবল্লিবিধাঃ—প্রতিকূলজ্ঞানানাং প্রতিবিরোধিনঃ, অজ্ঞানানাং প্রীত্যুদাসীনাঃ, অন্যোভয়েষাং প্রীত্যাত্মকা ইতি।

তত্রাজ্ঞানামশনিত্বশাস্তৃত্ব-মৃত্যুত্বভানাস্তয়প্রায়া এব লক্ষন্তে, তচ্চ তেষাং ভয়ং রসতাং ন প্রাপ্নোতি। প্রাকৃত-রসশাস্ত্রবিদঃ শ্রব্যকাব্যদর্শনীয়েষু দৃশ্যকাব্যানুকার্য্যেষু চ নলদময়ন্ত্যাদিষু রসোৎপত্তিং ন সংপ্রতিপদ্যন্তে, কিন্তু তত্তৎকাব্যানুভবিতৃষ্বেব তেষ্বপি তৎসবাসনেষ্বেব সম্প্রতিপদ্যন্তে। মল্লাদি সবাসনাস্তু ন ভগবৎকাব্যাধি-কারিণ ইতি শ্রীভাগবতরসবিদস্তু তাদৃশং ভাবং দ্বেষ্যত্বেনৈব মন্যন্তে। বস্তুতশ্চ দুঃখরূপ এবাসাবিতি ন সুখস্বরূপরসতামর্হতি। অথাজ্ঞানামবজ্ঞৈব, সাপি রসতাং ন প্রাপ্নোতি। অথান্যোভয়েষাং প্রীত্যাত্মকত্বে-নৈক্যেঽপি তত্তদ্বিশেষাৎ পঞ্চ ভেদাঃ—যোগিনাং জ্ঞানভক্ত্যস্য পরপর্য্যায়া শান্তিঃ, বৃষ্ণীনাং তদুপলক্ষিত-ভক্তিমতাং প্রেমপর্য্যায়া ভক্তিঃ, মিত্রাণাং সখ্যং, পিত্রাদীনাং শিশুত্বপুত্রত্বভাবনাময়প্রীতিমতাং বাৎসল্যং, স্ত্রীবিশেষাণাং প্রিয়তাভাবনাময়ী রতিরিতি। যত্র তু বৈশিষ্ট্যং ন জাতং, তত্র শুদ্ধৈব প্রীতিঃ, তথা নৃণামিতি ষট্। এষ চ প্রীত্যাত্মকঃ সর্ব্বোঽপি ভাবো রসতাং প্রাপ্নোত্যেব, ব্রহ্মানন্দতোঽপি স্বতএব পরমানন্দ-রূপত্বাৎ। প্রাকৃতরসশাস্ত্রজ্ঞানামপি যৎকিঞ্চিদানন্দরূপত্বেনৈব প্রীত্যাদীনাং রসতা-সম্প্রতিপত্তেঃ। বিভাবাদি-সদ্ভাবশ্চাত্র স্বতএব পরমালৌকিকঃ অতঃ প্রাকৃতরসবৎ কবিকৃত্রিমালৌকিকত্বমপি নাপেক্ষ্যতে। অতোঽত্র বর্ণনীয়ানুকার্য্যয়োরেব মুখ্যা রসোৎপত্তিঃ। এষ এব ভাগবতরসো নাম কৌমুদীকারাদিভির্দর্শিতঃ। মূলেঽপি —'পিবত ভাগবতং রসমালয়ম্' (শ্রীভা ১।১।৩) ইত্যাদৌ। তত্রোদাহরণঞ্চ—'স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্। ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্॥ ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচি, দ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ। নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং, ভবন্তি তুষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ॥' (শ্রীভা ১১।৩।৩১-৩২) ইতি। অত্র হরিরালম্বনো বিভাবঃ, স্মরণমুদ্দীপনো বিভাবঃ, বিশেষেণ ভাবয়তি রসমিতি বিভাবশব্দাস্যার্থঃ। স্মরণাদিক উদ্ভাস্বরাখ্যোঽনুভাবঃ। পুলকঃ সাত্ত্বিকাখ্যঃ, অনুভাবয়তি জ্ঞাপয়তি রসমিতি তচ্ছব্দার্থঃ, চিন্তাদয়ঃ সঞ্চারিভাবাঃ, রসে সম্যক্ চরন্তীতি। সংজাতয়া ভক্ত্যেতি স্থায়ী ভাবঃ সর্ব্বাশ্রয়ত্বাৎ স্থাতুং শীলমস্যেতি। 'ভবন্তি তুষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ' (শ্রীভা ১১।৩।৩২) ইতি তৎ-সম্বলনং পরং পরমরসাত্মক বস্ত্বিত্যর্থঃ। এবং 'ভগবদ্দর্শনাহ্লাদবাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণঃ। পুলকাচিতাঙ্গ ঔৎকণ্ঠ্যাৎ স্বাখ্যানেঽপি হি নাশকৎ॥' (শ্রীভা ১০।৩৮।৩৭) ইত্যাদি। এব প্রীতেরৈকোন তন্ময়-রসস্যাপ্যৈক্যং,তদ্ভাবানাং যোঢ়াভেদেন রসা অপি যোঢ়াঃ। যথা শান্তিস্থায়ী শান্তঃ, প্রেমভক্তিস্থায়ী সপ্রেমভক্তিকঃ, সখ্যস্থায়ী সখ্যময়ঃ, বাৎসল্যস্থায়ী বৎসলঃ, রতিস্থায়ী শৃঙ্গারঃ, অবশিষ্টপ্রীতিস্থায়ী তু প্রীতিময় এব। অথ যেঽন্যেঽদ্ভুতাদয়ো ভাগবতাঃ সপ্ত রসাস্তেঽপি তেষু ভগবৎপ্রিয়জনেষু ভগবৎ-প্রীতৈরেবাবির্ভবন্তি, তত্রৈব চ তিরোভবন্তীতি তত্তদ্রসসঞ্চারিভাবপ্রায়া গৌণত্বান্নাত্র গণ্যন্তে। তদ্বিরোধি-তদুদাসীনভাবৌ তু তজ্জ্ঞানায়ৈব দর্শিতাবিতি। এতে চ ভাবরসাঃ প্রায়ঃ সংজ্ঞান্তরেণপরিভাষ্য রসা-মৃতসিন্ধৌ শ্রীমদ্ভ্রাতৃশুভাশয়ৈর্বিস্তরতঃ করতল ইব দর্শিতাঃ। সংক্ষেপতস্তদর্থ সংগ্রহশ্লোকাশ্চৈতে—'স্থায়ী ভাবো বিভাবানুভাবৈঃ সঞ্চারিভিস্তথা। স্বাদ্যত্বং নীয়মানোঽসৌ রস ইত্যভিধীয়তে। কারণান্যথ কার্য্যাণি সহকারীণি যানি চ। তান্যেব ব্যপদিশ্যন্তে বিভাবাদ্যাখ্যয়া রসে॥ আলম্বনোদ্দীপনাখ্যে বিভাবস্য ভিদে উভে। আলম্বনৌ চ দ্বিবিধৌ বিষয়াশ্রয়ভেদতঃ॥ রসস্য বিষয়ঃ কৃষ্ণস্তস্যানুভবিতাশ্রয়ঃ।

স চানুভবিতা প্রেম্ণা যঃ শ্রেষ্ঠোঽন্যস্পৃহাকরঃ। উদ্দীপনাস্তু সম্বন্ধিপদার্থাঃ কংসবৈরিণঃ। অনুভাবাঃ সাত্ত্বিকাঃ স্যুরাঙ্গিকাশ্চেতি তে দ্বিধা॥ স্তম্ভঃ স্বেদোঽথ রোমাঞ্চঃ স্বরভঙ্গোঽথ বেপথুঃ। বৈবর্ণ্যমশ্রু-প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ॥ নৃত্যং বিলুঠিতং গানং শ্বাসহাসাদয়োঽপি চ। আঙ্গিকা অনুভাবাস্তে যথাযথমুদীরিতাঃ॥ নির্ব্বেদশ্চ বিষাদশ্চ দৈন্যং গ্লানি স্তমোমদঃ। গর্ব্বঃ শঙ্কা ত্রাসবেগা উন্মাদাপস্মৃতী তথা॥ ব্যাধির্মোহো মৃতিশ্চৈব আলস্যং জাড্যমিত্যপি। ব্রীড়াবহিত্থা স্মরণং বিতর্কশ্চিন্তনং মতিঃ॥ হিংসৌৎসুক্যং ত্বৌগ্র্যামর্ষাসূয়াশ্চ ধৃতিচাপলে। নিদ্রা চ সুপ্তিরালস্যমিতীমে ব্যভিচারিণঃ॥ নির্ব্বেদা-দ্যাস্ত্রয়স্ত্রিংশদ্ভাবাঃ সুর্ব্যভিচারিণঃ। স্থায়িনং বর্দ্ধয়ন্তো যে প্রাহুঃসন্তি তিরোঽপি চ॥ আনুকূল্যাত্মকা যাচিল্লিপ্সোল্লাসসধর্ম্মিকা। স স্থায়ী তারতম্যেন রতিঃ প্রেমাদিনামভাক্॥ রতিঃ প্রেমা তথা স্নেহঃ প্রণয়ো মানরাগকৌ। অনুরাগমহাভাবাবেতে ভাবক্রমা মতাঃ॥ শান্তিঃ প্রীতিস্তথা সখ্যং বাৎসল্যং প্রিয়তা চ সঃ। জ্ঞানাদরস্বতুল্যত্বকৃপাবল্লভভাবতঃ॥ শান্তঃ প্রীতস্তথা প্রেয়ান্ বৎসলো মধুরো রসাঃ। সামান্যাভক্তিশব্দোক্তঃ স্থায়ী ভক্তিরসো মতঃ॥ বিস্ময়ো হাস্য উৎসাহক্রোধভীতঘৃণাশুচঃ। যে চৈতে স্থায়িনো ভক্তের্জাতাস্তে তত্র গৌণকাঃ॥ অদ্ভুতে হাস্যবীরৌ চ রৌদ্রস্তদ্বদ্ভয়ানকঃ। বীভৎসঃ করুণশ্চৈব তেষু গৌণরসাঃ ক্রমাৎ॥ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ত্বন্তু ভক্তিদ্বারাত্র সম্মতম্। ক্বচিৎ স্বতোঽপি যেন স্যাৎ স্থায়িনো নহি দূষণম্॥' ইতি। জী০ ১৭॥

১৭। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ ['প্রেম' থেকে মহাভাব এই ৮টি স্থায়ীভাব। —বিভাব-অনুভাবাদি মিলনে এই স্থায়ী ভাবগুলি রসাবস্থা প্রাপ্ত হয়। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—এই পাঁচটি মুখ্যরস, আর হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস—এই সাতটি গৌণ রস। এই দ্বাদশ রসের বিষয় কৃষ্ণ। —শ্রীস্বামিপাদ 'মল্লানাম্' শ্লোকে অভিব্যক্ত-রস সমূহ যথাক্রমে শ্লোকাকারে বলেছেন, যথা—রৌদ্র, অদ্ভুত, শৃঙ্গার, হাস্য, বীর, দয়া, ভয়ানক, বীভৎস, শান্ত, সপ্রেমভক্তি। শৃঙ্গারাদি সকল রসকদম্বমূর্তি শ্রীভগবান্ ঐ রঙ্গভূমিতে যার যেরূপ চিত্তের ভাব তার সম্বন্ধে সেই রস-মূর্তিতে অভিব্যক্ত হলেন, সকলের প্রতিই যে সমগ্র রসমূর্তিতে অভিব্যক্ত হলেন, তা নয়, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, মল্লানাম্ ইতি] এখানে কৃষ্ণকে 'সর্বরসকদম্বমূর্তি' বলার হেতু, রস হল কারণ এবং তার কার্য হল মূর্তি, এ দুইয়ে অভেদ। —'শ্রীভগবান্ নিজে রসস্বরূপ—রসসমুদ্রই যেন ঘনীভূত হয়ে মূর্তি ধারণ করেছে। এই রস আস্বাদন করত জীবও রসময় হয়।" = (শ্রীতৈ ২.৭।১) শ্রুতি। এই পর্যন্ত স্বামিপাদে 'সর্বরসকদম্বমূর্তি' বাক্যটির উপর বিশ্লেষণ।

এখন বিস্তারিতভাবে বলা হচ্ছে, যথা - ১) মল্লানাং—পরমবীরম্মন্য গর্বিত এই মল্লদের কৃষ্ণ অবজ্ঞাতচর হয়েও তাঁদের চিত্তে বজ্রতুল্য অঙ্গরূপে স্ফুরণ হেতু, এবং এই বিরোধিদের তুচ্ছরূপে গণনা করত তাঁর রঙ্গস্থলে প্রবেশ হেতু এই মল্লগণের আস্বাদন ক্রোধ-স্থায়ীভাবময় 'রৌদ্র' রস। ২) নৃনাং—যারা নিজেদের কৃষ্ণের বিদ্বেষী বা নিজজন মনে করে তারা ছাড়া অন্য সহরবাসী লোকেরা কৃষ্ণের অলৌ-

কিক বিলাসাদি দর্শনে বিস্মিত হলেন, এদের বিস্ময়রূপ স্থায়িভাবময় 'অদ্ভুত' রস। ৩) **স্ত্রীণাং**—পিতামাতাদি মান্যজনদের ছাড়া অন্য স্ত্রীদের **স্মরঃ**—কামদেবরূপে জ্ঞানে প্রিয়ভাবময় রতি ব্যক্ত হল। অতএব ইহাই এঁদের স্থায়িভাব রস হল 'শৃঙ্গার'। ৪) **গোপানাং স্বজনঃ**—শ্রীদামাদির নিজজন অর্থাৎ বয়স্য (এরা রূপেগুণে বেশে কৃষ্ণের সমান, সঙ্কোচবিন্দু বর্জিত), অতএব এদের চিত্তে কোনও সঙ্কোচ না থাকায় কৃষ্ণের রক্ত-মদবিন্দু-দন্তাদি জাত বিলক্ষণ বেশ দর্শনে হাসির উদয় হল।—স্থায়ীভাব হাস, রস হাস্য, ৫) **অসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা**—দুষ্ট রাজগণের নিকট শাস্তি বিধানকারিরূপে প্রতীত—কৃষ্ণের বীর্যাতিশয় দর্শনে এদের যে যুদ্ধোৎসাহ, ইহা স্থায়িভাব. রস—বীর। ৬) **স্বপিত্রোঃ শিশুঃ**—পিতামাতাদের নিকট শিশু শ্রীদেবকী-বসুদেব দু জনের নিকট, বা শ্রীনন্দবসুদেবের নিকট—এই 'পিত্রো' পদটির উপলক্ষণে এদের সমবাসনাযুক্ত অন্য জনদের নিকটও 'শিশু' শিশুরূপে স্ফূর্তি হেতু তদীয় কোমলতা জ্ঞানে মল্লাদি-দৌরাত্ম আশঙ্কায় যে শোক, ইহা স্থায়ীভাব, রস—করুণ। ইহাই শ্রীধরের টীকায় 'দয়া' শব্দে লক্ষিত। **মৃত্যুর্ভোজপতেঃ**—কংসের নিকট মৃত্যুরূপে প্রতিভাত। অতএব স্থায়ীভাব ভয়, রস—ভয়ানক। ৮) **বিরাড়বিদুষাং**—অজ্ঞজনের নিকট বিরাট্ পুরুষ।—সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপে বিদ্বৎসমাজে সম্মত হলেও কৃষ্ণ সম্বন্ধে **শ্রীহনতা** মননের দ্বারা পঞ্চভূতে গড়া বলে নির্ণয় করা হেতু—এদের স্থায়ীভাব জুগুপ্সা (নিন্দা), রস—বিভৎস। ৯) **যোগিনাম্ পরংতত্ত্বং**—যোগিদের নিকট পরমতত্ত্বস্বরূপ। —জ্ঞানিভক্তদের নিকট পরংব্রহ্মবিগ্রহ, অতএব স্থায়িভাব—শান্তি, রস—শান্ত। 'শমো মন্নিষ্ঠতা'—(শ্রীভা০ ১১।১৯।৩৬)—এই 'শান্তি' শব্দের তাৎপর্য 'কৃষ্ণনিষ্ঠা' হওয়ায়, আর এই নিষ্ঠা থেকে তাঁর প্রতি প্রীতিমাত্র জন্মানোতে, আর দাস্য সখ্যাদি ভাববিশেষের নির্দেশ না থাকায় অখিল অন্য বাসনা শান্তিপূর্বক তৎস্বরূপৈক আলম্বন প্রীতিবিশেষই শান্তি, এরূপ বলা হয়। ১০। **বৃষ্ণীনাং পরদেবতা**—যদুবংশীয়গণের পরম আরাধ্য। —অতএব এখানে রস সপ্রেমভক্তিক—'ভক্তি' শব্দে কৃষ্ণই আরাধ্য, এরূপ জ্ঞান। প্রেমাত্মিকাভক্তিই প্রেমভক্তি। স্থায়িভাব—সম্ভ্রমপ্রীতি—এইরূপে দেখা যাচ্ছে এই 'মল্লানাম্' শ্লোকটি রস সংগ্রহ শ্লোক, যথা— ১। রৌদ্র, ২। অদ্ভুত, ৩। শুচি শৃঙ্গার), ৪) ধৃতসখ্য-হাস, ৫। বীর, ৬। বৎসল যুক্ত করুণ ৭। ভয়ানক, ৮। বিভৎস, ৯। শান্ত, ১০। সপ্রেমভক্তি—এই শ্লোকে দশটি, আরও দুটি অধিক আছে, যা এই শ্লোকে নেই—মুখরসের সখ্য ও দাস্য নেই। সব মিলিয়ে দ্বাদশ রস। এই শ্লোকে ক্রম বিনা এই রসের নির্দেশের কারণ (ভ০র০ সিন্ধুতে ক্রম—শান্ত, সপ্রেমভক্তি ইত্যাদি) এ রঙ্গভূমির ভালমন্দ জনদের যেমন যেমন কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত হয়েছে তেমনি তেমনি তাদের কথা বলবার ইচ্ছা। অথবা, ঐ রঙ্গভূমিতে যে সকল ১। প্রতিকূল জ্ঞানীগণ, ২) অজ্ঞজন, ৩) জ্ঞানবান জন, ৪) অনুকূল জ্ঞানীজন—এইরূপে সামান্যভাবে চতুর্বিধ জন, বিশেষভাবে বলতে গেলে এদের অপ্রধান ভেদে দশবিধ দ্রষ্টা, তাদের মধ্যে যার যেমন যোগ্যতা তার কাছে সেই পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম প্রকাশ করত কৃষ্ণ আবির্ভূত হলেন—তাদৃশ মধুর বিলাসে পরম ঐশ্বর্যও দেখালেন—'মল্লানাম্ ইতি'—এই শ্লোকের মধ্যে কংস পক্ষীয়া মল্লগণ ও

কাছে মূর্তিমান কামরূপে প্রতিভাত। —এই সাধারণ নাগরিকদের নিকট **নরবরং**— মনুষ্যজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণের ঐশ্বর্য মাধুর্যের অংশের জ্ঞানের দ্বারাই এদের সেই শ্রেষ্ঠত্বের অবগতি, আর আনুকূল্যও প্রাপ্তি হয়, নাগরিক জনদের মধ্যে সেই সেই আলোচনা থেকে। এইরূপে পরপরও তারতম্যেই তত্ত্ব বুঝে নিতে হবে। উপরে উল্লিখিত স্ত্রীদের তাদৃশ আলোচনার মধ্যে 'গোপীগণ কি তপস্যা করেছিল, যার ফলে এঁরা কৃষ্ণের এত প্রসাদ লাভ করছে' —(শ্রীভা০ ১০।৪৪।১৪) এরূপ যে কথা, তার থেকে বুঝা যায়; কোনও কোনও মাথুর স্ত্রীদের নিকট কৃষ্ণ মূর্তিমান্ স্মর (কাম),—এই অপ্রাকৃত কাম হেতু মাধুরীবিশেষ প্রকাশনের প্রভাবে ও শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্তিতে উজ্জ্বল ঐ স্ত্রীদের চিত্তে অপ্রাকৃত কাম-দেবের অধিকার সামর্থ্যে সম্মুখের কৃষ্ণ রূপটি স্বয়ং কামদেব রূপেই প্রতিভাত—তাই বলা হল মূর্তিমান। মূর্তিমান্ শব্দটির প্রয়োগে কিন্তু 'স্মর' শব্দটিকে বিশেষিত করা হয় নি, তা অযথাবৎ হওয়া হেতু। কারণ কামের কোন দেহ নেই। পরতত্ত্বস্বরূপেও কৃষ্ণের সঙ্গে মূর্তির ভেদ না হওয়া হেতু। **বৃষ্ণিণাং পর-দেবতা**—বৃষ্ণিবংশের মধ্যে প্রধান যাদবদের নিকট 'পরদেবতা' রূপে প্রতিভাত—এই রঙ্গভূমিতে এখন তাঁদের চিত্তে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যের স্ফূর্তি হওয়ায় আমার পুত্র আমার ভাই, এরূপ সম্বন্ধ-স্ফুরণ আবৃতপ্রায় হওয়া হেতু। 'পরদেবতা'—যে দেবতা 'পর' অর্থাৎ সর্বতো ভাবে প্রেষ্ঠ, স্বয়ং ভগবান্‌রূপে নিজ আরাধ্য কৃষ্ণই স্বয়ম্। **স্বপিত্রো শিশুঃ** পিতামাতর নিকট শিশু। যদুকুল-লীলাতে পিতামাতা-রূপে প্রসিদ্ধ শ্রীবসুদেব-দেবকী বৃষ্ণি শ্রেষ্ঠ বলে কৃষ্ণের জন্মক্ষণ আরম্ভ থেকে শ্রীবসুদেব দেবকীর মুখে কৃষ্ণ সম্বন্ধে 'আপনিই প্রকৃতির স্রষ্টাপুরুষ'- (ভা০ ১।৩।১৩) ইত্যাদি স্তুতি প্রভৃতি শ্রবণে বুঝা যায়, তাঁদের ঐশ্বর্যজ্ঞানই প্রধান, আর বাৎসল্য আবৃত।—এরূপ হলেও তাদের নিকট এই রঙ্গস্থলে বাৎসল্য-রস পোষক 'শিশু'রূপে প্রতিভাত—এর কারণ সেই সময়ে শ্রীনন্দাদির সঙ্গগুণে শুদ্ধবাৎসল্য উল্লাসপ্রাপ্ত। 'স্বপিত্রো' পাঠও কোথাও কোথাও দেখা যায়, সেক্ষেত্রে 'স্ব' শব্দটি যদুকুলের লোক-দের সঙ্গে কৃষ্ণের অন্তরঙ্গতা প্রকাশের জন্য প্রযুক্ত। **গোপানাং স্বজনঃ**—শ্রীনন্দাদি-শ্রীদামাদি গোপেদের নিকট পুত্রাদি-মিত্রাদিরূপ স্বজন—এঁদের স্বভাবই এখানে উক্ত হল। যে রূপে এখানে, ঠিক সেই সেই রূপই শ্রীগোকুললীলায় শ্রীমুনীন্দ্রাদি শ্রীনন্দাদি সম্বন্ধে বারবার এরূপ প্রশংসা বাক্য প্রয়োগে বুঝা যাচ্ছে, শ্রীনন্দাদি থেকে অন্য সকলকে কমা করে দেখানোই যেন উদ্দেশ্য।

উক্ত ভাব সাকুল্যে ত্রিবিধ—১) প্রতিকূল জ্ঞানীজন—প্রীতিবিরোধী। ২) অজ্ঞজন—প্রীতি উদাসীন। ৩) জ্ঞানবান ও অনুকূল জ্ঞানীজন—প্রীতি-প্রাণা।

১। এখানে এই প্রথমশ্রেণীর নিকট কৃষ্ণ প্রতিভাত হলেন,—বজ্র, শাস্তা ও মৃত্যুরূপে, এহল ভয়ে ভয়ে দর্শন—এই ভয়' রসতা প্রাপ্ত হয় না। প্রাকৃত রস-শাস্ত্রবিদ্‌গণ বলেন, শ্রবণীয় কাব্যে বর্ণনীয় বিষয়ে, এবং দৃশ্যকাব্যে অনুকার্যে (কাব্যে বর্ণিত নায়কে) নলদময়ন্তী প্রভৃতিতে রসোৎপত্তি প্রতিপাদিত হয় না। ভাগ্যবান্ দ্রষ্টা ও শ্রোতারই রসাস্বাদ হয়—শ্রাব্য কাব্যেও বর্ণনীয় বিষয়, বর্ণক

ও শ্রোতা যথাযোগ্য হলে রসাস্বাদ হয়। কিন্তু হয়, সেই সেই কাব্য অনুভবীগণের মধ্যেই, আবার তাদের মধ্যেও যারা তৎসবাসন তাদের মধ্যেই সম্যক্ রস নিষ্পত্তি হয়। মল্লাদি সবাসন হলেও তারা কিন্তু ভগবৎকাব্য অধিকারী নয়, তাই শ্রীভাগবতরসবিদ্‌গণ কংসাদির তাদৃশ ভাবকে দ্বেষরূপেই মানেন, বস্তুত ইহা দুঃখরূপই, সুখস্বরূপ রসতা প্রাপ্তিতে যোগ্য নয়।

২) অতঃপর অজ্ঞদের অবজ্ঞা-ইহাও রসতা প্রাপ্ত হয় না।

৩) জ্ঞানবান্ ও অনুকূল জ্ঞানীজনদের নিকট প্রীতি আত্মকরূপে প্রতিভাত কৃষ্ণ—এরূপে 'এক' হলেও রঙ্গভূমিতে উপস্থিত জনদের মধ্যে প্রত্যেকের বৈশিষ্ট থাকা হেতু, এর মধ্যে পঞ্চভেদ, যথা—যোগিণাং—জ্ঞান-ভক্তদের মধ্যে মুক্তি পর্যায়ভুক্ত,—এদের স্থায়ীভাব শান্তি, বৃষ্ণিণাং—যদু বংশীয় লোকদের, এই পদটির দ্বারা উপলক্ষিত সূচিত হয়েছে 'ভক্তিমানজন'—এদের স্থায়ীভাব প্রেমপর্যায়-ভুক্ত ভক্তি,—১) মিত্রদের সখ্য, ২-৩) শিশুত্ব—পুত্রত্ব ভাবনাময় প্রীতিযুক্ত জনদের বাৎসল্য, ৪) প্রিয়তাভাবনাময়ী স্ত্রীবিশেষদের রতি। ৫) কিন্তু যেখানে বৈশিষ্ট্যজাত হয় নি, সেখানে শুদ্ধাপ্রীতি। তথা ৬) নৃণাং—মথুরার সাধারণজন—এই প্রীত্যাত্মক ভাব সবগুলিই রসতাপ্রাপ্ত হয়—ব্রহ্মানন্দ থেকেও স্বতঃই পরমানন্দরূপ হওয়া হেতু। প্রাকৃত রসশাস্ত্রজ্ঞদের মতেও যৎকিঞ্চিৎ আনন্দরূপ ভাবের দ্বারাই প্রীত্যাদির রসতা নিষ্পাদিত হয়। আরও এ বিষয়ে বিভাবাদির বিদ্যমাতা পরম অলৌকিক। সুতরাং প্রাকৃত রসবৎ কবিকল্পিত অলৌকিকত্বেরও অপেক্ষা নেই। অতএব এই রঙ্গস্থলে অনুকার্য কৃষ্ণরাম দুজনেতেই মুখ্যা রসোৎপত্তি। এই 'ভাগবতরস' নামকৌমুদীকারাদি দ্বারা উত্তমরূপে দর্শিত হয়েছে।

এই শ্রীমদ্ভাগবতের মূল শ্লোকেও এরূপ উক্ত হয়েছে, যথা—'পিবত ভাগবতং রসমালয়ম্'—(শ্রীভা ১।১।৩) ইত্যাদি। তাৎপর্যার্থ রসরূপ শ্রীমদ্ভাগবতাখ্য ফল পুনঃ পুনঃ পান করতে থাকুন। —এই ভাগবতেই উদাহরণও আছে, যথা—"এইরূপে ভাগবত পুরুষগণ সাধনভক্তি সঞ্জাত প্রেমভক্তি বলে সর্বপাপবিনাশন শ্রীহরিকে স্মরণ করে এবং পরস্পরকে স্মরণ করিয়ে পুলকিত শরীরে অবস্থান করেন। অতঃপর শ্রীহরি-চিন্তার নিমগ্নতায় তাঁদের লোকাপেক্ষা চলে যায়। তাঁরা কখনও রোদন, কখনও হাস্য, কখনও বাক্যালাপ, কখনও নৃত্য, কখনও কীর্ত্তন, কখনও লীলাভিনয় করতে থাকেন। এইরূপে শ্রীহরির সাক্ষাৎকার লাভ করে শান্ত ও মৌনভাবালম্বী হয়ে থাকেন।" —(শ্রীভা০ ১১।৩১-৩২)।— —এখানে হরি—আলম্বন বিভাব, স্মরণ—উদ্দীপন বিভাব,—যা তাপ দিয়ে রসকে বিশেষভাবে জমিয়ে তোলে, তাকে বলে বিভাব। স্মরণাদি—উদ্ভাস্বর নামক অনুভাব।—(ইহার প্রবৃত্তি বুদ্ধিপূর্বক। ভাবযুক্ত লোকের দেহে প্রকাশমান—গাত্রমোটন, জৃম্ভা, নৃত্য ইত্যাদি)। রোমাঞ্চ—সাত্ত্বিকনামক অনুভাব। —ইহা রসকে জানিয়ে দেয়। (সাত্ত্বিক কেবল সত্ত্ব হতে জাত—বুদ্ধিপূর্বক প্রবৃত্তি হলে তা সত্ত্বিক হবে না—ইহার প্রবৃত্তি স্বতঃই হয়ে থাকে—স্তম্ভ, রোমাঞ্চ ইত্যাদি হল সাত্ত্বিক)। চিন্তাদি—

সঞ্চারিভাব—রসসমুদ্রের তরঙ্গ,—খেলে বেড়ায়। (১১।৩১-৩২) শ্লোকের 'সংজাতয়া ভক্ত্যা'—সাধন-ভক্তি সঞ্জাত প্রেমভক্তি—এই স্থায়ীভাব সর্বাশ্রয় হওয়া হেতু, এর স্বভাবই হল সর্বাবস্থায় প্রেমপ্রাপ্ত জনের দেহে নিশ্চলভাবে থাকা। ৩২ শ্লোক-শেষে তাই বলা হল—[ভবন্তি তূষ্ণীং] "এইরূপে 'পরং' পরমরসাত্মক বস্তুর সহিত মিলনে শান্ত ও মৌনভাব ধারণ করলেন।" আরও "হে নৃপ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন জনিত আহ্লাদে সমুদিত অশ্রুতে ব্যতিবস্ত নেত্রকলেবর অক্রূর মহাশয় প্রেম-বিবশতাদি হেতু 'আমি অক্রূর, আপনাকে প্রণাম করছি' এরূপ বলতে সমর্থ হলেন না" (শ্রীভা০—১০।৩৮।৩৫)

এইরূপে প্রীতির ঐক্যে তন্ময় রসেরও ঐক্য, সেই ভাবসকলের ষোড়স ভেদে, রসও ষোড়শ, যথা—শান্তি স্থায়ীভাব, রস শান্তি। প্রেমভক্তি স্থায়ী, রস সপ্রেমভক্তিক। সখ্য স্থায়ী, রস সখ্যময়। বাৎসল্য স্থায়ী, রস বাৎসল্য। রতি স্থায়ী, রস শৃঙ্গার। অবশিষ্ট ১১ সংখ্যক ভাব ও রস—প্রীতি স্থয়ী, রস প্রীতিময়। অতঃপর অন্য অদ্ভুতাদি যে ৭টি রস আছে, সে সকলও সেই ভগবৎপ্রিয়জনে ভগবৎপ্রীতির দ্বারাই আবির্ভূত হয়—সেখানেই আবার তিরোভাব প্রাপ্ত হয়—সেই সেই রস সঞ্চারি-ভাবপ্রায় গৌণরস, ইহা এখানে গণনা করা হল না। কৃষ্ণে বিরোধীভাব এবং উদাসীন ভাব কিন্তু ভগবৎ জ্ঞানের অভাব দেখানোর জন্যই উল্লেখ। —এইসব ভাব ও রস কিছু কিছু অন্য সংজ্ঞায় ব্যক্ত করত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামিপাদের শুভ ইচ্ছায় শ্রীরূপপাদ বিস্তারিত ভাবে সকলের বুঝবার মতো করে দেখিয়েছেন।

সংক্ষেপে সেই অর্থসংগ্রহ শ্লোক এইরূপ, যথা – স্থায়ীভাবটি বিভাব-অনুভাব-সঞ্চারীভাব যোগে স্বাদ্যত্ব প্রাপ্ত হলে তাকে রস বলা হয়। রসসৃজন বিষয়ে কারণ কার্যসমূহ যা সহকারীরূপে কাজ করে, তাকে বিভাবাদি নামে উল্লেখ করা হয়। আলম্বন ও উদ্দীপন এই দুই নামে বিভাব ভেদপ্রাপ্ত হয়। আবার আলম্বন বিভাব দুই প্রকার—বিষয় আলম্বন, আশ্রয় আলম্বন—রসের বিষয় হলেন কৃষ্ণ। তাঁকে যে অনুভব করে অর্থাৎ আস্বাদন করে, তাকে বলা হয় আশ্রয় আলম্বন। এই আশ্রয় ভক্ত আস্বাদন লাভ করে প্রেমের সহায়তায়, যা শ্রেষ্ঠ অন্যস্পৃহা নিবৃত্তি কারক। [শ্রীভগবৎপ্রিয়বর্গ প্রীতির আশ্রয় আলম্বন হলেও যাঁহাকে আশ্রয় করত সেই প্রীতি-বিশেষ প্রবৃত্ত হয়, তাহাকেই সেই প্রীতির আলম্বন মনে করবে, অন্যান্য সকলই তৎসম্বন্ধে উদ্দীপন।—যাঁর উদ্দেশ্যে রতি প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে 'বিষয়' এবং যে আধারে রতি থাকে তাকে আশ্রয় বলে। কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় পদার্থ, যথা বেণু, মস্তকের ময়ূরপাখা ইত্যাদি উদ্দীপন বিভাব। অনুভাব দুইপ্রকার সাত্ত্বিকা ও আঙ্গিকা। **সাত্ত্বিকা**—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু, বৈবর্ণ, অশ্রু ও প্রলয় এই অষ্টবিধ। **আঙ্গিকা**—নৃত্য, ভূমিতে গড়াগড়ি, গান, শ্বাস, হাসাদি। **ব্যভিচারী**—কায়বাক্য অন্তঃকরণের দ্বারা সম্যক্ সূচিত হয়ে যে সকলভাব বিশেষ সাহায্য করতে করতে স্থায়ীভাবের দিকে গমন করে (সমুদ্র তরঙ্গবৎ) তাকে ব্যভিচারী ভাব বলে, সংখ্যায় তেত্রিশ, যথা—নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মৃতি, ব্যাধি, মোহ,

মৃতি, আলস্য, জাড্য, ব্রীড়া, অবহিত্থা, স্মরণ, বিতর্ক, চিন্তন, মতি, হর্ষ, ঔসুক্য, ঔগ্র, অমর্ষ, অসূয়া, ধৃতি, চাপল্য, নিদ্রা, সুপ্তি, বোধ। —ইহা স্থায়ীভাবকে বর্ধিত করতে করতে আবির্ভূত ও তিরোভূত হয়। —এই ব্যাভিচারী ভাব—আনুকূল্যাত্মক, চিৎ-লিপ্সু, উল্লাসধর্মিকা। স্থায়ী-ভাবক্রম এইরূপ, যথা—রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, মহাভাব। শান্তি, প্রীতি, সখ্য, বাৎসল্য প্রিয়তা, এই পাঁচটি স্থায়ীভাব জ্ঞানের মিশ্রণে সঙ্কোচিত নয়, এই স্বতুল্য কৃপাবল্লভ ভাব থেকে জাত হয়—শান্ত, প্রীত, প্রেয়ান্ বৎসল, মধুর—এই পাঁচটি রস, যা সামান্যভাবে ভক্তিশব্দোক্ত স্থায়ীভক্তিরস। —বিস্ময়, হাস্য, উৎসাহ, ক্রোধ, ভীতি, ঘৃণা, শোক—এইসব স্থায়ীভাব যারা ভক্তি থেকে জাত, তারা সেখানে 'গৌণকা'। আর এদের সম্বন্ধে ক্রমানুসারে গৌণরস—অদ্ভুত, হাস্য, বীর, রৌদ্র, ভয়ানক, বিভৎস, করুণ। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ত্ব কিন্তু এখানে ভক্তি দ্বারা স্বীকৃত। যার দ্বারা(যে স্থায়ীভাবের দ্বারা) কখনও স্বতঃই হয়,—এ স্থায়ীভাবের পক্ষে দোষণীয় নয় ॥জী০১৭॥

১৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** অথ তত্র রঙ্গভূমৌ স্থিতেষু নানাবিধজনসমুদায়েষু শ্রুতিপ্রথিত-মহারসস্বরূপঃ স্বয়ং ভগবানয়মন্তঃকরণানুরূপমেব স্ফুরতি স্মেতি বদন্নয়মেব সর্বোপনিষৎসারার্থো মূর্ত ইতি সাক্ষাদিব দর্শয়তি—মল্লানাং পর্বতোপশরীরাণাং চাণুরাদীনামশনিরিব বিদিতোঽভূদিত্যেবমেব সর্বত্রান্বয়। ক্বচিৎ তৃতীয়ার্থে ক্বচিৎ সম্বন্ধে চ ষষ্ঠ্যঃ। অতিসুকুমারসুশীতলমধুরাঙ্গোঽপি স পর্বতৈর্মহাকঠোরসুসন্তাপককটু-তরাঙ্গো বজ্র ইব মল্লৈর্দ্বেষ-দুষ্টান্তঃকরণৈরনুভূতঃ পিত্তদূষিতরসনৈর্মৎস্যণ্ডিকাপিণ্ড ইবাতিতিক্ত ইতি তৈস্তৎ-সবাসনৈস্তত্রত্যৈঃ সভ্যৈরপি দৃষ্ট্বাপি ভগবতঃ স্বরূপং নাস্বাদিতমিতি তেষু রসাভাস এব নতু রসঃ। নৃণাং মথুরাণাং দ্বেষাদিরাহিত্যাদুৎপত্ত্যৈব প্রেমসামান্যবতাং নরবরঃ নরেষ্বসাধারণৈরতিচমৎকারকরূপগুণলীলাদিভিঃ শ্রেষ্ঠ ইতি তৈঃ, শুদ্ধসত্ত্বময়ান্তঃকরণৈস্তস্য নরবরত্বং স্বরূপমেবাস্বাদিতমিতি তেষু বিস্ময়রসঃ। স্ত্রীণাং জনন্যা-দিব্যতিরিক্তানাং যুবতীনাং স্মর ইতি কৃষ্ণবিষয়ককামস্য প্রাকৃতত্বাভাবাৎ তাসাং মাথুরত্বেন প্রেমবত্ত্বাত্তাভিস্তস্য সাক্ষান্মন্মথমন্মথত্বং স্বরূপমেবাস্বাদিতমিতি তাসূজ্জ্বলোরসঃ। অত্রৈব মূর্তিমানিতি বিশেষণোপন্যাসেনাস্যৈব স্বরূপস্যাঙ্গিত্বং ধ্বনিতং, গোপানাং স্বজন ইতি তৈরপি স্বরূপমাস্বাদিতং যতো গোপমিত্রত্বং খলু তস্য স্বরূপমেবেতি তেষু সখ্যরসো হাস্যরসশ্চ। অসতামসাধূনাং ক্ষিতিভূজাং শ্লেষেণ সজ্জনবতীং পৃথ্বীং গ্রসতা-মিব ভক্ষাপরাধিনাং তেষাং শাস্তা অন্তকঃ ইত্যন্তকত্বং সর্বসুহৃদঃ সর্বানন্দকন্দস্য কৃষ্ণস্য ন স্বরূপমতস্তৈর্মল্লৈ-রিব তন্নাস্বাদিতমিতি তেষুরৌদ্ররসাভাস এব। স্বপিত্রোর্নন্দবসুদেবয়োর্বসুদেবকোর্বা শিশুরিতি তাভ্যাঞ্চ স্বরূপমাস্বাদিতং যতো নন্দাত্মজত্বং বসুদেবাত্মজত্বঞ্চ তস্য স্বরূপমেবেতি। তত্র বাৎস্যরসো বিজিঘাংসু-লোকদর্শনাৎ করুণরসশ্চ। ভোজপতেঃ কংসস্য মৃত্যুরিতি মৃত্যুত্বং মাধুর্যসুধাবর্ষুকস্য কৃষ্ণস্য ন স্বরূপ-মতস্তেন তস্য তন্নাস্বাদিতমিতি তস্মিন্ ভয়ানকরসাভাসঃ। অবিদুষাং কংসপুরোহিতাদীনামপরাধিনাং বিরাড্ব্যষ্টিঃ প্রাকৃতো মনুষ্যঃ। হংহো অয়মেব কিং পরমেশ্বর ইত্যুচ্যতে ভ্রান্তৈরয়ন্তু পারদারিকত্বেন গবাদিঘাতিত্বেন চ শ্রুতচরঃ, সংপ্রতি প্রাণ্যস্থিরক্তকলিলগাত্রো মনুষ্যেষ্বপ্যনাচারো ঘৃণাস্পদীভবত্যস্মন্নে-

ত্রাণামিতি ব্যাহরৎসু মহাপাপিষ্ঠেষ্বাবেশাভাবাৎ কংসাদিভ্যোঽপ্যধমেষু মন্দভাগ্যেষু তেষু বীভৎসরসাভাসঃ; যোগিনাং সনকাদীনাং পরং তত্ত্বং মূর্ত্তং পরং ব্রহ্মেতি তস্য স্বরূপং তৈরাস্বাদিতমিতি তেষু শান্তরসঃ। বৃষ্ণীনাং পরদেবতোপাস্যপরমেশ্বর ইতি তৎস্বরূপং তৈরাস্বাদিতমিতি তেষু দাস্যরস ইত্যেবং তত্র দশবিধেষু জনসমুদায়েষু চতুর্ণাং বিমুখতেন তদ্রসাস্বাদনাসামর্থ্যাৎ ষড়্ভিরষ্টৌ-রসাঃ স্বাদিতা ইত্যেতো "রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতী"তি বৈ নিশ্চিতমেব সঃ শ্রীভাগবতীয়দশমস্কন্ধদর্শিতায়াং মাথুররঙ্গ-ভূমৌ প্রসিদ্ধঃ কৃষ্ণ এব রসঃ। তং রসং কৃষ্ণমেবায়মানন্দময়োঽপি লব্ধ্বানন্দী আনন্দভূমবান্ ভবতীতি রসশ্রুতিরেবং ব্যাখ্যেয়া। বি• ১৭॥

১৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর সেই রঙ্গভূমিতে স্থিত নানাবিধ জনসমুদায়ের ভিতরে এই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ মহারসস্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ অন্তকরণের অবস্থা অনুরূপেই স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হলেন, এই কথা বলবার জন্য ইনিই যে, সর্ব উপনিষৎ সারার্থ মূর্ত, তাই সাক্ষাতের মতোই দেখান হচ্ছে— **মল্লানাং**—পর্বতের মতো শরীরধারী চাণুরাদির নিকট **অশনি**—বজ্রর মতো বিদিত হলেন কৃষ্ণ— এইরূপই সর্বত্র অন্বয় হবে। —অতি সুকুমার, সুশীতল, সুমধুর অঙ্গ হয়েও কৃষ্ণ পর্বতোপম মহাকঠোর, অতিশয় সন্তাপদায়ী, অতিশয় বিরস-অঙ্গ বজ্রের মতো অনুভূত হলেন, দ্বেষ-দুষ্ট অন্তঃকরণ মল্লদের দ্বারা। —যেমন মিছরিখণ্ড মিষ্ট হলেও পিত্তদূষিত জিহ্বায় অতি তিক্ত লাগে। সেইরূপ ঐ মল্লদের দ্বারা ও সেখানে উপস্থিত সমবাসন (সমসংস্কার) সভ্যদের দ্বারা দৃষ্ট হলেও তাঁদের ভগবানের স্বরূপ আস্বাদিত হয় নি, তাই তাদের চিত্তে রসাভাসই হয়েছে, রস হয় নি। **নৃণাং**—দ্বেষাদি-রাহিত্য হেতু জন্ম থেকেই প্রেমসামান্যবিশিষ্ট মাথুর জনদের নিকট **নরবরঃ**—নরশ্রেষ্ঠরূপে অর্থাৎ মনুষ্যসমাজে অসাধারণ অতি চমৎকারক রূপ-গুণ-লীলাদিতে শ্রেষ্ঠ জনরূপে শুদ্ধসত্ত্বময় অন্তঃকরণ অর্থাৎ তাঁদের দ্বারা 'নরশ্রেষ্ঠ' স্বরূপটিই আস্বাদিত হল, তাই তাদের মধ্যে বিস্ময়রস। **স্ত্রীণাং**—জননী প্রভৃতি ব্যতিরিক্ত যুবতী-দের নিকট **স্মরঃ**—কাম—কৃষ্ণবিষয়ক কামের প্রাকৃতত্ব না থাকা হেতু, মাথুরজন-স্বভাবে এই স্ত্রীরা প্রেম-বতী হওয়া হেতু তাঁদের দ্বারা সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ স্বরূপই আস্বাদিত হল, তাই তাদের মধ্যে উজ্জ্বল রস। কৃষ্ণের এই মন্মথ-মন্মথ স্বরূপ এখানেই **মূর্তিমান্**—মূর্তি ধরেছে, এই বিশেষণ বিন্যাসের দ্বারা কৃষ্ণের এই স্বরূপেরই অঙ্গিত্ব ধ্বনিত হল। (—আর সব এই অঙ্গীরই অঙ্গ)। **গোপানাং স্বজন** গোপেদের স্বজন। তাঁদের দ্বারাও 'স্বরূপ' আস্বাদিত, কারণ গোপ-মিত্রত্ব তাঁর স্বরূপ—এদের মধ্যে সখ্যরস, হাস্যরস। **অসতাম্**—অসাধু **ক্ষিতিভুজাং**—রাজাদের, অর্থান্তরে সজ্জনবতী পৃথিবীকে যেন গিলে খাচ্ছে, এরূপ ভক্ত-অপরাধী সকলের **শাস্তা**—নাশক। এই নাশক রূপ সর্বসুহৃদ্ সর্বানন্দকন্দ কৃষ্ণের স্বরূপ নয়, অতএব মল্লদের মতো তাদের দ্বারা কৃষ্ণ আস্বাদিত হল না—তাই এদের মধ্যে রৌদ্ররসাভাস। **স্বপিত্রো শিশুঃ**—নিজ পিতামাতার নিকট শিশু। —নন্দ-বসুদেব, বা বসুদেব-দেবকীর নিকট শিশু, তাঁদের দ্বারা স্বরূপ আস্বাদিত, কারণ নন্দাত্মজত্ব ও বসুদেবাত্মজত্ব তার স্বরূপ।

হতং কুবলয়াপীড়ং দৃষ্ট্বা তাবপি দুর্জয়ৌ।
কংসো মনস্যপি তদা ভৃশমুদ্বিবিজে নৃপ॥ ১৮॥

১৮। **অন্বয়ঃ** হে নৃপ! মনস্বী অপি (মহাশূরোঽপি) কংস কুবলয় পীড়ং হতং [তথা] তৌ (রামকৃষ্ণৌ) অপি দুর্জয়ৌ দৃষ্ট্বা তদা ভৃশং উদ্বিবিজে (ভীতো বভূব)

১৮। **মূলানুবাদঃ** হে নৃপ! কুবলয়পীড়কে হত হতে দেখে ও রামকৃষ্ণকে দুর্জয় দেখে কংস মহাবীর হয়েও তখন অত্যন্ত উদ্বেগগ্রস্ত হল।

তথায় বাৎসল্যরস, আর ঘাতকলোক দর্শন হেতু করুণরস। **ভোজপতেঃ**—কংসের নিকট মৃত্যু—মাধুর্যসুধা-বর্ষুক কৃষ্ণের স্বরূপ 'মৃত্যুত্ব' নয়, তাই তার দ্বারা কৃষ্ণের স্বরূপ আস্বাদিত হয় না—অতএব তাতে 'ভয়ানক' রসাভাস। **অবিদুষাং**—অবিদ্বানদের নিকট অর্থাৎ কংস-পুরোহিতাদি অপরাধিদের নিকট **বিরাড়্**—ব্যষ্টি (অর্থাৎ পৃথক্ একটি) প্রাকৃত মনুষ্য। —'হায় হায় এই কি আবার পরমেশ্বর, এরূপ তো ভ্রান্তরাই বলে, এ তো পরস্ত্রীগামীরূপে, গবাদিঘাতিরূপেই প্রসিদ্ধ, সম্প্রতি প্রাণীর অস্থি-রক্ত-লিপ্ত শরীরধারী যা মানুষের মধ্যেও অনাচার,—ঘৃণাস্পদী বলে আমাদের নেত্রে প্রতীয়মান হচ্ছে—এইরূপ বাক্য বিস্তারকারী মহাপাপীষ্ঠ, আবেশ-অভাব হেতু কংসাদির থেকেও অধম, মন্দভাগ্য তাদের মধ্যে বিভৎস রসাভাস। **যোগিনাং**—সনকাদির নিকট **পরং তত্ত্বং**—মূর্ত পরব্রহ্ম—কৃষ্ণের স্বরূপ তাদের দ্বারা আস্বাদিত, তাদের মধ্যে শান্তরস। **বৃষ্ণিনাং**—যদুবংশীয়দের নিকট **পরদেবতা**—উপাস্য পরমেশ্বর। তৎস্বরূপ তাঁদের দ্বারা আস্বাদিত, তাই তাঁদের মধ্যে দাস্যরস। —এইরূপে দেখা যাচ্ছে, রঙ্গভূমিতে দশবিধ জনসমুদয়ের মধ্যে চার শ্রেণী বিমুখ বলে রসস্বরূপ কৃষ্ণের রস আস্বাদনে অসমর্থ—এ হেতু ছয় শ্রেণী জনদের দ্বারা ৮টি রস আস্বাদিত।—"শ্রীভগবান্ নিজে রসস্বরূপ—এই চিত্তচমৎকারিত্বজনক আনন্দকে অর্থাৎ রসকে আস্বাদন করত জীবও আনন্দময় হয়,"—অতএব এর থেকে ইহাই নিশ্চিত হল যে, শ্রীভাগবতীয় দশম-স্কন্ধে দর্শিত রঙ্গভূমিতে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণই সেই 'রস'। সেই রস এই কৃষ্ণই আনন্দময় হয়েও 'লব্ধ্বানন্দী' আনন্দভূমবান্ অর্থাৎ আনন্দখনি [ভূ=হওয়া+মি (বিশেষ)—এইরূপেই রসশ্রুতি ব্যাখ্যা-যোগ্য।
॥ বি° ১৭ ॥

১৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** হতং দৃষ্ট্বেতি মহোচ্চমঞ্চোপর্য্যুপবেশাৎ। অতিদুর্জয়ত্ব-দর্শনং, কুবলয়াপীড়হননাৎ তেজোবিশেষাভিব্যঞ্জনাদ্বা। মনস্বী মহাশূরোঽপি, তদেতি ততঃপ্রাকৃতাদৃশভয়াভাবাৎ, নৃপেতি কংসস্য তাদৃশোদ্বেগাৎ, প্রহর্ষেণ সম্বোধনম্॥ জী ১৮॥

১৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ হতং দৃষ্ট্বা**—কুবলয়পীড় হস্তী হত হল, এই ব্যাপার দেখে। —রঙ্গভূমির বাইরে হত হলেও কংস অতি উচ্চমঞ্চের উপর উপবেশন হেতু দেখতে পেল। আরও দেখল **তৌ দুর্জয়ৌ**—দুর্জয় রামকৃষ্ণকে, এই অতি দুর্জয়ত্ব দর্শন হল, কুবলয়পীড় হনন হেতু, বা তেজোবিশেষ অভিব্যক্তি হেতু। জী° ১৮॥

তৌ রেজতু রঙ্গগতৌ মহাভুজৌ
বিচিত্রবেষাভরণস্রগম্বরৌ।
যথা নটাবুত্তমবেষধারিণৌ
মনঃ ক্ষিপন্তৌ প্রভয়া নিরীক্ষতাম্ ॥ ১৯ ॥

১৯। **অন্বয়** ঃ বিচিত্রবেশাভরণস্রগম্বরৌ মহাভুজৌ প্রভয়া নিরীক্ষতাং (নিরীক্ষমানানাং মল্লাদি-দর্শবিধজনানাং) মনঃ ক্ষিপন্তৌ (বিক্ষিপন্তৌ) তৌ (রামকৃষ্ণৌ) উত্তমবেশধারিণৌ নটৌ যথা রঙ্গগতৌ রেজতুঃ।

১৯। **মূলানুবাদ** ঃ বিচিত্র তিলক-কটকাদি বেশভূষাদ্বারা শোভিত মহাভুজ রামকৃষ্ণ মল্লাদি দশবিধ দর্শক জনদের মনে বিক্ষেপ জন্মাতে জন্মাতে উত্তম বেশধারী নটের ন্যায় শোভা পেতে লাগলেন রঙ্গভূমিতে।

১৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ মনস্বী মহাশূরোঽপি। যদ্বা, পূর্বত এব চিন্তাকুলোঽপি তদানী-মতিচিন্তাকাতরো বভূব ॥ বি০ ১৮ ॥

১৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **মনস্বী**—মহাবলরান হয়েও, অথবা পূর্বের থেকেই চিন্তা-কুল থাকলেও তখন অতি চিন্তাকাতর হয়ে পড়ল। বি০ ১৮ ॥

১৯ **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ বিচিত্রাণি বিবিধানি অদ্ভুতানি চ বেশাদীনি যয়োস্তৌ, তত্র বেশস্তিলকাদিঃ, আভরণং তিলকমেব, কটককুণ্ডলাদি, কৃতেঽপি মহাযুদ্ধে তেষামম্লানত্বাদিব্যঞ্জনয়া কৌশলবিশেষো ব্যঞ্জিতঃ। নিরীক্ষ্যমাণানাং মল্লাদিদশবিধজনানাং প্রভয়া অশনিত্বাদিরূপয়া স্বতেজসা মনঃ ক্ষিপন্তৌ যথাযথং বিক্ষিপন্তৌ, উত্তমবেশধারিণাবিতি নটবিশেষণম্। উত্তমাস্তথ তথা প্রত্যাপনসমর্থা যে বেশা নানানেপথ্যানি, তদ্ধারিণাবিত্যেকস্য নানাত্বং প্রকাশমাত্রেণ তু কালভেদে দৃষ্টান্তঃ যদ্বা, ঐন্দ্রজালিক-নট এবাত্র দৃষ্টান্তঃ, স চ স্বাঙ্গেন্দ্রজলাভ্যাং সত্যাসত্যধর্ম্মান্ যুগপদ্দর্শয়তীতি ॥ জী০ ১৯ ॥

১৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ বিচিত্র - বিবিধ ও অদ্ভুত বেশ প্রভৃতিতে মণ্ডিত রামকৃষ্ণ—এখানে **'বেশ'**—তিলকাদি, 'আভরণ'—কটক কুণ্ডলাদি—এইসব সাজে সাজলেও এই মহা-যুদ্ধে এইসব তছ্‌নছ্‌ হয়ে যাতে না-যায় সেইরূপ বৈশিষ্ট্য বোধক কৌশল বিশেষ প্রকাশিত হল। —যেহেতু **নিরীক্ষতাং**—যারা চেয়ে চেয়ে দেখছে সেই মল্লাদি দশবিধ জনদের **মনঃক্ষিপন্তৌ**—মনে যথাযথ বিক্ষেপ সৃষ্টি হল। **নটাবুত্তমবেষধারিণৌ**—উত্তমবেশধারী নটের মতো বেষধারী, কথাটা নটের বিশেষণ। —'উত্তম' যথা যথা প্রয়োজন তথা তথা ছেড়ে দেওয়ার উপযুক্ত যে সকল 'বেশ' অর্থাৎ নানা সাজসজ্জা। —(নটগণ যেমন প্রয়োজন মতো পর্দার আড়ালে গিয়েই বেশ বদলিয়ে আসে) এখানে রঙ্গভূমিতে সময়ভেদে রামকৃষ্ণের নানা সাজসজ্জা তাঁদের ইচ্ছামাত্র প্রকাশিত হয়—কারণ এ বেশভূষাও তো অপ্রাকৃত। অথবা, ঐন্দ্রজালিক নটই এখানে দৃষ্টান্ত। —সেও স্ব অঙ্গে ইন্দ্রজাল বিস্তারে সত্য অসত্য ধর্ম যুগপৎ দেখায়। জী০ ১৯ ॥

নিরীক্ষ্য তাবুত্তমপুরুষৌ জনা
মঞ্চস্থিতা নাগর রাষ্ট্রকা নৃপ।
প্রহর্ষবেগোৎকলিতেক্ষণাননাঃ
পপুর্ন তৃপ্তা নয়নৈস্তদাননম্ ॥ ২০ ॥

২০। **অন্বয়ঃ** হে নৃপ! মঞ্চস্থিতাঃ নাগররাষ্ট্রকাঃ ('নাগরাঃ' পৌরাঃ 'রাষ্ট্রকাঃ' জনপদাশ্চ সর্বে) জনাঃ উত্তমপুরুষৌ তৌ ('রামকৃষ্ণৌ') নিরীক্ষ্য প্রহর্ষবেগোৎকলিতেক্ষণাঃ আননাঃ (প্রহর্ষাবেগেন উজ্জৃম্ভিতানি ঈক্ষণানি আননানি যেষাং তে তথা সন্তঃ) নয়নৈঃ (স্ব স্ব নেত্রৈঃ) তদাননং তয়োঃ রামকৃষ্ণয়োঃ মুখং) পপুঃ [পরন্তু] তৃপ্তাঃ ন [বভূবুঃ]।

২০। **মূলানুবাদঃ** হে রাজা পরীক্ষিৎ! অখিল সৌন্দর্য-মাধুর্য-খনি রামকৃষ্ণকে দর্শন করত হর্ষবেগে উৎফুল্লিত দৃষ্টিযুক্তবদনা পুরবাসী ও গ্রামীণ লোকেরা নয়নের দ্বারা তাঁদের মুখকমল পান করতে লাগলেন, কিন্তু পরিতৃপ্ত হলেন না।

১৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা :** মনঃ স্পৃশন্তৌ আশ্লিষ্য মনসি লগ্নীভূয়ঃ তিষ্ঠন্তাবিত্যর্থঃ।বি০ ৯ ॥

১৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** [শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ 'ক্ষিপন্তৌ' স্থানে স্পৃশন্তৌ পাঠধরে নিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন] **মনঃ স্পৃশন্তৌ**—যারা দেখছে সেই জনদের মন আলিঙ্গন করত লগ্ন হয়ে রইলেন রামকৃষ্ণ। বি০ ১৯ ॥

২০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** যে তু প্রতিকূলজ্ঞানব্যতিরিক্তাস্তেষু তু সাধারণানমপি পরমপ্রেমৈব জাতঃ, কিমুতাসাধারণানামিত্যাহ—নিরীক্ষ্যেতি। উত্তম-পুরুষাবিত্যখিলসৌন্দর্য্যবৈদগ্ধ্যাদিকং সূচিতম্; মঞ্চস্থিতা ইতি নিরীক্ষণসম্যকুক্তম্, নাগরাঃ পৌরাঃ রাষ্ট্রকাশ্চ জানপদা লোকাঃ সর্ব্বেঽপীত্যর্থঃ। উৎকলিতত্বং বিকাশিতত্বং, পপুরিত্যনেন নয়নানাং চসকত্বং, আননস্য চ সৌন্দর্য্যামৃতনিধানপাত্রত্বম্। আননং পপুরিতি সৌন্দর্য্য-প্রাচুর্য্যাত্তেনাভেদোৎপ্রেক্ষয়া কেবলাননির্দ্দেশো দর্শনে তৎপ্রাধান্যাৎ ॥জী২০॥

২০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** রঙ্গমঞ্চে প্রতিকূলজ্ঞানী ব্যতিরিক্ত যারা উপস্থিত, তাদের মধ্যে সাধারণ জনাদেরও পরম প্রেমই জাত হল, অসাধারণ জনদের কথা আর বলবার কি আছে? এই আশয়ে বলা হচ্ছে, নিরীক্ষ্য ইতি। **উত্তম পুরুষৌ**—এই পদের দ্বারা রামকৃষ্ণের অখিল সৌন্দর্য-মাধুর্য সূচিত হচ্ছে। **মঞ্চস্থিতা** - মঞ্চের উপর উপবিষ্ট বলে **নাগর**— পুরবাসিগণ, **রাষ্ট্রকা**—মফস্বলের লোক, সকলেরই দর্শন ভালভাবে হল। **উৎকলিত**—উৎফুল্লিত (আনন হয়ে) **পপুঃ**—পান করলেন, 'পপুঃ' শব্দের ধ্বনি, পুরবাসি প্রভৃতি জনের নয়ন পানপাত্রস্বরূপ, আর কৃষ্ণরামের আনন সৌন্দর্যামৃত-ধারণপাত্রস্বরূপ, নয়নদ্বারে আনন আস্বাদনই হয়, পান হয় না, তবে যে এখানে 'পান' কথাটি প্রয়োগ হল, তার কারণ, এখানে আননের সৌন্দর্য প্রাচুর্য হেতু আননের সহিত সৌন্দর্যামৃতের অভেদ উৎপ্রেক্ষায়। অন্য অঙ্গের কথা না বলে কেবল আননের নির্দেশ, দর্শনবিষয়ে আননেরই প্রাধান্য হেতু। জী০ ২০ ॥

পিবন্ত ইব চক্ষুর্ভ্যাং লিহন্ত ইব জিহ্বায়া।
জিঘ্রন্ত ইব নাসাভ্যাং শ্লিষ্যন্ত ইব বাহুভিঃ ॥২১॥
উচুঃ পরস্পরং তে বৈ যথাদৃষ্টং যথাশ্রুতম্।
তদ্রূপ-গুণ-মাধুর্য-প্রাগল্‌ভ্য-স্মারিতা ইব ॥২২॥

২১।২২। **অন্বয়ঃ** তে বৈ (নাগর-রাষ্ট্রিকা জনাঃ) চক্ষুর্ভ্যাং পিবন্তঃ ইব (তয়োঃ পানমিব কুর্বন্তঃ), জিহ্বয়া লিহন্ত ইব, (তয়োঃ লেহনমিব কুর্বন্তঃ), নাসাভ্যাং জিঘ্রন্ত ইব (তাবেব নাসয়োঃ প্রবেশয়িতুমিব প্রবৃত্তা ইত্যর্থঃ) বাহুভিঃ শ্লিষ্যন্ত ইব।

২১-২২। **মূলানুবাদঃ** দর্শকগণ তখন রামকৃষ্ণকে যেন চক্ষুদ্বারা পান, জিহ্বা দ্বারা লেহন, বাহুপাশে যেন আলিঙ্গন করছিলেন এবং নাসিকায় যেন প্রবেশ করাচ্ছিলেন।

সেই রূপ-গুণ-মাধুর্য ও ধনুর্ভঙ্গাদি বিষয়ে সঙ্কোচরাহিত্যাদি দর্শকদের স্মরণ করিয়ে দিল, পূর্বশ্রুত ও দৃষ্ট কৃষ্ণ-প্রভাবাদি, যা তারা না বাড়িয়ে-সারিয়ে পরস্পর হুবহু বলাবলি করতে লাগল।

২০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** প্রহর্ষবেগেন সূর্যোদয়শৈঘ্রেণেন উৎকলিতানি বিকসিতানি ঈক্ষণানি আননানি চ কমলানি যেষাং তে। তদাননমাধুর্যং পপুঃ ॥ বি০ ২০ ॥

২০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ প্রহর্ষবেগ**– সূর্যোদয়ের ত্বরায় কমল যেমন বিকশিত হয়, তেমনি বিকসিত হয়ে উঠল তাঁদের নয়ন এবং মুখ **তদাননম্, পপুঃ**– সেই মুখমাধুর্য মঞ্চস্থ জনেরা পান করলেন। বি০ ২০।

২১-২২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** পিবন্ত ইতি যুগ্মক, তাবিতি শেষঃ। ইবেত্যুৎপ্রেক্ষায়াং নেত্রবিস্তারণলিঙ্গেন তাভ্যাং তয়োঃ পানমিব কুর্বন্ত ইত্যর্থঃ। প্রত্যেকাপেক্ষয়া দ্বিত্বাদি, এবং জিহ্বাদ্বারা তন্মাধুরীবর্ণনলিঙ্গেন তয়া তয়োর্লেহনমিব কুর্বন্ত ইত্যর্থঃ। তথা হর্ষবশাৎ তদতিসাম্মুখ্যপূর্বকন সাফুল্লত্ব সসম্ভ্রম শ্বাসোত্তোলনাদিলিঙ্গেনাবিচ্ছিত্তুর-তৎসৌরভ্যলাভ-লালসয়া তাবেব নাসয়োঃ প্রবেশয়িতুমেব প্রবৃত্তা ইত্যর্থঃ। তদ্বদেব চ পরস্পররূপদর্শনার্থং করচালন লিঙ্গেন বাহুভিস্তয়োরালিঙ্গনমিব কুর্বন্তঃ, অতএব চালনলাঘবেন বহব ইব দৃশ্যন্ত ইত্যভিপ্রায়েণাত্র তু বহুত্বং, কেষাঞ্চিত্তত্তদ্যোগ্যানাং তত্তদিচ্ছাপ্যস্তি, ততঃ কিঞ্চিদনুকরণমপি সম্ভবতীত্যপি পিবন্ত ইবেত্যাদিকমুক্তম্। উচুরিতি তৈব্যাখ্যাতম্। তত্র যথাদৃষ্টমিত্যাদাবেবং বিবেচনীয়ম্। সমাসোঽয়মব্যয়ীভাবঃ, স চ অব্যয়ং বিভক্তি' ইত্যাদিনা সূত্রেণ 'যথাসাদৃশ্যে' ইত্যাদিনা চ বর্ণ্যতে। তত্র প্রথমেন যথার্থত্বে প্রবর্ত্তমানস্যৈবং বিবেকঃ। যথার্থাশ্চত্বারঃ— যোগ্যতা, বীপ্সা, পদার্থানতিবৃত্তিঃ সাদৃশ্যঞ্চেতি। অত্র পদার্থানতিবৃত্তিস্তদনতিক্রমঃ, তত্রোদাহরণং যথা বলমধ্যেতি বলমনতিক্রম্যেত্যর্থঃ। যোগ্যতায়ামুদাহরণম্—অনুরূপস্য দানং যথাদানমিতি, যোগ্যমিত্যর্থঃ। অত্র তু যথা-শব্দেন প্রযুজ্যতে, ন ত্বন্য-শব্দৈঃ, এবং সবীপং ধ্বনতীত্যত্র সাদৃশ্যার্থে সহ শব্দবৎ। তস্মাদ্‌যথাদৃষ্টমিত্যাদৌ দৃষ্টং যদ্ধনুর্ভঙ্গাদি, তদনতিক্রম্য যথাশ্রুতম্– শ্রুতং যদ্‌গোবর্দ্ধনো-

দ্ধরণাদি, তত্তদনতিক্রমেতি বিভজ্যৈব যোজ্যং, তদনুরূপমিত্যর্থঃ, ইত্যত্র তু যোগ্যতায়ামেবাব্যয়ীভাবো গম্যতে, অনুরূপমস্য দানমিতিবৎ, ততশ্চ তত্তদ্‌যোগ্যমিত্যর্থঃ। পদার্থানতিবৃত্তিযোগ্যতয়োরব্যয়ীভাবয়োর্ভিন্নার্থত্বেঽপি যোগ্যতার্থে যৎ পর্য্যবসানং কৃতং, তৎ খলু তত্রৈব তাৎপর্য্যমিত্যপেক্ষয়া গম্যতে। যথা-সাদৃশ্য ইত্যসাদৃশ্যে প্রবর্ত্তমানস্য দ্বিতীয়সূত্রস্যোদাহরণম্—যথাবৃদ্ধং প্রবিশন্ত যে যে বৃদ্ধাস্ত ইত্যর্থঃ। প্রত্যক্ষমিত্যনেন তচ্ছব্দো ব্যাখ্যাত ইতি। যদ্বা, যথেতি যোগ্যতার্থ এব দৃষ্টং যদ্ধনুর্ভঙ্গাদি তদনুরূপমেব শ্রুতং যন্নারায়ণাংশাবতার, ত্বাদি তদনুরূপমেব, নাধিকমিত্যর্থঃ। অতএব, রক্ষ্যতেঽংশেনেতি। তত্তদপি তেষাং সন্দিগ্ধমিবাসীৎ, সম্প্রতি তদ্দর্শনেনৈব নিশ্চিতং জাতমিত্যাহ—তদ্রূপেতি। তস্য রূপং ভগবল্লক্ষণাকারঃ, গুণা অসমোর্দ্ধসৌন্দর্য্যশৌর্য্যাদয়ঃ, মাধুর্য্যং ক্বচিদাচ্ছাদিতেষ্বপি রূপগুণেষু তৎস্বভাবত এব মনোহরত্বং, প্রাগল্‌ভ্যং সর্ব্বত্রাকুণ্ঠত্বং, তৈঃ স্মারিতা ইব, ইবেত্যুৎপ্রেক্ষায়াং, বস্তুতস্তু সম্ভাবনা-বিপরীতভাবনাভ্যাং সন্দিগ্ধত্বমেব, ন তু শ্রুত্বাপি দৃষ্ট্বাপি বিস্মৃতত্বমিতি তৈঃ প্রতীতিং প্রাপিতা ইত্যর্থঃ। যদ্বা,তত্তত্তু তেষাং সদা স্মর্য্যমাণমপি তদানীং তদ্রূপাদি-দর্শনেনাতীব চমৎকৃতমাসীদিতি নূতনস্মরণ বিষয়তামিব প্রাপ্তমিত্যাহ—তদ্রূপগুণেতি। অতএবোত্তরত্র বিস্মিতানাং বাক্যমাহেতি তৈর্ব্যাখ্যাস্যতে॥ জী॰ ২১-২২॥

২১-২২। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদ ঃ** 'পিবন্ত' থেকে স্মারিত 'ইব' এই যুগল শ্লোক ১৯ শ্লোকের 'তৌ' সঙ্গে অন্বিত হয়ে ব্যাখ্যা। **ইব**—উপমায়। মাধুর্য আস্বাদনের লোলুপতায় নয়ন বিস্ফারিত হল, এ যেন দেখা নয়, 'পিবন্ত' কৃষ্ণরামের মুখ-মাধুর্য পান —প্রত্যেক জনের দিকে লক্ষ্য রেখে দ্বিবচনে 'চক্ষুভ্যাং' চক্ষুযুগল বলা হল, যদিও বহুজনের বহুচক্ষুরই একই অবস্থা। জিহ্বার এমন অবস্থা প্রকাশ পেল যেন 'লিহন্ত' জিহ্বাদ্বারা ঐ মাধুরী লেহন হচ্ছে। **জীঘ্রন্ত ইব নাসাভ্যাং**—তথা হর্ষ বশে তাদের মনে হল, কৃষ্ণরাম যেন অতি সম্মুখে অবস্থিত, ঐ জনদের নাসা হয়ে উঠল উৎফুল্ল, সসম্ভ্রম-দীর্ঘশ্বাস বইতে লাগল,—এই লক্ষণে বলা হল, তারা যেন সৌরভ্য-লালসায় কৃষ্ণরামকে নাশায় প্রবেশ করাতে প্রবৃত্ত। আরও এইরূপেই পরস্পর রূপদর্শনার্থ করচালন চিহ্নে **শ্লিষ্যন্ত ইব**—যেন বাহুদ্বারা কৃষ্ণরামকে আলিঙ্গন করা হচ্ছে। অতএব চালন ক্ষিপ্রতায় মনে হল যেন বহু বাহু, এই অভিপ্রায়ে 'বাহুভিঃ' বহুবচন। কোনও কোনও সেই সেই যোগ্যজনের সেই সেই ইচ্ছা জাত হয়েছে, সুতরাং পানাদির কিঞ্চিৎ সদৃশীকরণ জাত হয়ে থাকতে পারে তাই 'পিবন্ত ইব' ইত্যাদি উক্ত হয়েছে।

[শ্রীধর : হাতীর বধ যথাদৃষ্ট ও বৃন্দাবনের গোবর্ধনধারণলীলা যথা শ্রুত, তা তা অতিক্রম না করে বলাবলি। [—এখানে এরূপ বিবেচনীয়—'যথা দৃষ্ট' পদটি অব্যয়ীভাব-সমাসবদ্ধ (অব্যয়পদ 'যথা' যোগে 'যথা দৃষ্ট' পদটিও অব্যয়ীভাব প্রাপ্ত হল)। 'যথা' শব্দের চারপ্রকার অর্থ—যোগ্যতা, বীপ্সা, দৃষ্টবিষয়কে অতিক্রম না করা, এবং সাদৃশ্য। এই অর্থানুসারে 'যথাদৃষ্ট' 'যথাশ্রুত' পদের ব্যাখ্যা] —রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত জনেরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, বাড়িয়ে সারিয়ে নয়, এখনই ধনুর্ভঙ্গাদি যেরূপ

এতৌ ভগবতঃ সাক্ষাদ্ধরের্নারায়ণস্য হি।
অবতীর্ণাবিহাংশেন বসুদেবস্য বেশ্মনি ॥২৩॥

২৩। **অন্বয়ঃ** এতৌ (রামকৃষ্ণৌ) সাক্ষাৎ ভগবতঃ হরেঃ নারায়ণস্য অংশেন ইব বসুদেবস্য বেশ্মনি (গৃহে অবতীর্ণৌ।

২৩। **মূলানুবাদঃ** এই রঙ্গভূমিতে উপস্থিত জনগণ পরস্পর যা বলাবলি করতে লাগলেন, তা বলা হচ্ছে. আটটি শ্লোকে, যথা—

স্বাভাবিক অসমোর্ধ্ব-নিখিল ঐশ্বর্যযুক্ত, সর্বদুঃখহারী-অভীষ্টদায়ী-মনোহর নারায়ণের সাক্ষাৎ অংশে রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছেন এই মথুরায় বসুদেব গৃহে।

দেখলেন, গোবর্ধনধারণলীলা পূর্বে যেরূপ দেখেছিলেন, তা হুবহু। —কৃষ্ণ নারায়ণের অংশ-অবতার এরূপ যা শুনেছিলেন তাও হুবহু বলাবলি করতে লাগলেন, তবে পূর্বে এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল, এখন কৃষ্ণ দর্শনে সে সন্দেহ ঘুচল। এখন নিশ্চিন্ত হলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, তদ্রূপ ইতি। **তদ্রূপ**—তার রূপ ভগবল্লক্ষণাকার, **গুণাঃ**—অসমোর্ধ্ব সৌন্দর্য শৌর্যাদি, **মাধুর্যং**—ক্বচিৎআচ্ছাদিত হলেও রূপগুণে স্বভাবতই মনোহর, **প্রাগল্‌ভ্যং** —সর্বত্র অসঙ্কুচিত। **স্মারিতা ইব**—সেই রূপ-গুণ-মাধুর্য রামকৃষ্ণের প্রভাবাদি যেন স্মরণ করিয়ে দিয়েছে—'ইব' উৎপ্রেক্ষায়, বস্তুতঃ অসম্ভব ও বিপরীত ভাবনা দ্বারা রামকৃষ্ণের রূপগুণাদি সম্বন্ধে সন্দিগ্ধই ছিলেন সেই জনগণ—তবে শুনে ও দেখে বিস্মৃত হন নি—সেই রূপগুণাদি দ্বারা প্রতীতি প্রাপ্ত হলেন। অথবা, সেই রূপগুণাদি ঐ জনগণের সদা স্মৃতির মধ্যে থাকলেও তদানীং সেই রূপাদি দর্শনের দ্বারা অতীব চমৎকৃত হয়েছিলেন, এইরূপে নূতন স্মরণ-বিষয়ের মতো প্রাপ্ত হলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, তদ্রূপ গুণ ইত্যাদি।জী০ ২১-২২।

২১-২২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** পিবন্ত ইবেত্যাদীনি নয়নবিস্তাররসনাচালনপ্রফুল্লনাসাশ্বাসগ্রহণবাহুপ্রসারণলিঙ্গজ্ঞাপিতানীত্যর্থঃ। দৃষ্টং ধনুর্ভঙ্গাদি, শ্রুতং গোবর্ধনোদ্ধরণাদি তত্তদনতিক্রম্য উচুঃ। রূপাণি শ্যামত্বরক্তদন্তপাণিত্বাদীনি গুণা শৌর্যাদয়ঃ মাধুর্যাণি হসিতাপাঙ্গার্পণাদীনি প্রাগল্‌ভ্যানি ধনুর্ভঙ্গাদিষ্বকুণ্ঠত্বানি তৈস্তৎপ্রভাবাদীন্ শ্রুতান্ স্মারিতা ইবেত্যনধিকারার্থম্॥ বি০ ২১ ২২॥

২১-২২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** যেন পান করছেন ইত্যাদি জ্ঞাপিত হল, নয়ন বিস্তারিত করণ, জিহ্বা চালন, প্রফুল্ল নাসায় শ্বাস-গ্রহণ, বাহুপ্রসারণ—এইসব লক্ষণে। **দৃষ্টং**—দৃষ্ট ধনুর্ভঙ্গাদি, **শ্রুতং**—শ্রুত গোবর্ধনধারণাদি **যথা**—যেরূপ দেখলেন, যেরূপ শুনলেন, তা অতিক্রম না করে হুবহু বলতে লাগলেন। **রূপ**—শ্যামবর্ণের উপর রক্তের দাগ প্রভৃতিদ্বারা ও হস্তে হস্তীদন্ত ধারণে এক বিচিত্ররূপ, **গুণাঃ**—বীরত্ব প্রভৃতি, **মাধুর্য**—হাসিমাখা কটাক্ষ নিক্ষেপাদি, **প্রাগল্‌ভ্য**—ধনুর্ভঙ্গাদি বিষয়ে অকুণ্ঠত্ব প্রভৃতি—এইসব লক্ষণে কৃষ্ণের প্রভাবাদি যা শ্রুত হয়েছে, তা **স্মারিতা ইব**—যেন স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই 'ইব' টি স্মরণের অধিকার না থাকায় প্রয়োগ হয়েছে। বি০ ৪৩॥

এষ বৈ কিল দেবক্যাং জাতো নীতশ্চ গোকুলম্ ।
কালমেতং বসন্ গূঢ়ো বব্রধে নন্দবেশ্মনি ॥২৪॥

২৪। **অন্বয় ঃ** এষঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) দেবক্যাং জাতঃ বৈ (প্রসিদ্ধং) কিল নিশ্চিতং গোকুলং নীতশ্চ এতং কালং (এতাবন্তং কালং) নন্দবেশ্মনি (শ্রীনন্দগৃহে) গূঢ়ঃ বসন্ ববৃধে ।

২৪। **মূলানুবাদ ঃ** এইরূপে সামান্যভাবে দুজনের কথা একসঙ্গে বলবার পর ভগবদবতারত্ব স্পষ্ট করার জন্য তাঁদের লীলা বলতে গিয়ে প্রধান রূপে কৃষ্ণের লীলাই প্রথমে বলা হচ্ছে ছয়টি শ্লোকে যথা—

প্রসিদ্ধও আছে এই শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর গর্ভে জাত হয়েছেন, পরে একে গোকুলে নেয়া হয়েছিল। নিশ্চয়ই ইনি এতাবৎকাল নন্দগৃহে গুপ্তভাবে বাস করত বড় হয়েছেন ।

২৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** যদূচুস্তদেবাহ—অষ্টভিঃ। ভগবতঃ স্বাভাবিকাসমোর্দ্ধ-নিখিলৈশ্বর্য্যযুক্তস্য হরেঃ সর্ব্বদুঃখহর্ত্তুরভীষ্টদানাদিনা মনোহরস্য চ ; যতো নারায়ণস্য সর্ব্বজীবাশ্রয়স্য তস্য সাক্ষাদংশেন, ন তু শক্ত্যাবেশাদিনা, ইত্যেতৌ সর্ব্বভীষ্টপ্রদৌ ভবিষ্যতীতি দর্শিতম্ । ইহ শ্রীমথুরায়াং, তত্রাপি শ্রীবসুদেবস্য বেশ্মনীতি স্বেষু চাতিশয়েন পক্ষপাতো দর্শিতঃ। বেশ্মনীতি সাক্ষাত্তগবদংশত্বেন বিকারাসম্ভবাৎ। গীর্দেবী ত্বিত্যাহ— অংশেন তচ্ছক্তিময়ত্বাত্তদংশোপলক্ষিতো যো বসুদেবস্তস্য বেশ্মনীত্যর্থঃ ॥ । জী০ ২৩ ॥

২৩। **শ্রীজীব০ বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** এই রঙ্গভূমিতে উপস্থিত জনগণ পরস্পর যা বলাবলি করতে লাগলেন, তা বলা হচ্ছে আটটি শ্লোকে, যথা—**ভগবতঃ** - স্বাভাবিক অসমোর্দ্ধ নিখিল ঐশ্বর্যযুক্ত **হরেঃ** সর্বদুঃখহারী এবং অভীষ্টদায়ী বলে মনোহর 'নারায়ণস্য' নারায়ণের অংশে,—যেহেতু সেই সর্বজীবাশ্রয় নারায়ণের সাক্ষাৎ অংশে, এরূপ নয়-যে শক্ত্যাবেশাদিরূপে ভূতলে অবতীর্ণ—তাই এরা সর্বাভীষ্টপ্রদ হয়েছেন, ইহাই দেখান হচ্ছে। **ইহ**—শ্রীমথুরায়, এর মধ্যেও আবার শ্রীবসুদেবের গৃহে—নিজ জনের প্রতি যে অতিশয় পক্ষপাত আছে, তাই দেখান হল এরূপে। পিতামাতা বসুদেব-দেবকী থেকে না বলে শুধুমাত্র বসুদেব গৃহে আবির্ভূত, এরূপ বলা হল। কারণ সাক্ষাৎ ভগবৎঅংশে হওয়া হেতু জীববৎ বিকার অসম্ভব। সরস্বতীদেবী কিন্তু এরূপ অর্থপ্রকাশ করলেন, যথা—'অংশেন বেশ্মনি' নারায়ণ-শক্তিময় বলে, তার অংশ-উপলক্ষিত যে বসুদেব, তার গৃহে। জী০ ২৩॥

২৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** অংশেনেতি তেষাং তত্রৈব প্রতীতেঃ ॥ বি০ ২৩ ॥

২৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** **অংশেনেতি** নারায়ণের অংশ কৃষ্ণ। তাদের সেই-রূপই প্রতীতি। বি০ ২৩ ॥

২৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** এবং সামান্যেন দ্বারপ্যুক্ত্বা ভগবদবতারত্বমেব স্পষ্টয়িতুং তচ্চরিতানি বক্ষ্যন্তঃ প্রাধান্যেন শ্রীকৃষ্ণস্যাদাবাহুঃ—এষ ইতি ষড়্ভিঃ। বৈ প্রসিদ্ধৌ, যো জাতঃ প্রাদুর্ভূতঃ, স এবৈষঃ, এষ ইত্যঙ্গুল্যা নির্দ্দেশাৎ। কিল নিশ্চয়ে ; এতমেতাবন্তম্ ॥ জী০ ২৪ ॥

পূতনানেন নীতান্তং চক্রবাতশ্চ দানবঃ।
অর্জ্জুনৌ গুহ্যকঃ কেশী ধেনুকোঽন্যে চ তদ্বিধাঃ ॥২৫॥

গাবঃ সপালা এতেন দাবাগ্নেঃ পরিমোচিতাঃ।
কালিয়ো দমিতঃ সর্প ইন্দ্রশ্চ বিমদঃ কৃতঃ ॥২৬॥

২৫। **অন্বয়ঃ** (কৃষ্ণেন) পূতনা অন্তং নীতা (বিনাশিতা) [তথা] দানব চক্রবাতঃ চ অর্জুনৌ (যমলার্জুনৌ) গুহ্যকঃ (শঙ্খচূড়ঃ) কেশী ধেনুকঃ তদ্বিধাঃ অন্যেচ [অন্তং নীতা]।

২৬। **অন্বয়ঃ** এতেন (কৃষ্ণেন) সপালাঃ (পালকৈঃ সহ বর্তমানঃ) গাবঃ দাবাগ্নে (দাবানলাৎ) পরিমোচিতাঃ, কালিয়ঃ সর্পঃ দমিতঃ, ইন্দ্রশ্চঃ বিমদঃ (বিগতং মদঃ যস্য তথাভূতঃ) কৃতঃ।

২৫। **মূলানুবাদঃ** এই শ্রীকৃষ্ণ পূতনা, তৃণাবর্ত, যমলার্জুন, শঙ্খচূড়, কেশী, ধেনুক এবং অন্যান্য অসুরগণকে বধ করেছেন।

২৬। **মূলানুবাদঃ** এই শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকদের সহিত ধেনুদের রক্ষা, কালিয়কে দমন, এবং ইন্দ্রের গর্বনাশ করেছেন।

২৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** এইরূপে সামান্যভাবে দুজনের সম্বন্ধে একসঙ্গে বলা হলেও ভগবদবতারত্ব স্পষ্ট করবার জন্য তাঁদের লীলা বলতে গিয়ে প্রধান রূপে শ্রীকৃষ্ণের লীলাই প্রথমে বলা হয়েছে, যথা—'এষ ইতি' ছয়টি শ্লোকে। **এষঃবৈ**—বৈ—প্রসিদ্ধিতে. যিনি দেবকী থেকে **জাতঃ**—প্রাদুর্ভূত হলেন, তিনিই এই প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ— [এষ্] 'এই' বলে অঙ্গুলিদ্বার দেখিয়ে দিলেন। কিন্তু নিশ্চয়ে। **এতং**—এতাবৎ কাল ॥ জী° ২৪ ॥

২৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** অন্তং বিনাশম্ ॥ জী° ২৫ ॥

২৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** অন্তং—বিনাশ। জী° ২৫ ॥

২৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** গুহ্যকঃ শঙ্খচূড়ঃ ॥ বিঃ ২৫ ॥

২৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** গুহ্যকঃ—শঙ্খচূড় ॥ বিঃ ২৫ ।

২৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** সর্পতি ইতস্ততঃ প্রসরতীতি সর্প ইতি শিরঃসু নৃত্যেন তদ্দমনমশক্যমিতি। তথা কালিয় ইতি তন্নামপ্রসিদ্ধ্যৈব মহাবিষময়ত্বাদিকং সূচিতম্ ॥ জী° ২৬ ॥

২৬। **শ্রীজীব° বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** সর্প—'সর্পতি' ইতস্ততঃ গমন করে।—মস্তকে নৃত্য করে এই সর্পকে দমন করা অসাধ্য। কালিয় নামে প্রসিদ্ধিতেই সে যে মহাবিষময়, তা বুঝা যাচ্ছে। ॥ জী° ২৬ ॥

সপ্তাহমেকহস্তেন ধৃতোঽদ্রিপ্রবরোঽমুনা।
বর্ষবাতাশনিভ্যশ্চ পরিত্রাতঞ্চ গোকুলম্ ॥২৭॥
গোপ্যোঽস্য নিত্যমুদিত হসিতপ্রেক্ষণং মুখম্।
পশ্যন্ত্যো বিবিধাংস্তাপাংস্তরন্তি স্মাশ্রমং মুদা ॥২৮॥

২৭। **অন্বয়ঃ** অমুনা (কৃষ্ণেন একহস্তেন সপ্তাহং অদ্রি প্রবরঃ ধৃতঃ, বর্ষাবাতাশনিভ্যশ্চ গোকুলং চ পরিত্রাতং (রক্ষিতং)।

২৮। **অন্বয়ঃ** গোপ্যঃ (গোপস্ত্রীয়ঃ) অস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) নিত্য মুদিত-হসিত-প্রেক্ষণং (নিত্য হৃষ্টং তথা হসিতং হাস্যময়ং দৃষ্টিপাতঃ যস্মিন্ তৎ) মুখং পশ্যন্ত্যো মুদা (হর্ষেণ) অশ্রমং (অক্লেশং যথা স্যাত্তথা) বিবিধান্ তাপান্ তরন্তি স্ম।

২৭। **মূলানুবাদঃ** ইনি সপ্তাহকাল একহস্তে পর্বতশ্রেষ্ঠ শ্রীগোবর্ধন ধারণ করত বাত-বর্ষা থেকে গোকুল রক্ষা করেছিলেন।

২৮। **মূলানুবাদঃ** সেই রঙ্গমঞ্চেই উপস্থিত ভাববিশেষবতী কোনও কোনও মাথুর স্ত্রীদের বাক্য বলা হচ্ছে,—গোপ্য ইতি। গোপীগণ এই কৃষ্ণের আনন্দে সদাপ্রসন্ন ও হাসিমাখা দৃষ্টিতে মধুর মুখখানি সতত আনন্দে দেখতে থাকে, সেই দর্শনসুখে অনায়াসে গুরুপত্যাদিকৃত বিবিধ তাপ পার হয়ে যায়। —সেবিষয়ে তাঁদের দুঃখগন্ধও থাকে না।

২৭। **শ্রীজীব বৈ° তোঃ টীকা ঃ** বিমদকরণ-প্রকারমেবাহ - সপ্তাহমিতি। প্রথমশ্চকারঃ উক্তস্য সমুচ্চয়ে, দ্বিতীয়োঽনুক্তস্য। তেন শ্রীগোবিন্দাভিষেকমপি গৃহীতম্ ॥জ০ ২৭॥

২৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** ইন্দ্রের গর্ব নাশের কায়দা বলা হচ্ছে—সপ্তাহম্ ইতি। এই শ্লোকের দ্বিতীয় লাইনে দুটি 'চ' কার আছে - প্রথম 'চ' কার উক্ত বিষয় বর্ষা, বাত ও বজ্র, এদের সমুচ্চয়ে দ্বিতীয় 'চ' কার দেওয়া হয়েছে. যা কিছু বলা হয় নি তা বুঝাবার জন্য—এই 'চ' কার দ্বারা শ্রীগোবিন্দ অভিষেকও গৃহীত। জ০ ২৭॥

২৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** তত্রৈব ভাববিশেষবতীনাং কাসাঞ্চিৎ স্ত্রীণাং বাক্যমাহ—গোপ্য ইতি। নিত্যং মুদিতং হর্ষেণ প্রসন্নঞ্চ তৎ, হসিতেন প্রেক্ষণমিব লোকনং যস্মিন্ তচ্চ। যদ্বা, নিত্যং মুদিতঞ্চ তৎ, অতএব হসিতং হাসযুক্তঞ্চ, প্রকৃষ্টং কটাক্ষাদিনা সুন্দরমীক্ষণং যস্মিন্ তচ্চ। যদ্বা, উদিতং হসিতযুক্তং প্রেক্ষণং যস্মিন্' তন্নিত্যং মুদা পশ্যন্ত্যঃ অতএবাশ্রমমনায়াসেন তরন্তি স্ম, অতরন্। তা এব তেরুর্নাস্মদ্বিধমন্দভাগ্যা ইতি দৈন্যেনাতীতম্। যদ্বা, স্ম প্রসিদ্ধাবেব, নাতীতে। অতো বর্ত্তমান-প্রয়োগস্তস্য ব্রজগমনে সম্ভাবনানপগমাৎ। বিবিধান্ আধ্যাত্মিকাদীন্ গুরুপত্যাদিকৃতনিন্দাতর্জ্জনাদিনা বিরহাদিভেদেন বা এবং রাসাদিলীলাপি সূচিতা ॥ জী০ ২৮॥

বদন্ত্যেনেন বংশোঽয়ং যদোঃ সুবহুবিশ্রুতঃ।
শ্রিয়ং যশো মহত্ত্বঞ্চ লপ্স্যতে পরিরক্ষিতঃ ॥২৯॥

২৯। **অন্বয়** ঃ অনেন (শ্রীকৃষ্ণেন) পরিরক্ষিতঃ যদোঃ অয়ং বংশঃ সুবহুবিশ্রুতঃ (প্রখ্যাত সন্) শ্রিয়ং (সম্পদং) যশঃ (কীর্তিং) মহত্ত্বং চ লপ্সতে (প্রাপ্স্যতীতি) বদন্তি (বুধাঃ কথয়ন্তি)।

২৯। **মূলানুবাদ** ঃ এই শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক পরিরক্ষিত হয়ে যদুবংশীয়গণ বহু খ্যাতি, যশ ও মহত্ত্ব লাভ করবেন, নারদাদি এরূপ বলে থাকেন।

২৮। **শ্রীজীব° বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ সেই রঙ্গমঞ্চেই উপস্থিত ভাববিশেষবতী কোনও কোনও মাথুরস্ত্রীদের বাক্য বলা হচ্ছে, —গোপ্য ইতি। **নিত্য মুদিত-হসিত প্রেক্ষণং মুখং**— 'নিত্যমুদিতং' আনন্দে সর্বদা প্রসন্ন, 'হসিতপ্রেক্ষণং' হাসিমাখা দৃষ্টিতে স্নিগ্ধ মুখ। অথবা, [নিত্যম্+উদিত=নিত্যমুদিত] 'নিত্যম্ মুদা' সতত আনন্দে 'উদিত মুখং' হাসির রেখায় উদ্ভাসিত কৃষ্ণমুখ 'পশ্যন্তং' দেখতে দেখতে, (তাই) এই দর্শনসুখে **অশ্রমং**— অনায়াসে বিবিধতাপ **তরন্তি স্ম** - পার হয়েছিলেন— এই যাঁরা পার হয়ে গিয়েছিলেন সেই গোপীরা আমাদের মতো মন্দভাগ্য নয়, মঞ্চস্থ জনদের এরূপ দৈন্যে অতীত প্রয়োগ 'স্ম', (বাস্তবে গোপীরা পার হয়নি। তখন বিরহসাগরে হাবুডুবু খাচ্ছেন)। অথবা, প্রসিদ্ধিতেই 'স্ম',—অতীত নির্দেশে নয়। অতএব পার হয়ে যান, এরূপ বর্তমান প্রয়োগ কৃষ্ণের ব্রজগমনের সম্ভাবনা চলে না যাওয়ায়। **বিবিধান্ তাপান্** আধ্যাত্মিকাদি অর্থাৎ মানসিকাদি বিবিধতাপ, গুরুপত্যাদিকৃত নিন্দা তর্জনাদি দ্বারা বা বিরহাদি ভেদে, এইরূপে রাসাদিলীলাও সূচিত হল। জী° ২৮॥

২৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ অস্য কৃষ্ণস্য বিবিধান্ পতিশ্বশ্রূদিতর্জননিরোধাদীন্। অশ্রমং যথা স্যাত্তথেতি তত্র তাসাং দুঃখগন্ধোঽপি ন ভবেদিত্যর্থঃ॥ বিঃ ২৮॥

২৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ**ঃ এই কৃষ্ণের পতি শ্বাশুরী প্রভৃতির তর্জন-নিরোধাদি বিবিধ তাপ অনায়াসে পার হয়ে যায়, তাদের দুঃখগন্ধও হয় না। বি° ২৮॥

২৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ অথ শ্রীমথুরাদৌ করিষ্যমাণাং লীলামুদ্দিশন্তি বদন্তীতি। শাস্ত্রজ্ঞাঃ কথয়ন্তি, মহত্ত্বং সর্ব্বত উৎকর্ষম্॥জী° ২৯॥

২৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ অতঃপর মথুরাদিতে যে সব লীলা করবেন, তা নির্দেশিত হচ্ছে, **বদন্তীতি**—শাস্ত্রজ্ঞগণ বলে থাকেন। **মহত্ত্বং**—সর্বতোভাবে উৎকর্ষ। জী° ২৯॥

২৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ অনেন রক্ষিতোযদোর্বংশঃ শ্রাদিকং লপ্স্যতে ইতি বদন্তি॥ বি° ২৯॥

২৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ এই কৃষ্ণের দ্বারা রক্ষিত যদুবংশীয়গণ নানা সম্পতি প্রভৃতির অধিকারী হয়ে থাকেন, এরূপ পণ্ডিতগণ বলে থাকেন। বিঃ ২৯॥

অয়ঞ্চাস্যাগ্রজঃ শ্রীমান্ রামঃ কমললোচনঃ।
প্রলম্বো নিহতো যেন বৎসকো যে বকাদয়ঃ ॥৩০॥
জনেষ্ববং ব্রুবাণেষু তূর্যেষু নিনদৎসু চ।
কৃষ্ণরামৌ সমাভাষ্য চাণূরো বাক্যমব্রবিৎ ॥৩১॥

৩০। **অন্বয়ঃ** অস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য অগ্রজঃ অয়ং কমললোচনঃ শ্রীমান্ রামঃ চ, যেন (রামেন) প্রলম্বঃ (তন্নামাসুরঃ) নিহতঃ [তথা] বৎসকো বকাদয়ঃ যে (অসুরাঃ অস্মান্ তে চ নিহতাঃ)।

৩১। **অন্বয়ঃ** জনেষু এবং (পূর্বোক্তরূপং) ব্রুবাণেষু তূর্যেষু (বাদ্যবিশেষেষু) নিনদৎসু চ চাণূরঃ কৃষ্ণরামৌ সমাভাষ্য বাক্যম্ অব্রবীৎ।

৩০। **মূলানুবাদঃ** এই শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ কমললোচন শ্রীমান্ বলদেব প্রলম্ব, বৎস, বক অসুরগণকে বধ করেছেন।

৩১। **মূলানুবাদঃ** মঞ্চস্থ জনগণ যখন এইরূপ বলাবলিতে মত্ত রয়েছে, এবং তূর্য নামক যুদ্ধবাদ্য তুমুলশব্দে বাজছে, এমত অবস্থার ভিতরেই চাণূর নামক মল্ল রামকৃষ্ণকে নাম ধরে ডেকে বলতে লাগল।

৩০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** এবং শ্রীবলদেবস্যাপ্যাহুঃ- অয়মিতি। অপ্যর্থে চকারঃ। অগ্রজত্বেন শ্রীমান্ তদনুরূপসর্ব্বশোভাযুক্তঃ, তত্রাপি নেত্রশোভয়া লোভয়ন্তি কমলেতি। বৎসকো বৎস-প্রতিরূপ এব, ন তু বৎসঃ; 'ইবে প্রতিকৃতাবিতি কন্' ইতি তদ্বধদোষঃ প্রত্যাখ্যাতঃ। আদি-শব্দার্দ্ধে মুকজ্ঞাতয়ঃ বিপর্য্যয়োক্তিস্তৈর্যোজিতা। অত্র যথাদৃষ্টং যথাশ্রুতমিত্যুক্তেস্তত্ত্বজ্ঞানাভাব এবোপজীব্যঃ॥

। জী° ৩০।

৩০। **শ্রীজীব° বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** এইরূপে বলদেবের লীলাও বলা হচ্ছে, অয়ম্ ইতি। 'অপি' অর্থে 'চ' কার। **শ্রীমান্**—শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ সর্বশোভাযুক্ত! তার মধ্যেও আবার নেত্রশোভায় জগৎ-লোভায়, তাই বলা হল কমললোচন। **বৎসকঃ** বৎস প্রতিমূর্তি, ঠিক বৎস নয়। —[ইবে প্রতিকৃতাবিতি কন্]। —এইরূপে 'ক' শব্দ যোগে গোবধ দোষ প্রত্যাখ্যান করা হল। 'প্রলম্বো' ইত্যাদি ক্রমবিপর্যয় উক্তি- এখানে যথাদৃষ্ট, যথা শ্রুত উক্তি হেতু এই ক্রমবিপর্যয় উক্তি মঞ্চস্থজনদের দ্বারা সংযুক্ত হয়েছে, তত্ত্বজ্ঞান অভাবে। জী° ৩০॥

৩০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** ধেনুকবৎসকাদিষু বিপর্যয়োক্তির্জনবাদেষ্বনিশ্চয়াৎ। বি০ ৩০॥

৩০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** বৎসাসুর বধের পর বকাসুর বধ, তৎপর তালবনে গর্দভ-রূপধারী ধেনুকাসুরের বধ। তৎপর কালিয়দমনের পর প্রলম্বাসুর বধ। কিন্তু এখানে ক্রমভঙ্গ করত প্রথমেই প্রলম্ববধের কথা বলা হয়েছে। এর কারণ লোকের মুখে মুখে প্রবাদ বাক্যের মতো ঘুরতে ঘুরতে অনিশ্চয় হয়ে গিয়েছে। বি০ ৩০।

হে নন্দসূনো হে রাম ভবন্তৌ বীরসম্মতৌ।
নিযুদ্ধকুশলৌ শ্রুত্বা রাজ্ঞাহূতৌ দিদৃক্ষুণা ॥৩২॥

৩২। **অন্বয়ঃ** হে নন্দসূনো হে রাম! ভবন্তৌ বীরসম্মতৌ নিযুদ্ধকুশলৌ শ্রুত্বা রাজ্ঞা (কংসেন) আহূতৌ।

৩২। **মূলানুবাদঃ** হে নন্দসূনু, হে রাম! তোমরা দুজন বীর-সমাজে আদৃত, বিশেষ করে বাহুযুদ্ধে দক্ষ। —অতএব রাজা এ কথা শুনে তোমাদের যুদ্ধ কৌশল দেখতে ইচ্ছুক হয়েছেন।

৩১। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকা ঃ** এবমেতৎপ্রকারং ব্রুবাণেষ্বিতি প্রহর্ষেণ তেষামুক্ত্যসমাপ্তি-রুক্তা—জনেষ্বিতি। বাহুল্যাত্তেষামনিবার্য্যত্বং জ্ঞাপিতং, তদুক্তেরপ্রমাণত্বঞ্চ খণ্ডিতম্, এবং তেষাং মাৎসর্য্যা দয়ঃ। তূর্য্যেষু নিতরাং নদৎস্বিত্যনেন যুদ্ধোৎসাহশ্চ দর্শিতঃ। অতএবাব্রবীৎ। সমাভাষ্য আহূয় সম্বোধ্য বা। বাক্যমিতি পৌনরুক্ত্যং বিশেষেণ, বিশেষোঽত্র দেয় ইত্যভিপ্রায়েণ; স চ নিষ্ঠুরমিতি গম্যঃ। যদ্বা, অকারপ্রশ্লেষেণ বক্তুমযোগ্যমিত্যর্থঃ। জী॰ ৩১॥

৩১। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদ ঃ** এবং ব্রুবাণেষু—সাধারণ জনগণ যখন মঞ্চোপরি এরূপ বলাবলি করছেন, শ্রীশুকদেব তখন আনন্দ-আবেশে তাদের কথার মধ্যেই বলতে আরম্ভ করে দিলেন 'জনেষু' ইতি।—এর দ্বারা জানানো হল—মঞ্চে এইসব লোক বহু হওয়ায় তাদের কলরব থামিয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল না, এবং তাদের কথা অপ্রমাণ্য এরূপ সম্ভবনা খণ্ডিত হল, আর চাণূরাদির তূর্য ধ্বনিতে সূচিত হল কৃষ্ণরামের বীরত্ব শুনে চাণূরাদির তাঁদের প্রতি মাৎসর্য। নিনদৎসু—'নি' [নিতরাং] তুমুলশব্দে ধ্বনিত হচ্ছে, এমত সময়েই। এর দ্বারা চাণূরাদির যুদ্ধের উৎসাহ দেখান হল। অতএব তারা অব্রবীৎ—বলতে লাগলেন। সমাভাষ্য—ডাক দিয়ে বা নাম ধরে সম্বোধন করে বাক্যম্ অব্রবীৎ বাক্য বললেন—এরূপ উক্তি অদ্ভুত, ইহা পুনরুক্তি, বিশেষ কিছু বলার ইচ্ছায়। সেই বিশেষ হল 'নিষ্ঠুর বাক্য'। অথবা, বাক্য শব্দের পূর্বে 'অ' কার যোগে 'অবাক্য' অর্থাৎ অযোগ্য কথা বলতে লাগল চাণূরাদি—কোমলদেহা বালকদের বাহুযুদ্ধে আহ্বান করা অযোগ্য। জী॰ ৩১॥

৩২। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকা ঃ** সমাভাষণপ্রকারমেবাহ—হে ইতি। নন্দসূনুত্বেন সম্বোধনং তদীয়সৎপুত্রত্বস্য ব্যঞ্জনায়। রামেতি—সকললোকরতিহেতুত্বস্য, তত্তচ্চ যুদ্ধায় প্রোৎসাহনং, শ্লেষেণ তু গোপপুত্রত্বেনামহত্ত্বং, তদ্বৎ পিতৃসম্বন্ধানুল্লেখেনাজ্ঞাতপিতৃকত্বঞ্চ সূচয়তি; তত্তুপহাসেন তেজো-গ্লাপনার্থমিতি জ্ঞেয়ম্। বীর্যেণ বলেন সম্মতৌ লোকানামাদৃতৌ, তত্রাপি নিযুদ্ধে বাহুযুদ্ধে কুশলৌ দক্ষৌ শ্রুত্বা, অতএব দিদৃক্ষুণা ভবন্তৌ নিযুদ্ধং বা দ্রষ্টুমিচ্ছতা, রাজ্ঞেতি তদযোগ্যতোক্তা, অতঽত্র মল্লযুদ্ধেন ক্রীড়-তামিতি ভাবঃ। অত্রাপি বিরোধিলক্ষণয়োপহাস এব তাৎপর্যম্। জী ৩২॥

নিত্যং প্রমুদিতা গোপা বৎসপালা যথা স্ফুটম্।
বনেষু মল্লযুদ্ধেন ক্রীড়ন্তশ্চারয়ন্তি গাঃ। ৩৪।।
তস্মাদ্রাজ্ঞঃ প্রিয়ং যূয়ং বয়ঞ্চ করবাম হে।
ভূতানি নঃ প্রসীদন্তি সর্ব্বভূতময়ো নৃপঃ ॥৩৫।।

৩৪। **অন্বয়ঃ** নিত্যং প্রমুদিতাঃ বৎসপালাঃ গোপঃ বনেষু মল্লযুদ্ধেন যথা স্ফুটং ক্রীড়ন্তঃ [সন্তঃ] গাঃ চারয়ন্তি।

৩৫। **অন্বয়ঃ** হে (হে কৃষ্ণঃ) তস্মাৎ যূয়ং বয়ঞ্চ করবাম অতঃ ভূতানি (নিখিল ভূতগণাঃ) নঃ (অস্মান্ প্রতি) প্রসীদন্তি [যতঃ] নৃপ সর্বভূতময়।

৩৪। **মূলানুবাদঃ** তাই-না গোপবালকগণ বৎসপালকরূপে নিয়োগের প্রথম দিন থেকেই বনে বনে মল্লযুদ্ধের সহিতই গো-চারণ করে বেড়ায়।

৩৫। **মূলানুবাদঃ** [তা হলে গোপেদের সহিত মল্লক্রীড়া করাই উচিত। —এই আশয়ে বলা হচ্ছে, যথা—]

অতএব হে কৃষ্ণ, তোমরা ও আমরা রাজার প্রিয় কার্য করব। —রাজা প্রসন্ন হলে সকল জীব আমাদের প্রতি প্রসন্ন থাকবে কারণ রাজা সর্বভূতের জীবিকাস্বরূপ।

৩৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** ন চ বক্তব্যং, গোপৈরস্মাভিস্তন্ন সম্যক্ জ্ঞায়ত ইতি, যতো নিত্যমিতি গোপা গোপজাতয়ো বা সপালা বৎসপালত্বমারভ্য তথা তেন প্রকারেণ বনেষু মল্লযুদ্ধেন ক্রীড়ন্তো গাশ্চারয়ন্তীত্যর্থঃ। তদেতদ্বিধানস্য গ্রাম্যস্য বাক্যানি কষ্টান্বয়ানি যথাবদেব মুনীন্দ্রেণোপহাসার্থমনূদিতানীতি জ্ঞেয়ম্। গোপা গবাং রক্ষকাঃ, সমুচ্চয়েঽপ্যর্থে বা তথা শব্দঃ। বৎসপালা অপি, গা গোজাতীঃ, স্ফুটং ব্যক্তং প্রসিদ্ধমেবেত্যর্থঃ। ইদমপি নিগূঢ়োপহাসযুক্তম্, এবমুত্তরত্রাপি যথেতি পাঠে যথাবদিত্যর্থঃ ॥ । জী° ৩৪ ।।

৩৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** এ আর বলবার কি আছে, গোপগণ ও আমরা এ-কি ভালভাবেই জানি না—যেহেতু গোপজাতীয় লোকেরা বৎসপালকরূপে নিযুক্ত হওয়ার প্রথমদিন থেকেই 'নিত্যং ইতি' নিত্যই বনে বনে মল্লযুদ্ধের সহিতই খেলা করতে করতে ধেনু চরিয়ে বেড়ায়। —ইতর জনের কষ্টেসৃষ্টে পড়ানো এই শ্লোকোক্ত কথাগুলি শ্রীশুক উপহাসার্থে পাখীপড়ার মতো হুবহু বলে গেলেন মাত্র, এরূপ বুঝতে হবে।

গোপা—ধেনু রক্ষকগণ। **বৎসপালা**—সমুচ্চয়ে 'অপি' অর্থে, বা 'তথা' যোগ করে ব্যাখ্যা করতে হবে, যথা—বৎসপালাঃপি, বা তথা বৎসপালা। **গাঃ**—গোজাতী। **স্ফুটং**—এ তো প্রসিদ্ধই আছে। —এও নিগূঢ় উপহাসযুক্ত বাক্য। **যথা**—এইরূপ পরেও 'যথা' পাঠে 'যথা'র অর্থ যথাবৎ করতে হবে। জী° ৩৪ ।।

তন্নিশম্যাব্রবীৎ কৃষ্ণো দেশকালোচিতং বচঃ।
নিযুদ্ধমাত্মনোঽভীষ্টং মন্যমানোঽভিনন্দ্য চ ॥৩৬॥
প্রজা ভোজপতেরস্য বয়ঞ্চাপি বনেচরাঃ।
করবাম প্রিয়ং নিত্যং তন্নঃ পরমনুগ্রহঃ ॥৩৭॥

৩৬। **অন্বয়** কৃষ্ণঃ তৎ (চাণূর বাক্যং) নিশম্য নিযুদ্ধং আত্মনঃ (স্বস্য) অভীষ্টম্, মন্যমানঃ অভিনন্দ্য চ দেশকালোচিতম্ বচঃ অব্রবীৎ।

৩৭। **অন্বয়** ঃ বয়ং চ বনেচরাঃ অপি অস্য ভোজপতেঃ (কংসস্য) প্রজাঃ [অতঃ] নিত্যং [অস্য] প্রিয়ং করবাম, তৎ (ভবতা যুদ্ধে অভ্যর্থনং) [হি] নঃ (অস্মাকং) পরমনুগ্রহঃ।

৩৬। **মূলানুবাদ** ঃ কৃষ্ণ চাণূরের কথা শুনে বাহুযুদ্ধ নিজ-অভীষ্ট মনে করা হেতু উহাকে অভিনন্দন জানিয়ে দেশকালোচিত কথা বলতে লাগলেন (বস্তুতঃ এ কথার অভিপ্রায় তো অন্য)।

৩৭। **মূলানুবাদ** ঃ আমরা বনচর হলেও এই ভোজরাজ কংসেরই প্রজা। সুতরাং তার প্রিয় কার্যসাধন করব। আপনাদের দ্বারা এই যে যুদ্ধে অভ্যর্থন, তা আমাদের প্রতি পরমনুগ্রহই।

৩৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ নিযুদ্ধকুশলত্বং কথমাবয়োরিত্যত আহ—নিত্যমিতি ॥ বি০ ৩৪ ॥

৩৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ বাহুযুদ্ধ বিষয়ে পারদর্শিতা তোমাদের কি করে হল, তাও বলছি, নিত্য রাখাল ছেলেরা গরু চরাতে চরাতে নিত্যই বাহুযুদ্ধ করে থাকে। বি০ ৩৪ ॥

৩৫। **জীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ তর্হি গোপৈঃ সহ তৎক্রীড়া কার্য্যেতি চেত্তদাহ—তস্মাদিতি। রাজ্ঞঃ প্রিয়ার্থমস্মাভিঃ সহ কার্য্যেতি ভাবঃ। ভূতানি জীবাঃ, নৃপস্য সর্ব্বভূতময়ত্বং, সর্ব্বভূতস্য তদুপজীবনত্বাৎ। তস্মান্নিজপ্রজারূপয়োর্ভবতোরনেন রক্ষৈব কার্য্যেতি মা চ ভৈষ্টমিতি ভাবঃ। অন্যত্রৈঃ। তত্রেতি শব্দস্য প্রকারার্থস্য রাজ্ঞীত্যাদিনান্বয়ঃ ॥ জী০ ৩৫ ॥

৩৫। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ তা হলে গোপেদের সহিত মল্লক্রীড়া করাই যদি উচিৎ হয়, **তস্মাৎ ইতি**—তা হলে রাজার প্রীত্যার্থে আমাদের সহিত মল্লীক্রীড়া করাই তোমাদের উচিৎ। **ভূতানি**—জীবসকল। **নৃপ ইতি**—নৃপ সর্বভূতময়, কারণ তিনি সর্বভূতের উপজীবন অর্থাৎ জীবিকা। সুতরাং নিজপ্রজারূপ তোমাদের রক্ষা করাই এঁর কাজ। কাজেই ভয় করো না, এরূপভাব। [শ্রীস্বামিপাদ—'করবাম ইতি। রাজ্ঞি প্রিতে' আমরা ও তোমরা রাজার প্রিয় কার্যই করব। এই প্রকারে রাজা প্রীত হলে জীবসকলও আমাদের প্রতি প্রসন্ন থাকবে] — স্বামিটীকার 'করবাম্ ইতি' এই 'ইতি' শব্দের অর্থ এখানে 'এই প্রকারে'। এর সহিত 'রাজ্ঞি' শব্দের অন্বয় করেই উপরে ব্যাখ্যা হয়েছে,—। জী০ ৩৫ ॥

৩৬। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ তন্নিশম্যাভিনন্দ্য চ দেশকালোচিতং তদানীং তাদৃশমেব বক্তুং যোগ্যং বচোমাত্রমব্রবীৎ। বস্তুতোঽভিপ্রায়স্তন্য এবেতি ভাবঃ। তাদৃশবচনে হেতুঃ—নিযুদ্ধমিত্যাদি। অত্র হেতুঃ— কৃষ্ণস্তাদৃশলীলাকৌতুকিতয়া প্রসিদ্ধ ইত্যর্থঃ। জী০ ৩৬ ॥

বালা বয়ং তুল্যবলৈঃ ক্রীড়িষ্যামো যথোচিতম্ ।
ভবেন্নিযুদ্ধং মাঽধর্ম্মঃ স্পৃশেন্মল্লসভাসদঃ ॥ ৩৮ ॥

৩৮। **অন্বয়** ঃ বালা বয়ং তুল্যবলৈঃ [সহ] ক্রীড়িষ্যামঃ যথোচিতং নিযুদ্ধং (বাহুযুদ্ধং) ভবেৎ। অধর্মঃ মল্লসভাসদঃ (মল্লসভাস্থিতান্)! মা স্পৃশেৎ।

৩৮। **মূলানুবাদ** ঃ অল্পবল বালক আমরা তুল্যবল সখাদের সঙ্গে স্বেচ্ছায় মল্লযুদ্ধ করব। মল্লযুদ্ধের নিয়মানুসারে এ যুদ্ধ হবে, —মল্লসভাসদ্‌দের যেন অধর্ম স্পর্শ না করে, এমন ভাবে।

বাস্তব অর্থ – হে অজ্ঞ মল্লগণ তুল্যবল গোপসখাদের সঙ্গে কুস্তি লড়ার ইচ্ছা আমাদের। অল্পবল তোমাদের সঙ্গে নয়। তোমাদের কাছে আমি তো বজ্রতুল্য। তথাপি তোমাদের আগ্রহে এই লড়ছি। আমার বজ্র দেহের নিষ্পেষণে তোমাদের মৃত্যু ঘটলে আমার দোষ নেই কিন্তু।

৩৬। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ কৃষ্ণ চানুরের বাক্য শুনে, অভিনন্দন সহকারে **দেশকালোচিতং** – তথায়সেই সময়ে তাদৃশ কথাই বলার যোগ্য **বচঃ অব্রবীৎ** – কথার কথাই মাত্র বললেন, বস্তুতঃ অভিপ্রায় তো অন্যই, এরূপ ভাব। তাদৃশ বচনে হেতু **নিযুদ্ধং** ইতি – বাহুযুদ্ধ নিজের অভীষ্ট। —এ বিষয়ে হেতু, কৃষ্ণ তাদৃশ লীলাকৌতুকী বলে প্রসিদ্ধ। জী০ ৩৬।

৩৭। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ অভিনন্দনমেবাহ—প্রজা ইতি। ভোজপতেরিতি গৌরবাৎ। তত্রাপ্যস্যেতি, ন তূগ্রসেনস্যাপীত্যর্থঃ। বয়ঞ্চ প্রজাঃ। কীদৃশা অপি ? বনেচরা অপি। চকারাদ্ভবন্তস্তাবত্তৎপুরবাসিনঃ সুতরামেবেত্যর্থঃ। তস্মাদ্বয়মপি রাজ্ঞ প্রিয়মাজ্ঞাপালনাদিকং করবামৈব, তচ্চ নোঽস্মভ্যং ভোজপতেরনুগ্রহ এব, যত এব বয়মত্র প্রবৃত্তা ভবামেতি ভাবঃ। বস্তুতস্তু তস্যোত্যনাদরে, বয়ঞ্চাপি বয়মপি প্রজা অপি তু নৈবেত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—বনেচরাঃ নিত্যং বৃন্দাবনবিহারিণ ইত্যর্থঃ। অয়ং ত্বাধুনিক ইতি ভাবঃ। তস্মাদ্বয়ং রাজ্ঞঃ স্বস্য শ্রীগোপরাজস্যৈব প্রিয়ং করবাম, কর্ত্তুমিচ্ছামঃ, ন তু ভোজপতেঃ। নন্বীশ্বরস্য তবান্যত্র রাজত্বাদিমননমাজ্ঞাপ্রতিপালনাদিকং চাসম্ভবমিত্যাশঙ্ক্যাহ – তচ্চ নোঽস্মাকমনুগ্রহঃ প্রেমবিশেষকর্ত্তৃজনবিষয়শ্চেতোদ্রবিশেষ এব, যেন তাদৃশীমপি বশ্যতাং প্রতিপদ্যেমহীতি-ভাবঃ। জী০ ৩৭॥

৩৭। **শ্রীজীব০ বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ চাণুরের বাক্যকে কি ভাবে অভিনন্দন জানালেন, তাই বলা হচ্ছে,—প্রজা ইতি। ভোজপতির প্রজা আমরা. এরূপে কংসকে মর্যাদা দেওয়া হল। —এই ভোজবংশীয়দের মধ্যেও অন্য ইতি—এই সম্মুখের কংসের প্রজা আমরা, এর পিতা উগ্রসেনের নয়। **বয়ঞ্চাপি** ইতি—কিরূপ হলেও প্রজা ? 'বনেচরাঃ অপি' আমরা বনচর হলেও প্রজা। এখানে চ' কারের হেতু, হে চাণুর ! আপনারা ও তাবৎ পুরবাসিগণ এই কংসের প্রজা, সুতরাং আমরা দুজনেই রাজার প্রিয় আজ্ঞা অবশ্য পালনাদি করব। এই আয়োজন আমাদের প্রতি ভোজপতির অনুগ্রহই।— কারণ ইহা আমাদিকে কীর্তি প্রদান করবে। — সুতরাং আমরা নিশ্চয়ই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হব,

এরূপ ভাব। বস্তুতপক্ষে কথাগুলি কিন্তু কংসের প্রতি অতি অনাদরেই উক্ত হয়েছে, যথা **বয়ঞ্চাপি**—আমরা প্রজাও নই। —এ বিষয়ে হেতু **বনেচরাঃ**—নিত্যকাল বৃন্দাবনবিহারী। এই কংস তো আধুনিক এরূপ ভাব। সুতরাং আমরা **রাজ্ঞঃ**—নিজেদের গোপরাজেরই প্রিয় **করবাম**—সাধন করতে ইচ্ছা করছি, ভোজপতি কংসের নয়। পূর্বপক্ষ আচ্ছা ঈশ্বর তোমার পক্ষে অন্যকে রাজাদি মানা ও অন্যের আজ্ঞা প্রতিপালনাদি অসম্ভব, এরূপ পূর্বপক্ষের আশঙ্কায় বলা হচ্ছে, **নঃ অনুগ্রহঃ**—আমাদের অনুগ্রহ, যা প্রেমিক জন বিষয়ে চিত্তের দ্রবীভাব বিশেষই—ইহারই বেগে তাদৃশী জনেরও আজ্ঞা পালনাদি বশ্যতা স্বীকার করে থাকি, এরূপভাব। জী০ ৩৭ ॥

৩৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** বালা বালত্বেনাল্পবলা ইত্যর্থঃ। বহুত্বমন্যেষামপি বালানাং স্বকোটৌ প্রবেশ্য দৃষ্টান্তত্বব্যঞ্জনায় সাংসর্গিগোপবর্গাপেক্ষয়া বা, তুল্যবলৈরিতি বালেষ্বপি যে ন্যূনবলা অধিকবলা বা, তৈরপি নেত্যর্থঃ। **ক্রীড়িষ্যাম** ইতি—তত্রাপি ক্রীড়ায়ামেব মমেচ্ছেতি ভাবঃ। অন্যত্তৈঃ। বস্তুতশ্চ হে বালাঃ অজ্ঞাঃ, তুল্যবলৈর্গোপৈঃ সখিভিরেব সহ ক্রীড়িষ্যামঃ, ন ত্বল্পবলৈর্যুষ্মাভিরিত্যর্থঃ। 'গৌপৈঃ সমানগুণশীলবয়োবিলাসবেশৈশ্চ মূর্চ্ছিতকলস্বনবেণুবীণৈঃ' ইতি প্রসিদ্ধেঃ, 'মল্লানামশনিঃ' (শ্রীভা ১০।৪৩।১৭) ইতি চ। তথাপি ভবাদৃশামাগ্রহাত্তত্র প্রবর্ত্তামহে। ততোঽশনিস্বভাবমদঙ্গস্য স্পর্শেন ভবতাং বধে তু নাস্মাকং দোষ ইতি ভাবঃ। শ্রীহরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি কংসবধে অষ্টাশীতিতমাধ্যায়ে নিযুদ্ধে নিপাতনানন্তরমবধ্যস্যাপি মল্লস্য তস্য বধে কার্য্যে স্বদোষপরিহারার্থম্ স্পষ্টমেব শ্রীভগবদ্বচনম্—'অহং বালো মহানস্ত্রৈ বপুষা পর্ব্বতোপমঃ। যুদ্ধং মমানেন সহ রোচতে বাহুশালিনা ॥ যুদ্ধব্যতিক্রমঃ কশ্চিন্ন ভবিষ্যতি মৎকৃতঃ। ন হ্যহং বাহুযোধানাং দূষয়িষ্যামি যন্মতম্ ॥ যোঽয়ং করীষধর্ম্মশ্চ তোয়ধর্ম্মশ্চ রঙ্গজঃ। কষায়স্য চ সংসর্গঃ সময়ো হ্যেষ কল্পিতঃ। সংযমঃ স্থিরতা শৌর্য্যং ব্যায়ামঃ সৎক্রিয়া বলম্। রঙ্গে চ নিয়তা সিদ্ধিরেতদ্যুদ্ধবিদাং মতম্ ॥ যদয়ং বাহুযুদ্ধং বৈ সবৈরং কর্ত্তুমুদ্যতঃ। অত্র বৈ নিগ্রহঃ কার্য্যস্তোষয়িষ্যাম্যহং জগৎ ॥ করূষেষু প্রসূতোঽয়ং চাণূরো নাম নামতঃ। বাহুযোধী শরীরেণ কর্ম্মভিশ্চাত্র চিন্ত্যতাম্ ॥ এতেন বহবো মল্লা নিপাতানন্তরং হতাঃ। রঙ্গপ্রতাপকামেন মল্লমার্গশ্চ দূষিতঃ ॥ শাস্ত্রসিদ্ধিস্তু যোধানাং সংগ্রামে শাস্ত্রযোধিনাম্। রঙ্গে সিদ্ধিস্তু মল্লানাং প্রতিমল্লনিপাতজা ॥ রণে বিজয়মানস্য কীর্ত্তির্ভব শাশ্বতী। হতস্যাপি রণে শস্ত্রৈর্নাকপৃষ্ঠং বিধীয়তে ॥ রণে হ্যুভয়তঃ সিদ্ধির্হতস্যেহ ঘ্নতোঽপি বা। সা হি প্রাণান্তিকী যাত্রা মহদ্ভিঃ সাধু পূজিতা ॥ অয়ন্তু মার্গো বলতঃ ক্রিয়াতশ্চ বিনিসৃতঃ। মৃতস্য রঙ্গে কঃ স্বর্গো জয়তো বা কুতো রতিঃ ॥ যে তু কেচিৎ স্বদোষেণ রাজ্ঞঃ পণ্ডিতমানিনঃ। প্রতাপার্থে হতা মল্লামল্লহন্তর্বধো হি সঃ ॥' ইতি ॥ জী০৩৮ ॥

৩৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ বালা বয়ং তুল্যবলৈঃ ইতি**—আমরা বালকগণ তুল্যবল জনদের সহিত ক্রীড়া করব। এখানে 'বালা' বহুবচন প্রয়োগ হল, অন্য বালকদেরও নিজদলের মধ্যে প্রবেশ ভাবনা করত দৃষ্টান্তের ভাব প্রকাশের জন্য, বা নিজ সাথী গোপবালকদের অপেক্ষায়। বালকদের মধ্যে যাঁরা অল্প বা অধিকবলশালী তাদের সহিত যুদ্ধ হবেনা—যুদ্ধ হবে সমানে সমানে।

ক্রীড়িষ্যাম ইতি - এর মধ্যেও আবার এই ক্রীড়াতেই আমার ইচ্ছা, এরূপ ভাব। (শ্রীস্বামিপাদ— বাহুযুদ্ধের নীতি অনুসারে এ যুদ্ধ হবে। **মল্লসভাসদঃ** - মল্লসভার পরিচালক জনদের যেন অধর্ম স্পর্শ না করে। অথবা, হে মল্ল! সভাসদদের যেন অধর্ম স্পর্শ না করে।

বস্তুতপক্ষে ব্যাখ্যা এরূপ করণীয়—**হে বালাঃ**—হে অজ্ঞ মল্লগণ! তুল্যবল গোপসখাদের সঙ্গে খেলব, অল্পবল তোমাদের সঙ্গে নয়। এই সখারা যে তুল্যবল, তাতো ভাগবতীয় শ্লোকেই প্রসিদ্ধ আছে যথা—"এই সখাগণ যে 'সমান-গুণ-শীল বয়স বিলাস-বেশ ও মূর্চ্ছিতকলধ্বনিযুক্ত বেণুবাদক" আর এও প্রসিদ্ধ আছে, "মল্ল তোমাদের কাছে আমি বজ্রতুল্য"— (শ্রীভা০ ১১।৪৩।১৭)। তথাপি তোমাদের আগ্রহে এই যুদ্ধ আরম্ভ করছি। অতএব যদি বজ্রতুল্য স্বভাবযুক্ত আমার অঙ্গের স্পর্শে তোমাদের মৃত্যু ঘটে, তা হলে আমাদের দোষ নেই, এরূপ ভাব।

শ্রীহরিবংশে বিষ্ণুপর্বে কংসবধবিষয়ে অষ্টাশি অধ্যায়ে বাহুযুদ্ধে ভূমিতে চিৎকরে ফেলে দেওয়ার পর অবধ্য হলেও এই মল্ল চাণূরের বধকার্যে স্বদোষ পরিহারের জন্য স্পষ্ট শ্রীকৃষ্ণ বচন, যথা— "আমি বালক, আর এই অন্ধ্রদেশীয় চাণূরদেহ পর্বতোপম। —বাহুশালী এর সহিত যুদ্ধ আমার রুচিকরই বটে। আমার দ্বারা যুদ্ধনিয়ম কখনও ভঙ্গ হবে না। আমার দ্বারা বাহুযোদ্ধাদের মত দূষিত হবে না। অঙ্গে শুকনো গোবর ও জলমর্দন, সিঁদুর লেপন মল্লযুদ্ধের সময়ের নিয়ম। সংযম, স্থিরতা, শৌর্য, বিশেষরূপে অঙ্গ সঞ্চালন, যুদ্ধশাস্ত্রবিহিত ক্রীয়া কর্ম, আর বল—এই কয়টি বাহুযুদ্ধে সদা সিদ্ধির কারণ, এরূপ মল্লযুদ্ধ বিশারদদের মত। এ যেহেতু শত্রুতার সহিত যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়েছে, তাই একে দণ্ড দেওয়াই উচিত। এ বৈবস্বত মনুর পুত্র করুষ থেকে জাত হয়েছে, নাম চাণূর, বাহুযোদ্ধা বলেই পরিচিত—শরীর ও কর্মের দ্বারা। এর সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা করা উচিত এই যে, এ ব্যক্তি বহুমল্লকে ভূপাতিত করার পর বধ করেছে। সভামধ্যে প্রতাপ দেখাবার মানসে এ মল্ল-মার্গদূষিত করেছে। রণস্থলে অস্ত্র নিয়ে যারা যুদ্ধ করে তাদের অস্ত্রের দ্বারা নির্জিত করাই অস্ত্রসিদ্ধি। রঙ্গভূমিতে মল্লদের প্রতিপক্ষকে ভূপাতিত করাই সিদ্ধি। রণে যে জয়লাভ করে, তার কীর্তি শাশ্বতি (অবিনশ্বর)। অস্ত্রের দ্বারা রণে হত হলেও স্বর্গগতি লাভ করে। রণে উভয়দিকেই সিদ্ধি, হত ব্যক্তিরও সিদ্ধি, আবার হত্যাকারিরও সিদ্ধি। —সেই রণমৃত্যু মহতগণের দ্বারা সাধু সাধু বলে পূজিত। কিন্তু এই বাহুযুদ্ধে কেবল বল ও কৌশলই প্রশংসনীয়। ইহাতে মৃত্যু হলে স্বর্গলাভ হয় না। উপরন্তু বধকারিকে নিন্দাস্পদ হতে হয়। যে কেউ পণ্ডিতমানী রাজার প্রতাপের প্রয়োজনে প্রতিপক্ষ মল্লকে বধ করে থাকে, সে মল্লবধরূপ নিজ দোষে লিপ্ত হয়,— সে বধ্য। জী০ ৩৮।

৩৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ মল্লসভাসদো মল্লসভাধিকৃতান্ অধর্মো মা স্পৃশেদিত্যতো বালৈরেব সহ ক্রীড়িষ্যামোঽন্যথা ত্বধর্মঃ স্পৃশেদিতি ভাবঃ। বি০ ৩৮ ॥

৩৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ মল্লসভাসদো—মল্লসভার কর্মকর্তাদের যেন অধর্ম স্পর্শ না করে, অতএব বালকদের সঙ্গেই ক্রীড়া করব, অন্যথায় অধর্ম স্পর্শ করবে। বি০ ৩৮ ॥

চাণূর উবাচ।

ন বালো ন কিশোরস্ত্বং বলশ্চ বলিনাং বরঃ।
লীলয়েভো হতো যেন সহস্রদ্বিপ-সত্ত্বভৃৎ ॥৩৯॥

তস্মাদ্ভবদ্ভ্যাং বলিভির্যোদ্ধব্যং নানয়োঽত্র বৈ।
ময়ি বিক্রম বার্ষ্ণেয় বলেন সহ মুষ্টিকঃ ॥৪০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে
পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে কুবলয়াপীড়বধো নাম
ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৩॥

৩৯। **অন্বয়ঃ** চাণূরঃ উবাচ—বলিনাং বরঃ (বলিশ্রেষ্ঠঃ) ত্বং (কৃষ্ণঃ) বলঃ (রামঃ) চ ন বালঃ ন কিশোরঃ যেন [ত্বয়া] সহস্রদ্বীপসত্ত্বভৃৎ (সহস্রহস্তিবলধারী ইভঃ (হস্তী) লীলয়া (অনায়াসেন) হতঃ [অভূৎ]।

৪০। **অন্বয়ঃ** তস্মাৎ ভবদ্ভ্যাং বলিভিঃ যোদ্ধব্যং, অত্র (স্থানে ক্রীড়ায়াং বা) অনয় (অন্যায়ঃ) ন বৈ (ন ভবিষ্যতি ইতি নিশ্চিতং) বার্ষ্ণেয় 'হে বৃষ্ণিবংশোদ্ভুতেতি) [কৃষ্ণ! ত্বং] ময়ি বিক্রম(ময়াসহ পরাক্রমং কুরু, বলেন [রামেন সহ তু] মুষ্টিকঃ।

৩৯। **মূলানুবাদঃ** চাণূর বলল—তুমি এবং বলরাম বালকও নও, কিশোরও নও। তোমরা বলবানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। —কারণ তোমাদের দ্বারা সহস্রহস্তীবলধারী কুবলয়পীড় হস্তী হত হয়েছে।

৪০। **মূলানুবাদঃ** সুতরাং তোমাদের এখানে উপস্থিত বহুবলবান মল্লদের সহিত কুস্তি করা উচিত। এতে অন্যায় হবে না। হে যদুবংশীয় কৃষ্ণ! তুমি আমার উপরে যথাসাধ্য বিক্রম প্রকাশ কর, আমি নিশ্চেষ্ট থাকব। বলরামের সহিত মুষ্টিক বিক্রম প্রকাশ করুক।

৩৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** কিশোরশ্চ ন ভবসি, তস্যাপি বাল্যসাদৃশ্যেনাল্পবলত্বাৎ কিন্তু বলিনাং মধ্যে বরঃ শ্রেষ্ঠঃ। বলত্বমেব দর্শয়তি - লীলয়েতি, যেনেতি যেনেত্যর্থঃ। দ্বয়োরপি স্কন্ধে গজদন্তস্য দৃষ্টত্বাদনুমায় তদিদং প্রোক্তমিতি জ্ঞেয়ম্॥ জী° ৩৯॥

৩৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** চাণূর বলল, তুমি বালকও নও কিশোরও নও—বলরামেরও যে 'বাল্য', তা বালকের সাদৃশ্যে, অল্প বল হেতু নয়। কিন্তু তোমরা বলবানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠত্ব দেখান হচ্ছে,—লীলায় ইভ (হস্তী) বধ যেন—যার যার দ্বারা লীলায় হস্তী বধ হয়েছে, সেই সেই তোমরা না-বালক, না-কিশোর—দুজনেরই স্কন্ধে গজদন্ত দেখা হেতু, অনুমান করে নিয়ে এরূপ বলা হল। জী° ৩৯॥

৪০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** বলিভিরিতি বহুত্বং সর্ব্বেষামেব মল্লানাং ক্রমেণ নিযুদ্ধেচ্ছয়া, যদ্বা, বলিভির্বহুভিরপ্যেকদা যোদ্ধব্যং, তথাপি নানয়ঃ। কথং তর্হি ভবতা যোদ্ধব্যমিত্যাশঙ্ক্য পুনঃ স্বাভিমানমাহ ময়ি তু বিক্রম, যাবন্তং স্ববিক্রমং দর্শয় ইত্যর্থঃ, অহন্তু ন দর্শয়ামিতি ভাবঃ। নন্থ গোপা বয়ং রাজসভায়াং ন ক্রীড়াযোগ্য ইত্যত্রাহ—হে বাষ্ণেয়, তদিদমপি বয়ং ন জানীম ইতি ভাবঃ ॥জী০ ৪০॥

৪০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ বলিভিঃ**—বহু মহাবল মল্লদের সহিত তোমাদের যুদ্ধ করা উচিত—'বলিভিঃ' বহুবচন ব্যবহার করা হল, মল্ল সকলের সহিত ক্রমে ক্রমে যুদ্ধের ইচ্ছায়, অথবা মল্ল বহু হলেও একই সঙ্গে সকলের সহিত যুদ্ধ করা উচিত, এতে অন্যায় কিছু হবে না। তাই যদি হয়, তবে তোমার সঙ্গে কোন্ সাহসে যুদ্ধ করতে যাবো, এরূপ কথার আশঙ্কা করে চাণূর পুনরায় অভিমানের সহিত বলছেন—**ময়ি বিক্রম ইতি**—তুমি আমার উপর নিজের বিক্রম যতদূর পর্যন্ত আছে, দেখাও না, আমি দেখাব না, এরূপ ভাব। যদি বলা হয়, আমরা রাজসভায় ক্রীড়া করার যোগ্য নই, এর উত্তরে **বলল, হে বাষ্ণেয়**—হে বৃষ্ণিবংশ-উদ্ভূত, এই সম্বোধনে বিক্রমপ্রকাশের যোগ্যতা বলা হল, তুমি যে কংসের ভাগ্নে এ-কি আমরা জানি না, এরূপ ভাব ॥ জী০ ৪০ ॥

৪০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** বলিভির্মদ্বিধৈরেব সহ নচাত্র তৈর্বালৈস্তেষাং তত্তুল্যবলত্বাভাবাদিতি ভাবঃ॥ বিঃ ৪০ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দশমস্য ত্রয়শ্চত্বারিংশোঽপ্যজনি সঙ্গতঃ॥

৪০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ বলিভিঃ**—মদ্বিধ মহাবল মল্লদের সহিতই তোমাদের যুদ্ধ করা উচিত **নানয়োঽত্র** [ন+অনয়োঃ+অত্র] সেই বালকদের সহিত নয়, তাদের তোমাদের সহিত তুল্য বলের অভাব হেতু, এরূপ ভাব। বিঃ ৪০ ॥

ইতি শ্রীরাধাচরণ নূপুরে কৃষ্ণকৃষ্ণ বাদনেচ্ছু দীনমণিকৃত দশমে
ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

———